NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ কবি নবনীতা দেবসেন ও 'প্রথম প্রত্যয়'

আগামী দিনে অন্য জেলাকে চাকরি দেবে পুরুলিয়া: মমতা ৫

কলকাতা ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ১৫ ফাল্গুন ১৪৩০ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ২৫৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 28.2.2024, Vol.17, Issue No. 257, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করা নিয়ে নিজের মন্তব্যে অনড় অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: শেখ শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করা যায়নি হাইকোর্টের স্থগিতাদেশের জন্যই! নিজের অবস্থানে অনড় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবারও নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন তিনি। তৃণমূল সাংসদের অভিযোগ, হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ পরদিনই সন্দেশখালিতে অশান্তি শুরু হয়। যার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে বিজেপি। পেরিয়েছে ৫৪ দিন। এখনও অধরা শেখ শাহজাহান। তাঁর গ্রেপ্তারির দাবিতে ফুঁসছে সন্দেশখালির মহিলা-সহ সকলেই। বিরোধীরা বারবার কাঠগড়ায় তুলছে শাসকদলকে। দাবি করা হচ্ছে, তৃণমূলই আড়াল করছে শাহজাহানকে। পালটা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মহেশতলা থেকে তিনি দাবি করলেন, তৃণমূল নয়, শাহজাহানকে আড়াল করছে বিচার ব্যবস্থা। এদিন অভিষেক বলেন, 'কাশ্মীর থেকে সুদীপ্ত সেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কে শাহজাহান? তৃণমূল কাউকে আড়াল করছে না। ওকে আড়াল করছে বিচারব্যবস্থা।' তাঁর এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিস্তর জলঘোলা শুরু হয়। কিন্তু হাইকোর্টের 'শাহজাহানকে গ্রেপ্তারে পুলিশের বাধা ছিল না' মন্তব্যের সঙ্গে একমত নয় অভিষেক। মঙ্গলবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে হাইকোর্টের নির্দেশনামার একটি অংশ পোস্ট করেন। সঙ্গে লেখেন, '৭ তারিখ আদালত স্থগিতাদেশ দেয়। ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে অশান্তি ও বিক্ষোভ শুরু হয়। আর পুলিশের উপর স্থগিতাদেশের জেরে পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে বিজেপি।'

'কেরলে শত্রু, বাইরে বন্ধু', বাম-কং-কে তোপ মোদির

তিরুঅনন্তপুরম, ২৭ ফেব্রুয়ারি: রাহুল গান্ধির লোকসভা কেন্দ্র ওয়েনাড়ে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বামেরা। ওই কেন্দ্রে সিপিআই সাধারণ সম্পাদক ডি রাজার স্ত্রী অ্যানি রাজাকে প্রার্থী করেছে কমিউনিস্ট পার্টি। এমনকী, ওই আসনে রাহুল গান্ধিকে না দাঁড়ানোর বার্তা দিলেন বৃন্দা কারাত। এই প্রসঙ্গ টেনে একইসঙ্গে কংগ্রেস এবং বামেদের তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার তিরুঅনন্তপুরমে বিজেপি সভায় দুই দলের বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ আনলেন মোদি। বলেন, বাম এবং কংগ্রেস কেরলে শত্রু কিন্তু বাইরে বিএফএফ। মোদি ব্যাখ্যা করেন, বিএফএফের অর্থ বেস্ট ফ্রেন্ড ফর এভার। তিরুঅনন্তপুরমের সভায় মোদির কটাক্ষ, বামপন্থীরা চায় কেরলের ওয়েনাড়ে যেন প্রার্থী না হন কংগ্রেসের যুবরাজ। যদিও বর্তমানে ওয়ানাড়ের সাংসদ রাহুল গান্ধি। বলেন, 'দুই দল কেরলে নিজেদের মধ্যে লড়তে থাকেন। এমনকী কংগ্রেস বাম সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগও এনেছে। অপরপক্ষে কেরল সরকারের পুলিশ লাঠিচার্জ কংগ্রেস কর্মীদের বিক্ষোভে। রাজ্যের বাইরে ওরা বিএফএফ। একসঙ্গে বসে, একসঙ্গে চা-বিস্কুট খায়।' এর পরেই চেনা কৌশলে পরিবারতন্ত্রের কোর্ট বল ঠেলেন মোদি। নাটকীয় ঢঙে বলেন, 'কংগ্রেস আর ওদের কমিউনিস্ট জোটের একটাই উদ্দেশ্য, নিজেদের পরিবারের শাসন থাক দেশে। দেশের কল্যাণে নয়, নিজেদের পরিবারের কল্যাণই ওদের একমাত্র লক্ষ্য।' উল্লেখ্য, কেরলে এমনিতে বামেদের সঙ্গে মূল লড়াই কংগ্রেসেরই। সেখানে বিজেপি খুব একটা পোক্ত নয়। ফলে রাজ্যের বাস্তবতার নিরিখে সেখানে মূল লড়াই বাম এবং কংগ্রেসের মধ্যেই। দ্বিচারিতার অভিযোগ এনে দুই দলকেই অস্বস্তি ফেলতে চাইছেন নরেন্দ্র মোদি।

'বাংলা ভিখারি নয়, বাংলা হাত পাতে না'

লক্ষ্য লোকসভা নির্বাচন, পুরুলিয়ায় কল্পতরু মমতা

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ● পুরুলিয়া

একদিকে উন্নয়নের রামধনু, অন্যদিকে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন, শিলান্যাস ও উপভোক্তাদের সামগ্রী প্রদান করে জেলার বিভিন্ন প্রকল্পে উন্নয়নের জন্য ৭১১ কোটি টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করে বাংলা ভিখারি নয়, বাংলা হাত পাতে না, বাংলা হক চাহে বলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে লোকসভা নির্বাচনের আগে পুরুলিয়া সফরে এসে এভাবেই যৌথ মোড়কে নিজেকে পেশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। পাশাপাশি, আদিবাসীদের জমি হস্তান্তর করা যাবে না বলে আইন করে দেওয়া হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী যেমন জানান, তেমনই কুড়মি জনজাতিদের জন্য সার্ভে করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথাও এদিন ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আদিবাসী ও কুড়মি জনজাতিদের পাশে থাকার বার্তা দেন এদিন মুখ্যমন্ত্রী।

মাও অধ্যুষিত জঙ্গলমহল পুরুলিয়াতে মমতা ম্যাজিক এখনো অটুট রয়েছে যে তা তিনি এদিন বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন। বিজেপির দুর্গ বলে পরিচিত পুরুলিয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভা ভাসল জনজোয়ারে। মঙ্গলবার পুরুলিয়া শহরের উপকণ্ঠে শিমুলিয়া ব্যাটারি গ্রাউন্ডে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনিক সভায় ১০ থেকে ১৫কিলোমিটার দূরের গ্রামগুলো থেকে পায়ে হেঁটে মানুষ এসেছিলেন। কেন? কীসের টানে? রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অভিমত, রাজ্য সরকারের লদীর ভান্ডার, কন্যাশ্রী-সহ একাধিক জনমুখী সুযোগসুবিধা গুলি পেয়ে মানুষজন যে উপকৃত সেই বার্তা দিতেই পুরুলিয়ার মানুষের ভিড় উপচে পড়ে সভাস্থলে।

মঙ্গলবার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আকাশ পথে দুপুর ১টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী সভামঞ্চে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। ১টা ৩০থেকে ২টো ২০পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চে বক্তব্য রাখেন। এদিন তিনি সরকারী পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান মঞ্চে ২৮১টি প্রকল্পের উদ্বোধন ও ৩৬২ টি প্রকল্পের শিলান্যাস করেন মুখ্যসচিব ও রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী-সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্তাদের পাশে দাঁড় করিয়ে। এছাড়াও বেশ কিছু উপভোক্তাদের হাতে বিভিন্ন সামগ্রি ও প্রশংসা পত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী সরকারী পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের ও বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। তিনি বলেন, 'লোকসভা নির্বাচনেও এই পুরুলিয়া লোকসভাতে বিজেপি জয়লাভ করে। ভোটে জেতার পর আর এমপি, এমএলএ- দের দেখা মিলে না। জেতার পর জনপ্রতিনিধিদের দেখা নেই। ভোটে জেতার পর থেকে এলাকায় আসেন না তারা। এখন মানুষ বুঝতে পারছেন। আমাদের সরকার সবসময় মানুষের পাশে আছে। স্বাস্থ্যস্বাথী, কন্যাশ্রী,লদীর ভান্ডার, বিধবা ভাতা, কৃষক বন্ধু-সহ একাধিক প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এই পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে ৭২হাজার কোটি টাকার শিল্প গড়ে উঠবে। হাজার হাজার ছেলে মেয়েদের চাকরি হবে।' এদিন প্রশাসনিক সভামঞ্চ থেকেই ভার্চুয়ালি পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে জঙ্গল সুন্দরী কর্মনগরী প্রকল্পে শ্যাম স্টিল শিল্প গোষ্ঠীর নতুন কারখানার উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। শ্যাম স্টিলের এই কারখানা পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ১নম্বর ব্লকের অন্তর্গত লছমণপুর গ্রামের কাছে ৬০০একর জমির উপর গত এক বছর আগে এই কারখানার নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। ১৫০০কোটি টাকা লগ্নি করে এই স্টিল কারখানা গড়ে উঠেছে এমনটাই জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামীদিনে পুরুলিয়া অন্য জেলাকে চাকরি দেবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বাংলার টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। একশো দিনের বকেয়া টাকা মেটাচ্ছে রাজ্য। ১এপ্রিলের মধ্যে টাকা না পেলে আবাসের টাকাও দেবে রাজ্য।' লোকসভা নির্বাচনের আগে পুরুলিয়া সফরে এসে এই ভাবেই নিজেকে পেশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। এদিন পুরুলিয়ার শিমুলিয়া প্রশাসনিক জনসভায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী মলয় ঘটক, মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, মন্ত্রী সন্ধ্যারাণী টুডু, মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাত, রাজ্যের মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকা, পুরুলিয়ার জেলাশাসক রজত নন্দা, জেলা পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাত, প্রাক্তন মন্ত্রী শান্তিরাম মাহাত, পুরুলিয়া জেলা পরিষদের-সহ সভাধিপতি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যরা।

একাধিক নতুন পরিকল্পনার ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার পুরুলিয়ার সভা থেকে আরও কিছু ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ১০০০ নতুন বনকর্মী নিয়োগ থেকে শুরু করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কৃষকদের থেকে চাল কেনা এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য প্রতিটি জেলায় একটি করে 'বড় বাজার' বা 'বিগ মার্কেট' তৈরি করে দেওয়ার কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা।

১০০০ বনকর্মী নিয়োগ

বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর আক্রমণে যাঁরা মারা গিয়েছেন, তাঁদের পরিবার থেকে এক জনকে চাকরি দেওয়া হবে। আপাতত ১০০০ ভলান্টিয়ার নিয়োগ করার পরিকল্পনা করেছেন তিনি। এঁরা মাসিক ১২ হাজার টাকা বেতনের চাকরি পাবেন। মমতা বলেন, 'এই ধরনের ঘটনায় ৭৩৮টি আবেদন এসেছিল আমার কাছে। তাই ১০০০টি পদ তৈরি করেছি। আগামী দিনে এই ধরনের ঘটনায় মৃতের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা করে অর্থসাহায্যও করা হবে।'

কৃষকদের বাড়ি গিয়ে চাল কেনা

দিল্লিতে যখন ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের দাবিতে কৃষক আন্দোলন চলছে, তখন কৃষকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল কিনে আনার কথা বলেছেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'খাদ্য দপ্তরের গাড়ি পৌঁছে যাবে কৃষকদের বাড়িতে। দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে চাল কিনে নিয়ে আসবে। আমরা চাই আমরা যে চাল বিনামূল্যে রেশনে দিই, তা আমাদের কৃষকদেরই ফলানো চাল হোক।'

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য বিগ মার্কেট

পুরুলিয়ার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মেয়েদের তসর বুনতে দেখে মমতা নির্দেশ দেন, ওই শাড়ি বাংলার হাট, বাংলার শাড়ি এবং বিশ্ব বাংলার বিপণিতে রাখতে হবে। মমতা এর পরে জানান, তিনি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য প্রতিটি জেলায় একটি করে বড় বাজার খুলে দেবেন। সেখানে শুধুই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কাজ থাকবে। পর্যটকেরা সেখান থেকে জিনিসপত্র কিনতে পারবেন। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের কাজের সুবিধার জন্য ৫ লক্ষ টাকার ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ডের কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা।

রাজ্যসভা ভোটে উত্তরপ্রদেশে ৮ আসন বিজেপির

ক্রস ভোটিং কর্নাটক ও হিমাচলেও

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি: রাজ্যসভা ভোটে উত্তরপ্রদেশে বড় জয় বিজেপির। রাজ্যসভার উত্তরপ্রদেশের ১০টি আসনের মধ্যে ৮টি আসনই দখল করেছে বিজেপি। বাকি দুটি আসনে জিতেছে সপা। বিপাকে পড়েছে অখিলেশ সরকার। এদিকে, হিমাচল প্রদেশে কংগ্রেস সরকার টলমল। দাবি বিজেপির। মঙ্গলবার ৬ কংগ্রেস বিধায়ক-সহ ৯ বিধায়কের ক্রসভোটিংয়ের জেরেই রাজ্যের রাজনীতিতে বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত পদ্ম শিবিরের। হিমাচলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুরের ইঙ্গিত, সুখবিন্দর সুখুর সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাতে চলেছে। পাশাপাশি মঙ্গলবার 'ক্রস ভোটিং' হল উত্তরপ্রদেশ এবং কর্নাটকেও। তবে হিমাচলের মতো শাসকদল নয়, ওই দুই রাজ্যে 'ঘর ভেঙেছে' বিরোধীদের। এদিকে, 'ক্রস ভোটিং'-এর অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনার মধ্যেই কংগ্রেস প্রার্থী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি হেরে গিয়েছেন বিজেপি প্রতিদ্বন্দ্বী হর্ষ মহাজনের কাছে। হিমাচল প্রদেশের বিধানসভায় ৬৮ জন বিধায়কের মধ্যে মাত্র ২৫ জন বিজেপির। রাজ্যে কংগ্রেস বিধায়কের সংখ্যা ৪০। নির্দল বিধায়ক ৩ জন। যদি ওই ৩ নির্দল ও ৬ কংগ্রেস বিধায়ককে মুঠোয় রাখতে পারে বিজেপি তাহলে তারা পৌঁছে যাবে ৩৪-এ। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ৩৫ বিধায়ক। অর্থাৎ আর দু-একজন কংগ্রেস বিধায়ককে নিজেদের দিকে নিতে পারলেই হিমাচলেও 'অপারেশন লোটাস' সাফল্য পাবে। এবার আস্থাভোটের দাবি জানাতে পারে গেরুয়া শিবির। রাজ্যের বিরোধী নেতা জয়রাম ঠাকুরের দাবি, সেরাজ্যের কংগ্রেস সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে। যদি সত্যিই আস্থা ভোটে কংগ্রেসকে হারতে হয় তাহলে তা হাত শিবিরের বড় ধাক্কা হতে চলেছে নির্বাচনের আগে। দেশে মাত্র তিনটি রাজ্যে কংগ্রেসের সরকার। হিমাচল হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা ক্রমেই জোরালো হচ্ছে। আগামী এপ্রিলে ১৫টি রাজ্যের ৫৬ জন রাজ্যসভার সদস্য অবসর নিতে চলেছেন। উত্তরপ্রদেশের ১০ জন ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের পাঁচ, অন্ধ্রপ্রদেশের তিন, বিহারের ছয়, ছত্তিশগড়ের এক, গুজরাতের চার, রাজস্থানের তিন, হরিয়ানার এক, হিমাচল প্রদেশের এক, কর্নাটকের চার, মধ্যপ্রদেশের পাঁচ, মহারাষ্ট্রের ছয়, তেলঙ্গানার তিন, উত্তরাখণ্ডের এক এবং ওড়িশা থেকে তিন জন নির্বাচিত হবেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ-সহ অন্য রাজ্যগুলিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের বিধায়ক সংখ্যার অনুপাতে প্রার্থী দিলেও ভোট হয় উত্তরপ্রদেশ, কর্নাটক এবং হিমাচলে।

শেখ শাহজাহানের দ্রুত গ্রেপ্তারি চেয়ে রাজ্যকে চিঠি রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সোমবারই জানিয়েছিলেন, সন্দেশখালির 'নিখোঁজ' তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখের গ্রেপ্তারিতে কোনও স্থগিতাদেশ দেয়নি আদালত। তাই রাজ্যের পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারবে। এরপর সোমবার রাতেই শাহজাহানের দ্রুত গ্রেপ্তারি চেয়ে রাজ্যকে চিঠি লেখেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজভবনের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে এই চিঠির বিষয়ে কিছু জানা না গেলেও, এক সরকারি আধিকারিককে উদ্ধৃত করে এমনটাই জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা পিটিআই।

হাইকোর্টের শেখ শাহজাহান সংক্রান্ত নির্দেশ এবং প্রধান বিচারপতির মন্তব্যের পরে শাসক তৃণমূল সোমবার আবার দাবি করে, আদালতের কারণেই শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি রাজ্য পুলিশ। অবশেষে 'জট' কেটেছে। সাত দিনের মধ্যে শাহাজাহান গ্রেপ্তার হবেন। তার পরে এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে তৃণমূলের অন্যতম মুখপাত্র তথা রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ লেখেন, 'আদালতের আইনি জটেই বিষয়টি আটকে ছিল। তার সুযোগে রাজনীতি করছিল বিরোধীরা। আজ হাইকোর্ট সেই জট খুলে পুলিশকে পদক্ষেপে অনুমোদন দেওয়ায় ধন্যবাদ। সাত দিনের মধ্যে শাহজাহান গ্রেপ্তার হবেন।'

চিঠিতে রাজ্যপাল রাজ্যের উদ্দেশে লিখেছেন, যদি প্রশাসন শাহজাহানকে ধরতে ব্যর্থ হয়, তবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে রাজভবনে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। তা ছাড়াও সন্দেশখালিতে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে এক শিশুকে ছুড়ে ফেলে দেওয়ার যে অভিযোগ উঠেছিল, তার প্রেক্ষিতে রাজ্যকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল। তদন্তের রিপোর্ট রাজভবনে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সন্দেশখালি গিয়ে নির্যাতিতাদের সঙ্গে কথা বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুলিশের নজর এড়িয়ে মঙ্গলবার কাকভোরে সন্দেশখালি পৌঁছে যান বামপন্থী বুদ্ধিজীবী বাদশা মৈত্র, দেবদূত ঘোষ, সৌরভ পালোধিরা। বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের এই দলে ছিলেন জয়রাজ ভট্টাচার্য, বিমল চক্রবর্তী, সীমা মুখোপাধ্যায়, সৌমিক দাস, মন্দাক্রান্তা সেন, কাজি কামাল নাসেররাও। বুদ্ধিজীবীদের সামনে পেয়ে এদিন তাঁদের নিজের নিগ্রহের কথা জানান গ্রামের মহিলারা।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার কাকভোরে সন্দেশখালির সেই প্রত্যন্ত দ্বীপে পৌঁছে যান তাঁরা। ১৪৪ ধারা মেনে চারজন-চারজন করে ভাগ হয়ে সন্দেশখালির মাঝেরপাড়া, পাত্রপাড়া এলাকায় নির্যাতিতাদের সঙ্গে কথাও বলেন বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা। নতুন পাড়া, পোল পাড়া এলাকায় ঘুরে ঘুরে নির্যাতিতাদের অভিযোগ শোনেন। এরপরই সন্দেশখালিতে দাঁড়িয়ে বাদশা মৈত্র বলেন, 'আমরা আর কিচ্ছু না, শুধু একটাই কথা বলতে এসেছি। সন্দেশখালির মহিলারা যে লড়াইটা করছেন, তাতে কুর্নিশ জানাচ্ছি আমরা। গরিব মানুষ যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছেন, তাঁদের মুক্তির দাবি জানাচ্ছি। এই যে ঘটনাটি ঘটেছে তা একটা ঘটনার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। তাঁরা কেউ সমাজবিরোধী নয়। দীর্ঘদিন তাঁরা অত্যাচারিত হয়েছেন। প্রশাসনের ওপর আস্থা রাখতে পারেননি। তাই তাঁরা বেরিয়ে এসে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন।'

অন্যদিকে, দেবদূত ঘোষ বলেন, 'আমাদের সামনে যে মা-বোনেরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাঁদের সাজপোশাকই বলে দিচ্ছে, তাঁরা এখানকার। তাঁদের দেখলেই বোঝা যাবে যে তাঁরা এখানকার। প্রচার হচ্ছে যে তাঁরা বানিয়ে বলছিলেন, মিথ্যা বলছেন। সত্যিকারের আন্দোলনকারী ভুক্তভোগী নন। যে কথা একেবারে সরসারি শোনার জন্য এখানে এসেছি।'

সাড়ে ৭ ঘণ্টা পর মুক্ত নওশাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন সাড়ে ৭ ঘণ্টা পর মুক্ত আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। সন্দেশখালি যাওয়ার পথে ভাঙড়ের বিধায়ককে গ্রেপ্তার করেছিল কলকাতা পুলিশ। এবার সেই পুলিশের বিরুদ্ধেই মামলা করার হুঁশিয়ারি দিলেন ভাঙড়ের বিধায়ক। তাঁর গ্রেপ্তারি সম্পূর্ণ বেআইনি বলেও দাবি তাঁর। সন্দেশখালি যাওয়ার পথে সায়েন্স সিটির কাছে ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকিকে আটকায় পুলিশ। প্রবল তর্কাতর্কির পর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের দাবি, ১৪৪ ধারায় লঙ্ঘন করায় বিধায়ককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে সন্দেশখালি থেকে প্রায় ৬২ কিলোমিটার দূরে কীভাবে ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করা সম্ভব, প্রশ্ন তোলেন বিধায়ক। যদিও পরে পুলিশ জানায়, সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে বিধায়ককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

রাজ্যজুড়ে কুড়মিদের সমীক্ষার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী মাহাতোরা তাঁদের তপসিলি জনজাতি হিসেবে ঘোষণার দাবি জানিয়ে আসছেন দীর্ঘ দিন। তাঁদের সেই দাবিকে মান্যতা নিয়ে রাজ্যে ভৌগোলিক ভাবে তাঁদের সংখ্যা জানতে একটি সমীক্ষা করার কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার পুরুলিয়ার শিমুলিয়া ময়দানে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। সেখানেই মাহাতোদের দাবিকে সমর্থন জানিয়ে সমীক্ষা করার কথা জানান মমতা। তবে মমতা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, মাহাতোদের তপসিলি জনজাতি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার এক্তিয়ার রাজ্যের নেই। তা রয়েছে কেন্দ্রের হাতেই। বাংলার রাজনৈতিক মহলের একাংশ মমতার এই পদক্ষেপের সঙ্গে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের জাত গণনার সঙ্গে মিল পাচ্ছেন।

মমতা বলেন, 'আমি মাহাতোদের একটা কথা বলব, আদিবাসী ও মাহাতোদের মধ্যে আমি ঝগড়া লাগাতে চাই না। আপনাদের যা যা আছে আমরা করে দেব। সঙ্গে সঙ্গে মাহাতোদের দীর্ঘ দিনের দাবি আছে, তাদের তফসিলি জনজাতি হিসাবে ঘোষণা করা হোক। এটা আমার হাতে নেই। কাজেই আপনারা আমাকে দোষ দেবেন না। কিন্তু আমরা মনে করি আমরা শুরু করেছি। কোন কোন জিয়োগ্রাফিক অঞ্চলে মাহাতরা থাকেন। তাদের একটা পার্সেন্টেজ, একচুয়াল পার্সেন্টেজ তাদের জন্য একটা সার্ভে করছি।' তিনি আরও বলেন, 'যেমন আদিবাসীদের পার্সেন্টেজ এখানে ৬ শতাংশ রয়েছে। আদিবাসীদের কাস্ট সার্টিফিকেট নিয়ে যেন কোনও সমস্যা না হয়। সেটাও আমাদের দেখতে হবে। যদি কারও কোনও অভিযোগ থাকে, আদিবাসী ভাইবোনেরা তা জানাবেন। মাহাত ভাইবোনেরা আপনাদের যা সমস্যা আমি দেখে দেব। আপনাদের যে দাবি তা আমি দেখে দেব। কিন্তু দয়া করে ভোট এলেই আদিবাসী আর মাহাতোদের মধ্যে ঝগড়া লাগাবেন না। কারণ অনেক মাহাতোও আদিবাসী আছেন।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারের ওপর ক্ষোভ উগরে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কেন্দ্র সরকার ৪৫৫টা টিম পাঠিয়েছে। রোজ আগুন লাগায়। দাঙ্গা লাগায়। তারপর বলে কে করল? কোথাও গন্ডগোল হয় না। শুধু বিজেপির পঞ্চায়েতে গন্ডগোল হয়, কারণ কী? তার কারণ ওরা লুটে খায়। আর মানুষকে ধরে ঠেঙায়।' এর পর নিজের দলের পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের উদ্দেশে তিনি আরও বলেন, 'আমি প্রত্যেককে বলব, একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করবে। মনে রাখবেন আমরা সবাই ছোট, মানুষ বড়। তারাই এখানে নিয়ে এসেছেন। মানুষ যেদিন ছুড়ে ফেলে দেবে সেদিন কেউ তাকিয়েও দেখবে না। কেউ পুছেও দেখবে না আমি বড় না ও বড়। আমি চিরকাল এই কথা বিশ্বাস করি। এই কথা বিশ্বাস করলে আমার সঙ্গে থাকুন। নয়ত অন্য দল করুন। আমার আপত্তি নেই। তৃণমূল করলে মানুষকে বঞ্চনা করা যাবে না।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৩/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৭৫৮ নং এফিডেভিট বলে Samir Kumar Dai ও Samir Dai S/o. Ajit Dai সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৩৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Safiya Khatun W/o. Sk. Hachen Box ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্র Saheb Box S/o. Sk. Hachen Box ও Dipanjay Soren S/o. Dhiren Soren সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী

গত ২১/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৬৩৩ নং এফিডেভিট বলে Sekh Nasiraudin S/o. Ambar Sekh ও Sk. Nasiruddin S/o. Ambar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৯৮৮ নং এফিডেভিট বলে Joyanta Chakraborty S/o. Asoke Chakraborty ও Jayanta Chakraborty S/o. A. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৭৫৭ নং এফিডেভিট বলে Debasis Mukhopadhyay S/o. Dilip Kumar Mukhopadhyay ও Debashis Mukherjee S/o. D. K. Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/১১/২২ Judicial Magistrate, Barrackpore, 24 Pgs (N), কোর্টে ৩০৭ নং এফিডেভিট বলে Babu Biswas S/o. Kalipada Biswas ও Babu Goldar S/o. Kalipada Goldar R/o. শঙ্খ বণিক কলোনী, ১ম লেন, ব্যারাকপুর, টিটাগড়, ২৪ পরগনা (উঃ), কলি-৭০০১২০ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৬২৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Prabir Dey ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Bhajahari Dey ও B. Ch. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২১/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৬৩২ নং এফিডেভিট বলে Dipankar Some S/o. Dilip Some ও Dipankar Som S/o. D. K. Som সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৭/০২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৩১১ নং এফিডেভিট বলে Sourav Das S/o. Jogesh Chandra Das ও Sourav Das S/o. J. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৭/০২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৬ নং এফিডেভিট বলে Sumanta Das S/o. Narayan Chandra Das ও Sumanta Das S/o. Narayan Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

সন্ধান চাই

আমি, গীতা মাহাতো, স্বামী- ভানু মাহাতো জানাইতেছি যে, আমার স্বামী- ভানু মাহাতো গত ইংরাজী- ৩০.০৭.২০১৪ তারিখ হইতে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে নিরুদ্দেশ হইয়াছে যাহা মগরা থানায় ২৫৫৪ নম্বর ডায়েরী তাং-৩০-০৭-২০১৪ বলে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি তাহাকে খুঁজিয়া পান তাহা হইলে আমার নিম্নে দেওয়া ঠিকানায় যোগাযোগ করিলে বাধিত থাকিব / হইব।

ইতি
গীতা মহাতো
স্বামী-ভানু মাহাতো
সং- ঝুলোনিয়া রোড,
পোঃ- বাঁশবেড়িয়া, থানা- মগরা,
জেলা হুগলী, পিন- ৭১২৫০২।

NOTICE

That **Liaquot Hossain Mondal** S/o. Lt. Mosharroff Hossain Mondal resident of Vill. Babnan, Halderpara, P.O. Babnan, P.S. Dadpur, Dist. Hooghly Executed a Power of Attorney in favour of Md. Azharuddin Mondal S/o. of Md. Amanullah Mondal residence of Vill. + P.O. Babnan, Mulgram, P.S. Dadpur, Dist. Hooghly for the purpose of care, maintenance and proceedings of any suit in respect of the property situated in Dist. Hooghly, P.S. Dadpur, J.L. No. 59, Mouza – Uttar Babnan, R.S. Khatian No. 318, R.S. Dag No. 1846, measuring about .3 Acre of land. But after few years Power of Attorney holder did not care, maintenance or proceedings the case properly. As a result, Liaquot Hossain Mondal revoked the said Power of Attorney in respect of Md. Azharuddin Mondal on 12.02.2024.

Presently, **Md. Azharuddin Mondal did not have any right to care, maintenance or proceeding the suit pending in the Court of Learned Civil Judge (Jr. Divn.), Hooghly at Chinsurah.**

Yours faithfully
(Sibaji Das)
Date: 27.02.2024. **Advocate**
Judges' Court,
Chinsurah, Hooghly.

বিজ্ঞপ্তি

বহরমপুর জেলা জজ আদালত
গার্জেন শীপ ৩/২০২২

দরখাস্তকারীঃ- ভক্ত প্রহ্লাদ মন্ডল, পিতা- জানেন্দ্রনাথ মন্ডল সাং ও পোঃ- চরমুন্সী পাড়া, থানা-রানীনগর, জেলা- মুর্শিদাবাদ।

প্রতিপক্ষ- শ্রীমতী ময়া মন্ডল, স্বামী ভক্ত প্রহ্লাদ মন্ডল, সাং ও পোঃ- চরমুন্সী পাড়া, থানা- রানীনগর, জেলা-মুর্শিদাবাদ।

এতদ্বারা সাং- চরমুন্সী পাড়া, থানা-রানীনগর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, এর সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, নাবালক শঙ্কু মন্ডলের গার্জেন নিযুক্ত হইবার জন্য উপরের নম্বর মোকর্দ্দমা সাং ও পোঃ- চরমুন্সী পাড়া, থানা- রানীনগর, জেলা-মুর্শিদাবাদ। এর সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, নাবালক শঙ্কু মন্ডলের গার্জেন নিযুক্ত হইবার জন্য উপরের নম্বর মোকর্দ্দমা Under see. 8 of the Hindu Minority and Guardian ship Act. মতে দরখাস্ত দায়ের করিয়াছেন। কাহারো ওকান আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি জারীর ৩০ দিন মধ্যে যথোউপযুক্ত কাগজাদী লইয়া হাজির হইয়া আপত্তী দর্শাইবেন। অন্যথায় আদালতের আইন মোতাবেক হুকুম হইবে।

শ্রী সুধীল সর্দ্দার
সেরেস্তাদার
ডিষ্ট্রীক্ট জজ কোর্ট মুর্শিদাবাদ
১৭-১১-২০২৩

CHANGE OF NAME

I, NAYNA GHOSH W/O Sanjay Ghosh presently residing at 22, A. B. Road, P.O. + P.S. - Jagatdal, Dist - North 24 Parganas, PIN - 743125, WB do hereby declare vide affidavit filed in the court of the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore dated 03.01.2024 that after marriage, I am known and called by my name with title/surname as NAYNA GHOSH W/O Sanjay Ghosh after my marriage was solemnised on 01.09.2018 and this name is recorded in my Aadhar and PAN cards but previous to my marriage, I was known and called by name with title/surname as NAJMA KHATOON D/O Mohammad Azim and it is recorded in my voter identity card. NAYNA GHOSH W/O Sanjay Ghosh and NAJMA KHATOON D/O Mohammad Azim is the same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of the Ld.District Delegate, Paschim Medinipur
Ref:-Succession Certificate No. 37/2023

1.**Tanuja Nag,** D/O-Late Tushar Kanti Dutta W/O-Soumitra Nag, At-Paikar Raut Chak, P.O.-Attrakhi, P.S.-Pingla, Dist-Paschim Medinipur
2.**Trishita Dutta Bhanja**, W/O-Gurupada Bhanja, D/O-Late Tushar Kanti Dutta, At-Chaklalpur, P.O.-Radhamohanpur, P.S-Debra, Dist-Paschim Medinipur
.... Petitioners

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, অধীন দরখাস্তকারিনীগনের পিতা মৃত তুষার কান্তি দত্ত এর নামিত নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি ও স্থাবর সম্পত্তির উপর Succession Certificate পাইবার প্রার্থনায় অত্র মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। অত্র Succession Certificate সম্বন্ধে যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে তাহলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া স্বয়ং অথবা উকিলবাবুর মাধ্যমে আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

Schedule of Debts and Securities

Name of A/C Holder -**Tushar Kanti Dutta,** Name of Bank -**Allahabad Bank,** Radhamohanpur Branch, **S.B. A/C No.-22356070117,** A/C Type-**Saving,** CIF No.-**1223675357,** IFSC-ALLA0213148 Amounting **Rs. 1467133/- (Rs. Forteen Lakhs Sixty Seven Thousand One Hundred and Thirty Three only)** as per dated 14.02.2020 (present value with interest if any)

অনুমত্যানুসারে
Tapas Ranjan Chakraborty
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট (পশ্চিম মেদিনীপুর)
আদালত, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর
05/02/2024

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল গোপাল মুর্ম্মু, পিতা-চুঁনু মুর্ম্মু, সাবেক সাং- রহিমপুর, পোঃ- মহানাদ, থানা- পোলবা, জেলা- হুগলী, পিন নং-৭১২১৪৯ এবং হাল সাং- রোসনা, পোঃ- রোসনা, থানা- পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী, পিন নং- ৭১২১৪৯। আমার মক্কেলের সম্পত্তি থানা পোলবার সামিল জে.এল. নং-৯, মৌজা- দক্ষিণপাড়া, যাহার এল.আর খতিয়ান নং- ১১৭৭, দাগ নং- ৪৮০, শ্রেণী শালী, ১৲ আনায় ৫৫ শতক এর মধ্যে ০.৩০৯০ অংশে ১৭ শতক আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত সম্পত্তি যাহা বর্তমান এল.আর জরিফে মক্কেলের নিজ নামে নথিভুক্ত রহিয়াছে। মক্কেলের অভাব অনটন থাকার কারনে উক্ত সম্পত্তি তিনি বিক্রয় করিতে চান তাহাদের সহজাতী অর্থাৎ আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত যেকোনো ব্যক্তিকে। কাহারো ক্রয় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ থাকিলে তিনি আমার মক্কেল গোপাল মুর্ম্মু মোবাইল নম্বর - ৯৮০০২৯৭২৯২ -এ অত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন। যদি কোনো সহজাতী ক্রয় করিতে ইচ্ছুক না হন তা হইলে তিনি অন্য সহজাতীকে বিক্রয় করিবেন।

ইতি-
(তাপস কুমার মন্ডল)
উকিলবাবু
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া হুগলী
২৭/২/২৪

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৫ই ফাল্গুন, বুধবার, চতুর্থী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধের র মহাদশা। বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। বুদ্ধির দ্বারা গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত নাশ হবে। যাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি কাজটি করতে না পারার জন্য সাময়িক দুশ্চিন্তা দেখা দিলেও, তার প্রভাব বেশি থাকবে না। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা পড়াশোনা করছেন তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি সম্ভাবনা রয়েছে। ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে মত প্রকাশ করলে শুভ বৃদ্ধি হবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃষ রাশি : আজ শুভ দিন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন লগ্নি করতে পারেন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে ভুল বুঝেছিল, আজ আপনার সম্মান প্রাপ্তির দিন। যারা সামাজিক সংগঠনে কাজ করেন। তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বান্ধব দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। গৃহবধূদের জন্য নিশ্চয়ই কোন সুখবর আসবে। দুর্গা মায়ের নামকরা শুভ হবে।

মিথুন রাশি : পরিবারে সামান্য অশান্তির কালো মেঘ থাকবে, বান্ধব দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি এবং তৃতীয় ব্যক্তি, যার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে তার কথার সঠিক ব্যাখ্যা না হওয়ার কারণে অশান্তির বাতাবরণ। বাণিজ্য অর্থ লাভ। বিশেষত যারা দোকান ব্যবসা করেন তাদের। গৃহশিক্ষক বিষয়ের চিন্তা থাকলেও কোন অশুভ যোগ নেই দুর্গা মায়ের নাম করুন শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে সকাল বেলায় বাজার করা, দোকান করা, বিষয় নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধবে। তর্কের জন্য মনঃকষ্ট। স্বামী স্ত্রী দাম্পত্যে ভুল বোঝাবুঝির প্রবল সম্ভাবনাময় কাল। যারা অধ্যাপনা করেন, যারা শিক্ষকতা করেন, তাদের ধৈর্য সহ উচিত অন্যের কথাকে গুরুত্ব দেওয়া। নিশ্চয়ই শুভ ফলপ্রাপ্ত করবেন বাণিজ্যের সম্ভাবনা কম। মহাকালীর মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : আজ বুধবার গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকলেও অশুভ যোগ নেই। বাণিজ্য বৃদ্ধি। বিশেষত যারা খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, যারা পুলিশ প্রশাসনে বেতন ভোগী কর্মচারী তাদের সম্মান প্রাপ্তির সুযোগ। যারা ইঞ্জিনিয়ারিং করেছেন নতুন কর্মের অন্বেষণ যারা করছেন তাদের আজকের গ্রহ যোগ নিশ্চয়ই কিছু নতুন সুযোগ প্রদান করবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্বলন করে নারকেল দ্বারা দেবদেবীর ভোগ দিন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কন্যা রাশি : খুবই উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। আজ আপনার জীবনের কোন বড় স্বপ্নের পথে হাঁটতে শুরু করবেন। এক নারীর বুদ্ধির দ্বারা লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। বিবাহের বিষয়ে যে শুভ কথা আটকে ছিল আজ তা সুন্দরভাবে হয়ে যাবে। পারিবারিক দাম্পত্য সুখ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান এবং কোন নিয়ন্ত্রনের সম্ভাবনা। বাড়ি গৃহ মন্দিরে হনুমানজির উদ্দেশ্যে আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : গ্রহ সংস্থান আজকে যা বলছে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিশেষত যারা দোকান বা খুচরো--পাইকারি ব্যবসা করেন তাদের। নতুন কোন বড় চুক্তির সম্ভাবনা। বিদ্যা যোগের শুভ যারা এনজিওতে কাজ করেন তাদের জন্য শুভ। সরকারি বেতনভোগী কর্মচারীদের জন্য শুভ। যারা কোন বিষয়ে বিশেষভাবে পরামর্শ দেন, পরামর্শদাতাদের জন্য শুভ দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে আরতি করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বুধবার এক প্রতিবেশীর কারণে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি কাজটি না করার জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সম্মানহানি যোগ। গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকছে। ভ্রমণে না যাওয়া শুভ। জল ভ্রমনে না যাওয়া আরো শুভ। শত্রু-চক্রান্ত ভেদ করার জন্য প্রবীণ মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন। ধৈর্য ধরলে এই সময়টি নিশ্চয়ই বদলে যাবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে, দেবী মা দুর্গার উদ্দেশ্যে পুজো দিন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

ধনু রাশি : এক ব্যবসায়িক বড় পরিবর্তন আপনার জীবনে আজ দেখা দেবে। নতুন কোন বড় চুক্তির সম্ভাবনা। খুবই উৎসাহ জ্ঞান বুদ্ধি যোগ। বন্ধু এবং বান্ধবীদের সহযোগিতায় আটকে থাকা কাজটি হয়ে পড়বে। বিদ্যা শুভ। উচ্চ বিদ্যা শুভ। শুভ বিবাহের যোগ। গৃহবধূদের জন্য সুখবর আসছে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল ভোগ প্রদান করুন, দেব দেবীদের উদ্দেশ্যে, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : বুধবার পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পরিবারের দুজন সদস্য, আপনাকে আজ সম্মান দেবে আপনার কর্মের কারণে। বেতনভোগী কর্মচারী যারা- তাদের নতুন কোন কাজ করার জন্য খুবই শুভ অবস্থান আজ। যারা কর্মের আবেদন করছেন, কর্মপ্রার্থী তাদের কাছে নতুন সুযোগ আসছে বিদ্যা যোগ শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বিবাহের কথা যা কিছুদিন আটকে ছিল তা আবার শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দেবতাদের উদ্দেশ্যে আরতি করুন পুষ্পাঞ্জলি দিন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ বুধবার ধৈর্য্য নিয়ে অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দিলে, শুভযোগ। গুপ্ত শত্রু রয়েছে তাকে এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। আজ দুপুর তিনটের পর এক শুভ যোগ তৈরি হবে। মনের মানুষের ফোনে আনন্দ প্রাপ্তি সম্ভব। বাড়ি গৃহ পরিবেশে শান্তির বাতাবরণ। পরিবারের সদস্যরা মনে হবে একে অন্যের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিই। লৌহ এবং তরল পদার্থের ব্যবসা যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে লাল জবা পুষ্প সহ মহাকালীর আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : খুব সতর্কতার সঙ্গে চলা ভালো, আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে ফোন কলে এমন একটি সংবাদ আসবে যেটা আপনার কাম্য নয়। পরিবারের অশান্তির বাতাবরণ। ছোট কোন ঘটনাকে নিয়ে বিবাদ বড় আকার ধারণ করবে। সতর্ক থাকা ভালো। পুরাতন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা কিছু সমালোচনা হবে, যা ধৈর্য ধরে শুনলে আগামীকাল শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে কর্পূর দ্বারা দেব দেবীর উদ্দেশ্যে বেশ কিছু সময় আরতী করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে।

(প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড রাজেন্দ্র প্রসাদ তিরোধান দিবস।
রাষ্ট্রনেতা রাসবিহারী ঘোষ র তিরোধান দিবস।
নাট্যাচার্য্য গিরীশ চন্দ্র ঘোষ র শুভ ভূমিষ্ঠ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বেঁচে থাকতে অসমে আর বাল্যবিবাহ হতে দেবেন না, শপথ হিমন্তের

গুয়াহাটি, ২৭ ফেব্রুয়ারি: যত দিন তিনি বেঁচে থাকবেন, রাজ্যে বাল্যবিবাহ হতে দেবেন না। অসমের বিধানসভায় দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। গত শুক্রবার অসমে ১৯৩৫ সালের 'মুসলিম বিবাহ এবং বিচ্ছেদ নথিভুক্তকরণ আইন' প্রত্যাহারের প্রস্তাবে সায় দেয় বিজেপি সরকার। সেই আইন ফেরানোর দাবিতে বিধানসভায় সরব হন বিরোধীরা। তখনই এই কথা বলেন হিমন্ত।

কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ 'মুসলিম বিবাহ এবং বিচ্ছেদ আইন' নিয়ে সরকারি সিদ্ধান্তে্ন্র বিরোধিতা করেছে। সে সময়ই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সোমবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভাল করে শুনে নিন, যত দিন আমি বেঁচে রয়েছি, অসমে বাল্যবিবাহ হতে দেব না। হিমন্তবিশ্ব শর্মা যতদিন বেঁচে, এ সব হবে না। রাজনৈতিক ভাবে আপনাদের চ্যালেঞ্জ করতে চাই। ২০২৬ সালের আগে এ সব বন্ধ করব।' তিনি আরও বলেন, 'মুসলিমদের মধ্যে অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের বিয়ে বন্ধ করে দেব।'

এই নিয়ে এক্স-এও সরব হয়েছেন হিমন্ত। তিনি লিখেছেন, নিরীহ মুসলিম শিশুদের জীবন নিয়ে কাউকে খেলতে দেবেন না। অসমে আর একটিও বাল্যবিবাহ হতে দেবেন না। সোমবার অসম বিধানসভায় গান্ধি মূর্তির সামনে বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ বিধায়কেরা। তাঁরা দাবি করেন, মুসলিম বিবাহ এবং বিচ্ছেদ আইন রদ করতে হবে। বিধানসভার অধিবেশনে মুলতুবি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার দাবিও তোলেন তাঁরা। যদিও স্পিকার সেই দাবি মানেননি। এর পরেই বিরোধী বিধায়কেরা বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন। এর পর স্পিকারের অনুরোধে বিধানসভায় ভাষণ দেন হিমন্ত। তিনি বলেন, '২০২৬ সালের মধ্যে সমস্ত দোকান (কাজি ব্যবস্থা) বন্ধ করে দেব।' এর পরেই কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যান বিরোধী বিধায়কেরা। বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তাঁদের অভিযোগ, বিধানসভার ভিতরে তাঁদের কথা বলতে দেওয়া হয়নি। মাইক বন্ধ করে রাখা হয়।

বর্ধিত বেতনের দাবিতে আশাকর্মীদের স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সাঁকরাইল ব্লকের আশা কর্মীরা তাদের নির্দিষ্ট কয়েকটি দাবিকে সামনে রেখে ওই ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মঙ্গলবার স্মারকলিপি জমা দিলেন। মূল বেতন বাড়ানোর দাবি নিয়েই এদিনের স্মারকলিপি বলেই তাঁরা জানান। তাদের দিয়ে যে পরিমান কাজ করানো হয় এবং সাপ্তাহিক কোনো ছুটি ছাড়াই ২৪ ঘন্টাই কাজের সঙ্গে জুড়ে থাকতে হয়, যদিও সেই মতো টাকা তাঁরা পান না। উৎসাহ ভাতা থাকলেও সবার জন্য তা সমান নয় বলেও আশাকর্মীরা অভিযোগ করেন। তাই ভাতা না দিয়ে তাদের মূল বেতন ২১হাজার টাকা করা হোক বলেই ওই দাবি পত্রে তারা জানিয়েছেন। তাঁদের দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে তারা কর্মবিরতি ডাক দেবেন। মঙ্গলবার সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই সব ব্লকে আশা কর্মীরা স্মারকলিপি তুলে দেন স্থানীয় প্রশাসনের হাতে। আর সেই মতো সাঁকরাইল ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রেও তারা স্মারকলিপি জমা দেন।

মৃত্যুর ৯ দিন পর ছেলের দেহ পেলেন নাভালনির মা

মস্কো, ২৭ ফেব্রুয়ারি: প্রায় এক সপ্তাহ পর ছেলের দেহ পেলেন অ্যালেক্সেই নাভালনির মা। কিন্তু এই রুশ বিরোধী নেতার 'রহস্যমৃত্যু'র আসল কারণ এখনও অধরা। যা নিয়ে সরগরম রাশিয়ার রাজনীতি। প্রকাশ্যে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। এবার নাভালনির এক বন্ধু দাবি করলেন, খুব তাড়াতাড়ি কারাগার থেকে মুক্তি পাচ্ছিলেন পুতিন-বিরোধী নেতা। সেজন্যই খুন করা হয়েছে তাঁকে।

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি রাশিয়ার জেলে মৃত্যু হয় নাভালনির। রুশ জেল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয় স্বাভাবিক কারণেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। কিন্তু রুশ নেতার পরিবার থেকে শুরু করে তাঁর অনুগামীরা সবাই এই তথ্য মানতে নারাজ। উঠেছে নানা প্রশ্ন। রয়টার্স সূত্রে খবর, এই পরিস্থিতিতে নাভালনির এক বন্ধু মারিয়া পেভচিখ দাবি করেছেন, 'বন্দি বিনিময়ে খুব তাড়াতাড়ি জেল থেকে ছাড়া পাচ্ছিলেন নাভালনি। কিন্তু নাভালনি জেলের বাইরে থাকবে এই ব্যাপারটা সহ্য হয়নি পুতিনের। তাই তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।'

এদিকে গত শনিবার নাভালনির দেহ তাঁর মায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তবে দেহটি কীভাবে সৎকার করা হয়েছে তা এখনও জানা যায়নি। গত বৃহস্পতিবার একটি ভিডিও বার্তা দিয়ে নাভালনির মা জানান, এদিন মর্গে তাঁকে ছেলের দেহ দেখার অনুমতি দিয়েছে রুশ প্রশাসন। ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, তদন্তকারীরা তাঁকে রীতিমত হুমকি দিয়েছেন। গোপনে নাভালনির দেহ কবর দিতে বলা হয়েছে। সেখানে শোকজ্ঞাপন করতে আসার জন্য কাউকে অনুমতি দেওয়া যাবে না। তাঁর অভিযোগ ছিল, 'ওরা পুরো বিষয়টি গোপনে সেরে ফেলতে চাইছে। কোনও শোকসভা করতে বারণ করেছে। একটি কবরস্থানে নিয়ে গিয়ে আমাকে বলা হয়, এখানেই ছেলেকে সমাধিস্থ করে দিন। কিন্তু আমি আপত্তি জানাই।'

উল্লেখ্য, নাভালনির মৃত্যু ঘিরে পশ্চিমি দুনিয়া রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সমালোচনায় মুখর হয়েছে। বার বার রুশ প্রেসিডেন্টের বিরোধীদের রহস্যমৃত্যু ঘিরে বিতর্ক ঘনিয়েছে। সেই তালিকায় নবতম সংযোজন নাভালনি। বলে রাখা ভালো,পুতিনের সমালোচক হিসাবেই খ্যাত নাভালনি। ক্রেমলিনের অন্দরে চলা দুর্নীতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সরব তিনি। শুধু তাই নয়, ইউক্রেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলার ডাকও দিতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। এহেন পরিস্থিতিতে জালিয়াতি ও দুর্নীতি-সহ একাধিক অভিযোগে নাভালনিকে দোষী সাব্যস্ত করে রাশিয়ার একটি আদালত। তাঁর সাজার মেয়াদ বাড়িয়ে ৯ বছর করা হয়। পরে তা আরও বেড়ে একলাফে হয় ১৯ বছর।

জয়হিন্দ স্টেশন পরিদর্শন করলেন মেট্রোর শীর্ষকর্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি মঙ্গলবার অরেঞ্জ লাইনের 'জয় হিন্দ' স্টেশন পরিদর্শন করেন। কলকাতা মেট্রো সূত্রে খবর, এদিন বেলা ১১টায় তিনি এই জয় হিন্দ স্টেশন পরিদর্শনে আসেন। এদিনের এই পরিদর্শনের সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন মেট্রো রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

জয় হিন্দ (বিমানবন্দর) স্টেশনে মেট্রোর উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা তাঁকে সাম্প্রতিক সময়ে কাজের অগ্রগতি এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সমস্ত বাকি কাজ শেষ করার পরিকল্পনা সম্পর্কেও বিস্তারিত জানান। এরই পাশাপাশি মেট্রো রেলের শীর্ষকর্তা যাত্রীদের যাতায়াতের স্থান, প্ল্যাটফর্ম স্তর, কনকোর্স লেভেল, এএফসি-পিসি গেট সহ নানা বিষয় খতিয়ে দেখেন। এদিনের এই কাজের অগ্রগতি মূল্যায়নে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং কোনও ধরনের বিলম্ব ছাড়াই নির্ধারিত কাজ শেষ করার ওপর জোর দেন।

গ্রেপ্তারির আশঙ্কার মধ্যেই কেজরিকে অষ্টমবার তলব ইডির

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি: অষ্টমবার ইডি তলব অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে। আবগারি দুর্নীতি মামলায় এর আগে সাতবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তলব এড়িয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। সোমবারই তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু কেজরি সেই সমন এড়িয়ে যাওয়ার পরের দিনই ফের তলব করল ইডি।

গত ২২ ফেব্রুয়ারি সপ্তমবারের জন্য সমন পাঠানো হয়েছিল কেজরিকে। সোমবারে তাঁকে ইডি দপ্তরে হাজিরা দিতে বলা হয়। কিন্তু সপ্তমবারেও হাজিরা দেননি আপ সুপ্রিমো। ইডি সমনকে বেআইনি বলে দাবি করে আপের তরফে বিশেষ বিবৃতি জারি করা হয়। ইডিকে খোঁচা মেরে আপের দাবি, আদালতের রায়ের জন্য অপেক্ষা করা উচিত ইডির। কিন্তু আদালতের রায় আসার আগেই বারবার সমন পাঠিয়ে চলেছে। আসলে ইডির উদ্দেশ্য কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করা।

এহেন পরিস্থিতিতে ফের অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে তলব করল ইডি। সূত্রের খবর, আগামী ৪ মার্চ তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। দিল্লির আবগারি দুর্নীতি ও সেখান থেকে আর্থিক তছরুপের অভিযোগে একাধিক আপ নেতা-মন্ত্রীর নাম জড়িয়েছে। জেলে গিয়েছেন দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া, সাংসদ সঞ্জয় সিং। সেই অভিযোগেই টানা আটবার তলব করা হল কেজরিওয়ালকে।

উল্লেখ্য, গত ২ নভেম্বর প্রথমবার সমন পাঠানো হয়েছিল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে।

আইটি সেলের সদস্য সংগ্রহে ঝাঁপাল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একেবারেই দোরগোড়ায় ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন। একেবারে শেষ পর্বে দাঁড়িয়ে নির্বাচনে ভালো ফল পাওয়ার আশায় সংগঠন মজবুত করার দিকে নজর দিচ্ছে প্রত্যেক রাজনৈতিক দল। বিশেষত, ডিজিটাল মাধ্যমে প্রচারের জন্য বাড়তি নজর রয়েছে প্রত্যেক দলেরই। এর মাঝেই আইটি সেল এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের জন্য সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর কাজ শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস, এমনটাই সূত্রে খবর। শুধু তাই নয়, তৃণমূল আইটি এবং সোশ্যাল মিডিয়া উইংয়ের জন্য সদস্য নিয়োগের কাজ শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সূত্রে এ খবরও মিলেছে, অনলাইনে একটি আবেদন পূরণের মাধ্যমে এই সদস্য সংগ্রহের কাজ শুরু করা হয়েছে। যে কেউ আবেদন পূরণ করে এই সোশ্যাল মিডিয়া টিমের সদস্য পদ গ্রহণ করতে পারে। তবে সদস্য পদ গ্রহণের জন্য আবেদনকারীকে বেশ কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। যেমন, আবেদনকারীকে অবশ্যই তিন থেকে চারটি সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে প্রোফাইল থাকতে হবে। এছাড়া, রাজ্য সরকারের জনহিতকর সমস্ত প্রকল্পগুলি সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে।

প্রসঙ্গত, বর্তমান সময়ে নির্বাচনী প্রচারে অন্যতম সেরা অস্ত্র হল সোশ্যাল মিডিয়া। গত কয়েক বছরে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে প্রত্যেকে দলেরই প্রচারের ঝোঁক অনেকটাই বেড়েছে। দলের মতামত, বিরোধী দলের বিরুদ্ধে প্রচার বার্তা মানুষের মোবাইলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া অন্যতম সেরা জায়গা। বিপুল পরিমাণ নাগরিক প্রতিনিয়ত এই সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে সক্রিয় থাকেন। সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে চাইছে রাজনৈতিক দলগুলি। রাজ্যের শাসক দলও সেই তালিকায় রয়েছে। আগামী দিনে সোশ্যাল মিডিয়া ইউনিটকে কাজে লাগিয়ে জোরদার প্রচার করতে চাইছে বলেই জানিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব।

উল্লেখ্য, গত জানুয়ারি মাস থেকে এই সদস্যপদ গ্রহণের কাজ শুরু করেছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েক হাজার আবেদন জমা পড়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের আগে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিকে প্রচারের কাজে ব্যবহার করার জন্যেই এই সদস্য সংগ্রহের কাজ করা হচ্ছে বলে তৃণমূল সূত্রে খবর।

এদিকে গত সেপ্টেম্বর মাসেই তৃণমূলের আইটি সেলকে ঢেলে সাজানো হয়। নতুন করে আইটি ও সোশ্যাল মিডিয়া সেল ইউনিট তৈরি করা হয় তৃণমূলের তরফে। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ও মুখপাত্র দেবাংশু ভট্টাচার্যকে আইটি সেলের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এতদিন ধরে আইটি সেলের জন্য পূর্ণাঙ্গ কমিটি না থাকলেও সেপ্টেম্বর মাস থেকে নতুন করে কমিটি গড়েও দেওয়া হয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ১৫ ফাল্গুন ১৪৩০ বুধবার

অর্পিতা-পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাকা-ভাইঝির সম্পর্ক, জামিন মামলায় দাবি আইনজীবীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তদন্তে উঠে এসেছিলে মডেল অভিনেত্রী অর্পিতা মুখোপাধ্যায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের 'ঘনিষ্ঠ' বান্ধবী। তদন্তে দেখা গিয়েছিল অর্পিতা জীবনবিমার কাগজে নমিনিতে নাম পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের। সেখানে সম্পর্কে পার্থকে 'আঙ্কল' বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। তবে বান্ধবী বা ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক এড়িয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী মঙ্গলবার হাইকোর্টে জানালেন পার্থ ও অর্পিতার সম্পর্ক ছিল কাকা ও ভাইঝির।

এদিন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের মামলার শুনানি ছিল কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে। শুনানি চলাকালীন পার্থের আইনজীবী আদালতে জানান, ব্যবসায়িক সূত্রেই অর্পিতার সঙ্গে পার্থর যোগাযোগ ছিল। কিন্তু এর বাইরে অর্পিতা কী করেন, তা তাঁর মক্কেলের জানা ছিল না। পার্থের আইনজীবী আদালতে এ-ও জানিয়েছেন, অর্পিতার বাড়ি

ফাইল চিত্র

এবং অন্যান্য সংস্থা থেকে যে সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তা নিজের বলে দাবি করেননি তাঁর মক্কেল। ভবিষ্যতেও করবেন না। 'অপা' নামে যে দু'টি সম্পত্তি নিয়ে এত অভিযোগ, তা-ও পার্থ শিক্ষামন্ত্রী হওয়ার আগে কেনা বলেই আদালতে জানিয়েছেন তাঁর আইনজীবী।

পার্থের আইনজীবীর দাবি, তাঁর মক্কেলের বিপক্ষে যাওয়ার মতো সে ভাবে কিছুই উদ্ধার করতে পারেনি ইডি। আদালতে আইনজীবী জানিয়েছেন, পার্থের বয়স ৭২ বছর। গত এক বছর সাত মাস ধরে তিনি জেলে। অথচ তাঁর বিরুদ্ধে তেমন কোনও প্রমাণ নেই। পার্থের আইনজীবী এ-ও দাবি করেন, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীর বাড়ি থেকে কয়েকটি সংস্থার নাম পাওয়া গেলেও কোনও টাকা বা সোনা পাওয়া যায়নি। অর্পিতার বাড়ি থেকে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু গ্রেফতারের কারণে ইডি অসত্য অভিযোগ করছে বলেও তিনি দাবি করেছেন। বুধবার আবার এই মামলার শুনানি রয়েছে।

এদিন পার্থ এবং অর্পিতার সম্পর্ক স্পষ্ট করতে বলেন বিচারপতি ঘোষ। পার্থের আইনজীবী জানান, দু'জনের মধ্যে কাকা-ভাইঝির সম্পর্ক ছিল। অর্পিতার জীবন বিমার কাগজপত্রেও তেমনটা লেখা রয়েছে বলে পার্থের আইনজীবী আদালতে উল্লেখ করেছেন। তিনি জানান, অর্পিতার কাছ থেকে বিমা সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি নথি উদ্ধার হয়েছে। সেই নথিতে অর্পিতার 'নমিনি' হিসাবে পার্থের নাম রয়েছে। সম্পর্কের জায়গায় পার্থকে আঙ্কল বলে জানানো হয়েছিল।

শিক্ষায় নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে গত বছরের ২২ জুলাই দক্ষিণ কলকাতার নাকতলায় পার্থের বাড়িতে অভিযান চালায় ইডি। দীর্ঘ তল্লাশি এবং জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। পার্থের 'ঘনিষ্ঠ' বলে পরিচিত অর্পিতার টালিগঞ্জ ও বেলঘরিয়ার ফ্ল্যাটে হানা দিয়ে নগদ প্রায় ৫০ কোটি টাকা উদ্ধার করেন তদন্তকারীরা। অর্পিতাকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

১৪৪ ধারা ভাঙার অভিযোগ, সন্দেশখালি যাওয়ার পথে গ্রেপ্তার বিধায়ক নওশাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সন্দেশখালি যাওয়ার পথে গ্রেপ্তার করা হল আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকিকে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ১৪৪ ধারা ভেঙেছেন। আর এই ১৪৪ ধারা ভাঙার জন্যই মঙ্গলবার সায়েন্স সিটির কাছে গ্রেপ্তার করা হয় ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকিকে।

সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সন্দেশখালি যাওয়ার জন্য রওনা হন আইএসএফ বিধায়ক। ঘটনাস্থল থেকে ৬২ কিলোমিটার দূরে তাঁকে ১৪৪ ধারা দেখিয়ে আটকানো হয় বলে অভিযোগ। তারপরই গ্রেপ্তার করা হয় বিধায়ককে। যদিও নওশাদের দাবি, তাঁর সঙ্গে চারজনের বেশি লোক ছিলেন না। এরপরই প্রিজন ভ্যানে তুলে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয় নওশাদকে।

এদি নওশাদকে গ্রেপ্তারের সময় সায়েন্স সিটির কাছে দায়িত্বে থাকা অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদার এক আধিকারিক জানান, ১৪৪ ধারা

ভাঙার জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। তবে সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খোলেননি তিনি। এদিকে কলকাতা পুলিশের এলাকায় কীভাবে ১৪৪ ধারা জারি হল তা নিয়ে প্রশ্ন নওশাদের। এদিন প্রিজন ভ্যানে ঠেলে ঢোকানো হয় বিধায়ককে। এরপর সংবাদমাধ্যমের দিকে নওশাদ এগিয়ে আসার চেষ্টা করলে বন্ধ করে দেওয়া হয় ভ্যানের গেট।

যদিও এই ঘটনায় নওশাদ সিদ্দিকি জানান, 'কোন গ্রাউন্ডে গ্রেপ্তার করা হল জানানো হয়নি। যেখানে মন্ত্রীরা ঘুরছেন, সেখানে অসুবিধা নেই। তৃণমূলের নেতারা যাচ্ছেন অসুবিধা হচ্ছে না। আমি গেলেই সমস্যা। আর ১৪৪-এর কোনও নোটিসও দেখাতে পারেনি এরা। আজ আমার দু'টো কর্মসূচি আছে। একটা সন্দেশখালিতে যাওয়া, আরেকটা বাসন্তীতে। কীসের এত তৎপরতা?'

কাদাপাড়ার ক্যালকাটা জুট মিলে আগুন, চলছে ক্ষয়ক্ষতির হিসেব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আনন্দপুরের ঝুপড়ির পর ফের অগ্নিকাণ্ড কলকাতায়। মঙ্গলবার সকাল আটটা দশ নাগাদ কাদাপাড়ার ক্যালকাটা জুট মিলে গুদাম ঘরে আগুন লাগে। আগুনের খবর পেয়েই নারকেলডাঙা মেন রোডের এই জুটমিলে একে একে পৌঁছয় দমকলের ১০টি ইঞ্জিন। এদিকে গুদাম ঘরে প্রচুর পরিমাণে পাট মজুদ থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকলকর্মীদের রীতিমতো বেগ পেতে হয়।

এতদিকে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে জুটমিলের কর্মরত কর্মীরা হঠাৎ গোডাউন থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন। গোটা এলাকা ঢেকে যায় সাদা ধোঁয়ায়। কর্মীদের চিৎকারেই ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। নিজেদের বাড়ি থেকে বালতি, গামলা করে জল এনে প্রাথমিকভাবে

আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দ্রুত জুটমিলের কর্মীদের উদ্ধার করা হয়। কিন্তু দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়তে থাকে দ্রুত। এদিকে খবর দেওয়া হয় দমকলে। ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় ঘটনাস্থলে দমকলের গাড়ি ঢুকতেও দেরি হয়। প্রথমে দমকলের ২টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। কিন্তু আগুনের ভয়াবহতা দেখে পরে আরও ৪টি ইঞ্জিন যায়। তবে পাশে ঘনবসতি অঞ্চল হওয়ার দমকলের প্রাথমিক লক্ষ্যই ছিল আগুন অ্যারেস্ট করা। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পরও আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে শর্ট সার্কিটের জেরেই আগুন লেগেছে। এদিকে এই অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান পুলিশের কর্তারাও। এদিকে এদিনের এই আগুনে ঠিক কতটা ক্ষতি হয়েছে সে ব্যাপারে ক্যালকাটা জুট মিলের তরফ থেকে কিছু জানানো হয়নি।

বিচারপতিকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় হাইকোর্টে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সন্দেশখালি যাওয়ার পথে বাধা পেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সদস্যরা। গ্রেপ্তার করা হয় অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকেও। এবার এই ইস্যুকে সামনে রেখে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম। আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার পর মামলা দায়ের করার অনুমতিও দেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দ। এদিন মামলাকারীদের তরফে আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি জানান, 'শাসক দলের নেতা মন্ত্রীদের যেতে দিচ্ছে পুলিশ, কিন্তু বাকিদের আটকানো হচ্ছে।' এদিকে এই প্রসঙ্গে বিচারপতি কৌশিক চন্দ জানান, 'এটাই স্বাভাবিক যে শাসকদলের নেতাদের আটকানো হবে না। আপনার দল ক্ষমতায় এলে তারাও সেটাই করবে।'

প্রসঙ্গত, মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে গত রবিবার সন্দেশখালি গিয়েছিল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম। তবে পথেই আটকে দেয় পুলিশ। এই দলেই ছিলেন পাটনা

হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এল নরসিমহা রেড্ডি থেকে শুরু করে প্রাক্তন আইপিএস অফিসার ও আইনজীবী-সহ ৬ সদস্য। সেদিন ধামাখালি হয়ে সন্দেশখালির পাত্রপাড়া, মাঝেরপাড়া, নতুনপাড়ায় ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সদস্যদের যাওয়ার কথা ছিল। তবে পুলিশ তাঁদের মাঝ রাস্তাতেই আটকে দেয়। পুলিশের সঙ্গে বাগ বিতণ্ডা শুরু হয়। বাসন্তী হাইওয়েতে যান চলাচল কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায়। গ্রেপ্তার হন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে এবার কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের।

ফের হাইকোর্টে ভৎর্সনার মুখে পুলিশ, প্রাক্তন সিপিএম বিধায়কের জামিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ১৭ দিন হেপাজতে থাকার পর সন্দেশখালি মামলায় নিঃশর্ত জামিন পেলেন সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক নিরাপদ সর্দার। হাইকোর্ট গোটা ঘটনায় জেলার পুলিশ সুপারের রিপোর্ট তলব করেছে। মঙ্গলবার জেল থেকে প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক মুক্ত না হলে আদালত অবমাননার নোটিস দেওয়া হবে , মন্তব্য করেন বিচারপতি।

কীভাবে একজন নাগরিককে এভাবে হেফাজতে নিতে পারে পুলিশ? বিচারপতি দেবাংশু বসাক প্রশ্ন তোলেন কেন এই পুলিশ আধিকারিকদের এখনই গ্রেফতার করা হবে না ? প্রশ্ন ছুড়ে দেন বিচারপতি। এতদিন হেপাজতে আছেন, কে এই ক্ষতিপূরণ দেবে ?

সন্দেশখালিতে ৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধেয় স্থানীয় কিছু তৃণমূল নেতার ওপর অভিযোগ ও বিক্ষোভ থেকে স্থানীয় মানুষজন জড়ো হন। ভাঙচুর থেকে অগ্নিসংযোগ, বাদ যায়নি কিছুই! এরপর, ১১ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার করা হয়, প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ককে। পুলিশ সূত্রে দাবি করা হয়, শিবু হাজরার বাড়িতে বিক্ষোভ, পোলট্রি ফার্মে অগ্নিসংযোগের ঘটনাতেই গ্রেপ্তার করা হয় নিরাপদ সর্দারকে। ১৫ ফেব্রুয়ারি সন্দেশখালিকাণ্ডে একটি মামলায় নিরাপদ সর্দার জামিন পেলেও অন্য মামলায় জেল হেপাজত হয় প্রাক্তন সিপিএম বিধায়কের। ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয় বসিরহাটের মহকুমা আদালত।

মেয়াদ শেষে মঙ্গলবার, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক বলেন, ১৭ দিন হেফাজতে রয়েছেন নিরাপদ সর্দার। বিচাপতি দেবাংশু বসাকের মন্তব্য, এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর যে এই ধরনের একটা অভিযোগের ভিত্তিতে কীভাবে একজন নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হল?মামলার পরবর্তী শুনানি বৃহস্পতিবার।

মাইক বাজানো যাবে না, জমায়েত ১৫০-এর বেশি কোনওভাবেই নয়

সুকান্তকে শর্ত সাপেক্ষে ধরনার অনুমতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুলিশ অনুমতি দেয়নি। সন্দেশখালিতে নারী নিগ্রহের প্রতিবাদে গান্ধি মূর্তির পাদদেশে ধরনায় বসতে চেয়ে তাই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সুকান্ত মজুমদারের ধরনার আর্জি শর্ত সাপেক্ষে মঞ্জুর করলেন বিচারপতি। এই মামলার বিচারপতির গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ, জমায়েত হওয়া ও ধরনা সাংবিধানিক অধিকার। এই অধিকার তখনই বন্ধ করা যায়, যখন উপযুক্ত কারণ থাকে।

সন্দেশখালিতে নারী নিগ্রহের প্রতিবাদে গান্ধি মূর্তির পাদদেশে ধরনার কর্মসূচি নিয়েছিল বঙ্গ বিজেপি। কিন্তু রাজ্যে বোর্ড পরীক্ষা চলছে, এই কারণ দেখিয়ে পুলিশ সেই ধরনায় অনুমতি দেয়নি। সুকান্ত এরপর কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। তাঁর বক্তব্য, ওই একই জায়গায় যখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধরনা অবস্থানে বসেন, তখন তাঁর অনুমতির ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হয় না। ধরনার অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন সুকান্ত। এরপরই মঙ্গলবার আদালতের তরফ থেকে তাঁকে শর্তসাপেক্ষে ধরনায় অনুমতি দেওয়া হয়।

বিচারপতি কৌশিক চন্দ নির্দেশ দিয়েছেন, ১৫০ জনের জমায়েত নিয়ে ধরনা করতে হবে। ব্যবহার করা যাবে না মাইক। সঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় এও জানিয়ে দিয়েছেন, কোনও সমস্যা হলে দায় বর্তাবে মামলাকারীর ওপরেই। প্রসঙ্গত, বুধবার থেকে আগামী দু'দিন গান্ধি মূর্তি পাদদেশে সন্দেশখালি ইস্যুতে ধরনায় বসবেন সুকান্ত মজুমদার। সন্দেশখালি যাওয়ার পথে পুলিশি বাধার মুখে পড়েন সুকান্ত মজুমদার। ১৪৪ ধারা জারি থাকা সত্ত্বেও তিনি সন্দেশখালি যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। পুলিশের সঙ্গে তাঁর বাগ বিতণ্ডা হয়, ধস্তাধস্তিতে গাড়ি থেকে পড়ে যান সুকান্ত। তিনি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালেও ভর্তি হন। এরপর সুস্থ হয়ে সন্দেশখালি কাণ্ডের প্রতিবাদে গান্ধি মূর্তি ধরনা অবস্থানে বসতে চান তিনি।

কলকাতা জিপিও-র ২৫০ বছর পরিষেবা প্রদান উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল যোগাযোগ ভবনে। উন্মোচিত হল বিশেষ লোগো। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের চিফ পোস্ট মাস্টার জেনারেল। ছবি: অদিতি সাহা

৮০ জনের লাগেজ বিমানে তোলাই হয়নি, বিমানবন্দরে ক্ষোভ যাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লাগেজ বিভ্রাটে যাত্রী বিক্ষোভ দমদম বিমানবন্দরে। কলকাতা বিমানবন্দর সূত্রে খবর, মঙ্গলবার কলকাতা বিমানবন্দরের ৯ নম্বর বেল্টের সামনে উত্তেজনায় ফেটে পড়েন পোর্টব্লেয়ার থেকে কলকাতাগামী বিমানের যাত্রীরা।

দমদম বিমানবন্দর সূত্রে খবর, মঙ্গলবার বীর সাভারকর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পোর্ট ব্লেয়ার থেকে কলকাতাগামী স্পাইস জেটের এস জি ৮৭২ বিমান ৯ টা৪০ মিনিটে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। ওই বিমানে ছিলেন ১৮৫ জন যাত্রী, ৬ জন কেবিন ক্রু। বেলা ১১ টা ১৪ মিনিটে কলকাতায় এসে পৌঁছয় বিমানটি। যাত্রীদের বক্তব্য, লাগেজ নেওয়ার জন্য যখন ৯ নম্বর বেল্টের সামনে অপেক্ষা করতে থাকেন। এরপর দমদম বিমানবন্দরে এসে দেখা যায়, বিমানে আসা ৮০ জন যাত্রীর লাগেজ উধাও। আর এই

লাগেজ না মেলাতে শুরু হয় যাত্রী বিক্ষোভ।

সংশ্লিষ্ট বিমান কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চাওয়া হয় লাগেজের ব্যাপারে। পরবর্তী সময়ে জানা যায়, পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ৮০ জন যাত্রীর লাগেজ বিমানে লোডিং করা হয়নি। তাতে উত্তেজনা আরও চরমে পৌঁছয়। কলকাতা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট বিমান কর্তৃপক্ষের আধিকারিকদের আশ্বাস মেলে যে পরবর্তী বিমানে তাঁদের লাগেজ নিয়ে আসা হচ্ছে। এরপর পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়। বিমানবন্দরেই অপেক্ষা করেন যাত্রীরা। পরবর্তী বিমান এসে পৌঁছলে, ওই ৮০ জন যাত্রী তাঁদের লাগেজ ফিরে পান।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হতেই স্কুলে বোমার শব্দ, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষা শেষ হয়েছে। পরীক্ষার্থীরা বাড়ি ফেরার তোড়জোড় করছে। তেমন সময় আচমকা বিকট শব্দ। উচ্চমাধ্যমিকের ইতিহাস পরীক্ষা শেষ হতেই বোমার আওয়াজে কেঁপে উঠল ভাঙড় হাই স্কুল চত্বর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে ভাঙড় থানার পুলিশ। প্রাথমিক ভাবে অনুমান, কোনও ছাত্র পরীক্ষার শেষে এই ঘটনা ঘটিয়েছে।

উচ্চমাধ্যমিকের ইতিহাস পরীক্ষা ছিল মঙ্গলবার। সেই পরীক্ষা শেষ হতেই বোমার আওয়াজে কেঁপে ওঠে স্কুল চত্বর। ছোটাছুটি শুরু করে দেন সবাই। তড়িঘড়ি আসে পুলিশ। ওই স্কুলের ক্লাস টেনের এক ছাত্র জানায়, স্কুলের শেষে শৌচাগারে গিয়েছিল। তখনই সুতলি জড়ানো একটি

গোলাকার বস্তু পড়ে থাকতে দেখে। আরও অনেকের নজরে এসেছিল। তারাই ওই ছাত্রকে সাবধান করে। ওই ছাত্র সরে যেতেই ফাটে বোমাটি। ওই ছাত্র বলে, আওয়াজে কানে তালা ধরে গেছিল। কোনও রকমে বেঁচে যাই। খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম। স্থানীয় এক বাসিন্দা সেলিমা বলেন, 'দুপুরবেলা বসেছিলাম। হঠাৎ প্রচণ্ড আওয়াজ পেলাম। বোমা পড়লে যেমন হয়। তখনই বুঝেছি বোমা পড়েছে। তবে স্কুলের মধ্যে ফেটেছে এটা ভাবিনি। পরীক্ষা শেষ হওয়ার দশ মিনিট পরেই আওয়াজ পাই।'

ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ভাঙড় থানার পুলিশ। স্কুলের মধ্যে বোমা ফাটায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক টানাপড়েন। বিরোধীদের কটাক্ষ, বোমা-বন্দুকের স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ভাঙড়। আরাবুলকে জেলে ভরলেও ছবিটা একই রয়ে গিয়েছে।

স্কুল লাগোয়া জগদ্দলের তিনসুটিয়া মাঠের ধার থেকে তাজা বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সামনেই লোকসভা নির্বাচন। লোকসভা নির্বাচনের মুখে স্কুল লাগোয়া জগদ্দল থানার ভাটপাড়া পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের গুপ্তারবাগান তিনসুটিয়া মাঠের ধারে আগাছা আবর্জনার স্তূপ থেকে সাতটি বোমা উদ্ধার করল পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাস্থলে সিআইডি-র বম্ব স্কোয়াড এসে বোমাগুলো নিষ্ক্রিয় করে। যদিও মাঠের পাশেই রয়েছে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি অফিস, কমলা বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ললিতা দেবী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। আর বোমা উদ্ধারস্থলের ঢিল ছোড়া দূরত্বে রয়েছে স্থানীয় কাউন্সিলরের বাড়ি। তবে এতগুলো বোমা উদ্ধারে আতঙ্কিত স্কুল কর্তৃপক্ষ। দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য রুখতে প্রশাসনকে কড়া নজরদারি চালানোর দাবি করলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা এলা দত্ত কর। প্রধান শিক্ষিকা বলেন, 'মাঠ লাগোয়া পরিবেশ এখন আতঙ্কের পরিবেশ।' প্রশাসনের কাছে তাঁর দাবি, সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলা হোক। প্রধান শিক্ষিকার অভিযোগ, '১০-১২ বছর আগেও একবার বোমা বিস্ফোরণে একটা ছেলের হাত উড়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাচ্চাদের নিয়ে সবসময় আতঙ্কে থাকি। বাচ্চাদের মাঠে যেতে নিষেধ করি।' তাঁর দাবি, প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ নিয়ে আতঙ্কের পরিবেশ বদলে দিক। অন্য দিকে, স্থানীয় কাউন্সিলর মনোজ পান্ডে বলেন, 'শুনেছি মাঠের ধারে পুলিশ সাত-আটটা বোমা ছিল। বম্ব স্কোয়াড এসে বোমাগুলো নিষ্ক্রিয় করে দেয়। মনোজের দাবি, সামনেই লোকসভা নির্বাচন। তাই শান্ত পরিবেশ অশান্ত করার চক্রান্ত করছে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা।' বোমা উদ্ধার নিয়ে ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং বলেন, 'ভাটপাড়ায় এখন বোমার কালচার চলছে। লোকসভা ভোট যতই এগিয়ে আসবে, ততই ভাটপাড়ায় বোমা ফাটবে কিংবা বোমা উদ্ধারের ঘটনা ঘটবে। তাই নির্বাচন ঘোষণার পর তিনি নির্বাচন কমিশনের দাবি রাখবেন, তাঁর বিধানসভা কেন্দ্রে কড়া নজরদারির বন্দোবস্ত করতে।'

শাসকদলের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে পবনের পাল্টা দাবি, শাসকদলের লোকজন ওখানে বোমা লুকিয়ে রেখে ছিল। বিজেপির বদনাম করতে ওরা মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ তপশিলী জাতি, আদিবাসী ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন একটি সংস্থা)
২১৭/এ/১, সেক্টর-১, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৬৪

তপশিলী জাতিভুক্ত যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে বিনা ব্যয়ে অনাবাসিক প্রশিক্ষণের সুযোগ

বিষয় : Self Employed Tailor (AMH/1947) | শিক্ষাগত যোগ্যতা : অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ

যোগ্যতা : বয়স ১৮ বছর থেকে ৩৫ বছর
পারিবারিক বার্ষিক আয় সর্বাধিক ৩ ,০০,০০০.০০ টাকা

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

জেলা	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ঠিকানা	বিষয়	আসন সংখ্যা
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	Vill- Keoradanga, PO- Betberia, Bishnupur 1, South 24 Parganas-743503	Self Employed Tailor	১৮০
	Chandimata Complex, Champahati Main Road, Block-Baruipur, South 24 Parganas- 743330		
উত্তর ২৪ পরগণা	Nayabasti, Mahabir Samity, Barrackpore Kolkata-700120	Self Employed Tailor	৬০
পশ্চিম বর্ধমান	Vill-Sitla, PO- South Dhadka, Block-North 2 PIN-713302, Paschim Bardhaman	Self Employed Tailor	১২০
	Kulti, Word No-60, Asansol Municipality Corporation, Paschim Bardhaman		

অনলাইনে সরাসরি আবেদন করুন এই ঠিকানায় : https://www.wbbcdev.gov.in/
বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন : (০৩৩) ৪০৬১৬৪৫৫ এবং ৯৬৭৪৮২৬৪৮১/ ৮০১৭০৯২০২৯
আবেদনের শেষ তারিখ : ৪ঠা মার্চ ২০২৪
প্রকল্প রূপায়ণে-Dishaa Academy

সম্পাদকীয়

বিলম্বিত হলেও ‘ইন্ডিয়া’ জোটের তৎপরতা পোক্ত

মোদি জিনিসটি উপহার দিয়েছে তার নাম স্বৈরতন্ত্র! গণতন্ত্রের গুরুতর অসুস্থতা দূরীকরণে বিরোধীদের যে ভূমিকা হওয়া উচিত, ভারতের অবিজেপি দলগুলি সেই ভূমিকা পালনে দীর্ঘদিন যত্নবান ছিল না। দেরিতে হলেও সংবিৎ ফিরেছে তাদের। বাংলার জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে দেশের অবিজেপি দলগুলি, জরুরি সমস্যাগুলিকে সামনে রেখেই, এককাট্টা হয়েছে। কিছুদিন আগেই তৈরি হয়েছে তাদের মহাজোট ‘ইন্ডিয়া’। দেশবাসী দেখেছে, শিরে সংক্রান্তির অবস্থা হয়েছিল মোদি-শাহদের। শুরু হয় ‘ইন্ডি’ জোটের ‘পিণ্ডি’ চটকানোর ছক তৈরি। হাতিয়ার হয়ে ওঠে ইডি, সিবিআই, এনআইএ, আইটি প্রভৃতি ‘সুবোধ’ কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি। তাদের অতিতৎপরতা যে ‘অপারেশন লোটাস’-এরই গুরুত্বপূর্ণ পার্ট, তা আমরা মহারাষ্ট্রের পর দেখেছি বিহারে। ঝাড়খণ্ডে এখনও জারি রয়েছে এই অনাচার। কিন্তু এই তথাকথিত ‘ব্রহ্মাস্ত্র’ও কি যথেষ্ট? ভোট যত এগচ্ছে ততই শক্তিশালী হচ্ছে বিরোধী মহাজোটের অবয়ব। মাত্র ক’দিনের মধ্যে ১১টি রাজ্যে ‘ইন্ডিয়া’র আসন সমঝোতা প্রায় চূড়ান্ত। অন্য কয়েকটি রাজ্যেও আলোচনা চরম পর্যায়ে। বিজেপির বিরুদ্ধে একটাই প্রার্থীর ‘মমতা মডেল’-এ বস্তুত সিলমোহর পড়তে চলেছে বেশিরভাগ রাজ্যে। শনিবার গোয়ায় কংগ্রেস এবং আপ একত্রে জানিয়েছে, সেখানকার দুটি আসনেই কংগ্রেস প্রার্থী দেবে। কংগ্রেসকে সমর্থন করবে আপ। গোয়া ফরওয়ার্ড পার্টিও ‘ইন্ডিয়া’-কে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ সোমবার অন্ধ্রপ্রদেশেও আসন সমঝোতা চূড়ান্ত হতে পারে। প্রদেশ কংগ্রেস সভানেত্রী শর্মিলা রেড্ডি জানিয়েছেন, অনন্তপুরে আসছেন মল্লিকার্জুন খাড়্গে। সভায় থাকবেন সিপিআই ও সিপিএম নেতৃত্বও। আলোচনা চলছে আসন রফার। সিদ্ধান্ত ঘোষণা হবে শীঘ্রই। বিহার, ঝাড়খণ্ড, ইউপি, দিল্লি, হরিয়ানা, এমপি, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও গুজরাতে সমঝোতা একপ্রকার চূড়ান্ত। মহারাষ্ট্রের ৪৮টি আসনের মধ্যে ৩৯টিতে একমত হয়েছে কংগ্রেস, শিবসেনা, এনসিপি (শারদ)। বাকি ৯টি আসনের সিদ্ধান্তও দ্রুত হতে পারে। এদিন রায়গড় দুর্গে দলের নতুন প্রতীকের (শিঙা) উদ্বোধন করেন শারদ পাওয়ার। তারপর শারদ বলেন, ‘দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু হবে এবার।’ ঝাড়খণ্ডে ফর্মুলা মেনে সাতটি করে আসনে লড়ার জন্য একমত কংগ্রেস এবং জেএমএম। আরজেডি’কেও ছাড়া হবে একটি আসন। অন্যদিকে, বামপন্থীদের একটি আসন দেবে কংগ্রেস। অর্থাৎ ‘ইন্ডিয়া’ জোট হচ্ছে সার্বিকভাবেই। আপের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট হওয়াটা রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, শুধুই দিল্লি নয়, হরিয়ানা থেকে গুজরাত;সর্বত্রই হাত মিলিয়েছে তারা। ‘ইন্ডিয়া’র এই বিলম্বিত তৎপরতায় বিস্মিত বিজেপি। ভোটযন্ত্রে মোদি-বধের পালা অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়াটি রুখে দেওয়ার কারসাজি অকার্যকর হয়ে উঠছে ক্রমেই। আর কেউ না হোক, তা বিলক্ষণ বুঝতে পারছেন স্বয়ং নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহ।

উন্নততর গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা

অর্ক গোস্বামী

একুশ শতকের দ্রুত আর্থসামাজিক পরিবর্তনের আবহে রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে গণতন্ত্রের উন্নততর অভিযোজন একান্ত কাম্য। দুনিয়া জুড়ে খাতায় কলমে গণতান্ত্রিক দেশের সংখ্যা (কোয়ান্টিটি) বৃদ্ধি পেলেও বৃহৎ অর্থে গণতন্ত্রের মান (কোয়ালিটি) যে ক্রমশ নিম্নগামী তা সম্প্রতি ‘ইকোনমিস্ট ইনটেলিজেন্স ইউনিট’ প্রকাশিত ১৬৫ দেশের গণতান্ত্রিক সূচক তালিকা থেকে দিনের আলোর মতন পরিষ্কার। পাশাপাশি দোসর হিসেবে যোগ দিয়েছে ইন্টারনেট এবং সোস্যাল মিডিয়া যা প্রতিনিয়ত ক্ষুব্ধিসইনফরমেশন’ এর ওপর ভর করে উৎসাহিত করছে সাংস্কৃতিক এবং ধার্মিক বিচ্ছিন্নতাবাদকে। সমকালীন গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় জনগনের সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় - এইজাতীয় প্রচার ক্রমশ বিশ্বজুড়ে দৌড়াতে শুরু করেছে উগ্র, নয়া-নাৎসিদের হাত ধরে।

অদ্ভুত আঁধারের এই সময়ে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে আরো কিছু কারনে। বিপুল সংখ্যায় পরিযায়ী মানুষদের ঢলের প্রভাবে পশ্চিমের পরিনত গণতান্ত্রিক দেশগুলিতেও ক্রমশ উগ্র জাতীয়তাবাদের উর্বর জমি তৈরি হতে শুরু করেছে। বিশেষত কোভিড মহমারী এবং জলবায়ু পরিবর্তনের দ্বৈত জটিল সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ধীর গতির গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বিপুল সংখ্যক মানুষ পরিত্যাগ করতে চাইছেন। সাম্প্রতিক এরকম একটি তথ্য উঠে এসেছে আমেরিকায় , যেখানে ১৮-৩৪ বয়সী মানুষদের মধ্যে করা একটি সমীক্ষার ফল বলছে মানুষজন বিকল্প নীতির সন্ধান করছেন। ফলে ধীরে ধীরে হলেও একনায়কতন্ত্রের পদধ্বনি শোনা যেতে শুরু করেছে।

সপ্তদশ শতকের শেষভাগে সাংবিধানিক অর্থে গণতন্ত্রের বীজ রোপিত হয় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। গ্রিক শব্দ ‘ডেমোস’ এবং ‘ক্রেতস’ যার বাংলা ‘জনগনের ক্ষমতা’ খাতায় কলমে স্থাপিত হলেও যাকে বলে ‘এস্টাবিল্সড ইন বোথ লেটার অ্যান্ড স্পিরিট’ -সেই কাজটি এখনো অধরা রয়ে গিয়েছে। ২০১৪ সালে দুজন প্রখ্যাত মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বেঞ্জামিন পেজ এবং মার্টিন গিলেন্সের করা সমীক্ষার ফল বলছে খোদ আমেরিকার মতো প্রাচীনতম সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক দেশের মাত্র ১০ শতাংশ মানুষ সামগ্রিক অর্থে জাতীয় নীতি এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলি ‘ডিজাইন’ করেন। অর্থাৎ বাস্তবে জনগণের বৃহত্তর অংশের মানুষ কাকতালীয় ভাবে গণতান্ত্রিক দেশে জন্ম গ্রহণ করেছেন কিন্তু সেই প্রক্রিয়ায় ন্যুনতম অংশগ্রহন করেন না। উদাহরন স্বরুপ ভারতবর্ষের মতো দেশে এখনো সাধারন নির্বাচনে ভোটারদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ অংশের বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেননা। এই বিপুল অংশের মানুষের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা গেলে হয়তো গণতন্ত্রের পরীক্ষার মান এবং ফলাফল আরো বেশি প্রতিনিধিত্ব মূলক হতো। বর্তমানে বিশ্ব রাজনীতির উদারবাদী গণতান্ত্রিক দেশগুলি নিজেদের জাতীয় সমস্যা নিয়ে এতটাই বিব্রত যে ক্রমবর্ধমান একনায়কতন্ত্রের বিপদ সম্পর্কে যথাযথ প্রস্তুতি নেওয়ার উদ্যোগ চোখে পড়ছেনা। মনে রাখতে হবে বিশ্ব অর্থনীতির প্রায় সত্তর ভাগ গণতান্ত্রিক দেশগুলির মাধ্যমে উৎপাদিত হয়। এই শক্তিকে একত্র করতে পারলে একনায়ক তথা একদলীয় শাসনযন্ত্রের ক্রমবর্ধমান প্রভাব কে বহুলাংশে খর্ব করা যাবে। এরজন্য প্রয়োজন বিশ্বব্যপী গনতান্ত্রিক দেশগুলির সামগ্রিক জোট। আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডার থেকে শুরু করে বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা বা রাষ্ট্রপুঞ্জের আমূল সংস্কার সাধন করতে হবে যাতে ধীরেধীরে সকল গণতান্ত্রিক দেশগুলি সম্মানজনক জায়গায় থেকে আলাপ আলোচনা করতে পারে।

আন্তর্জাতিক পরিসরে সংস্কারের পাশাপশি প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশগুলির আভ্যন্তরীণ আর্থসামাজিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা একান্ত কাম্য। বিভিন্ন সময় দেখা গেছে ইউরোপীয় জনগণ মনে করছেন অভিবাসন প্রত্যাশীদের নিয়ন্ত্রণ না করলে তাদের অবস্থা ‘নিজভূমে পরবাসী’ হয়ে যাবে। জনবিন্যাসের পরিবর্তনের ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রও পরিবর্তিতহয়ে যাবে। এই আশঙ্কা কে কাজে লাগিয়ে ক্রমশ অতি দক্ষিণপন্থী তথা নয়া - ফ্যাসিবাদী দের উত্থান গোটা ইউরোপ জুড়ে দেখা দিচ্ছে। বিভিন্ন স্থানীয় নির্বাচন সহ জাতীয় রাজনীতিতেও জার্মানি, ফ্রান্সের মতো দেশেও অতি দক্ষিণপন্থীরা নজরকাড়া ভোট পাচ্ছেন যা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সর্বাধিক। নথিভুক্ত ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যাবে যেকোন দেশের জনবিন্যাস ঐতিহাসিক কাল ধরে সমসত্ত্ব প্রকৃতির থাকেনা। পরিবর্তিত বাস্তবতার সাথে জনবিন্যাসের প্রকৃতি বদলানোর ঘটনা অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি সামাজিক ঘটনা। আজ যদি মধ্য এবং পশ্চিম এশিয়ায় গণতন্ত্র সঠিক অর্থে স্থাপন করা যায় এবং জনগণকে তার প্রাপ্য সাংবিধানিক অধিকার দেওয়া হয় তবে লাখলাখ মানুষকে ঘর , পরিবার , দেশ ছেড়ে ইউরোপ বা আমেরিকার ‘ডংকি রুট ‘ ধরতে হয়না।

বিশেষত আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির আভ্যন্তরীণ সাংবিধানিক অপরিপক্কতা গোটা বিশ্বে অস্থিরতা সৃষ্টি করছে । ভারতের মতো দেশেও ধর্মীয় মেরুকরনের রাজনীতি যতটা উৎসাহ পাচ্ছে সেখানেও ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে ক্ষুদ্র লড়াইয়ে বাইরে এসে জাতি -ধর্ম -বর্ন নির্বিশেষে সংবিধান বাঁচাও আন্দোলন কে বৃহত্তর জনতার সামনে প্রাসঙ্গিক করে তুলতেই হবে। তবে একথা ভুলে গেলে চলবেনা যে গণতন্ত্র মানেই সর্বরোগহর বিশল্যকরণী - তা একেবারেই নয়। ভবিষ্যতের উন্নততর গণতন্ত্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে অতীতে করা ভুল গুলি থেকে শিক্ষা নিতে হবে। গনতন্ত্রে ঘটে যাওয়া ভুল ভ্রান্তির ইতিহাস আপামর জনতার সামনে তুলে ধরতে হবে যাতে করে সাধারন মানুষ বুঝতে পারে কোথায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারের সমালোচনা করা দরকার আর কখন বিনাশর্তে অগণতান্ত্রিক মধ্যযুগীয় মতাদর্শের বিরুদ্ধে এককাট্টা হয়ে লড়াইয়ের ব্যারিকেড তৈরি করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে যেমন জার্মানিতে নাৎসিদের অত্যাচারের স্মৃতি মানুষকে মনে করিয়ে দেওয়া কর্তব্য তেমনি ভারতের জনগনকে বোঝানো দরকার গান্ধী হত্যার মতাদর্শ এবং একনায়কতন্ত্রের মতাদর্শ সমার্থক।

এহেন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গণতন্ত্র স্থাপনের লড়াই যে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হবে তা বলাইবাহুল্য। প্রযুক্তিগত উন্নতিসাধনের সাথে নজরদারি অর্থনীতির যে পরিমান বিকাশ ঘটেছে তা অকল্পনীয় এবং ইতিমধ্যে গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিপন্থী রুপে বিবেচিত হতে শুরু করেছে। নজরদারী অর্থনীতির অন্যতম উপাদন গুলি হলো বিভিন্ন প্রকারের সমাজ মাধ্যম যারা বিশাল আয়োজন নিয়ে প্রতিনিয়ত উপভোক্তাদের জীবনের খুটিনাটি বিষয়ে তথ্য জমা করছে। ফলাফল ‘হোলসেল রেটে’ পরিষেবা ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য এবং জীবন এখন উপরোক্ত প্রযুক্তি সংস্থাগুলির হাতের মুঠোয় যার সাহায্যে একজন মানুষের সামাজিক আর্থিক এবং রাজনৈতিক পছন্দ কে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। নজরদারী রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং গনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা কখনোই একসাথে চলতে পারেনা। গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখা তাই প্রতিটি প্রজন্মের একান্ত জরুরী দায়িত্বের মধ্যে পরে। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে দাড়িয়ে গয়ণতন্ত্রের সাংবিধানিক সংশোধন একান্ত প্রয়োজন যা আপামর জনতার জীবনযাত্রার সাথে খাপ খাওয়াতে পারবে।

গণতন্ত্র সংস্কারের এই লড়াইয়ে আরো একটি বাধা হলো বর্তমান তথ্য পরিকাঠামোর ওপর ক্রমাগত নেমে আসা আক্রমণ। বিশেষত জাতীয় নির্বাচনের সময়ে ছড়িয়ে দেওয়া হাজারো ‘ডিসইনফরমেশন’ মানুষের মনে সৃষ্টি করছে অবিশ্বাস এবং হিংসা। ফলে মানুষের যাবতীয় ক্ষোভ গিয়ে জমা হচ্ছে গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর প্রতি। এই জাতীয় পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য বর্তমান জনপ্রশাসন ব্যবস্থা কে ঢেলে সাজাতে হবে। নির্বাচনী ব্যবস্থাকে প্রকৃত অর্থে জনতার মানসিকতার প্রতিফলক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এরজন্য প্রথম যে পরিবর্তনটি দরকার সেটি হলো প্রশাসনের আভ্যন্তরীণ দপ্তর ভিত্তিক যোগাযোগ পরিচ্ছন্ন এবং দৃঢ় করতে হবে এবং দ্বিতীয়ত ক্ষুদ্র স্থানীয় ও জাতীয়স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে আন্তর্জাতিক স্তরে গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে সমভাবাপন্ন সংগঠন তথা দেশগুলির মধ্যে আভ্যন্তরীণ তথ্য আদানপ্রদানের মাধ্যমকে সহজ করে তুলতে হবে। সীমানা নিরপেক্ষ সমস্য যেমন নির্বাচনে বিদেশী শক্তির প্রভাব খাটানোর মতো সমস্যা থেকে হ্যকিং জাতীয় অপরাধের ক্ষেত্রে সকল গণতান্ত্রিক দেশ গুলিকে একজোট হয়ে প্রতিরোধ করতে হবে। প্রয়োজনে রাষ্ট্রপুঞ্জের অধীনে আন্তর্জাতিক ডিজিটাল সংস্থা তৈরি করে সকল দেশকে ডিজিটাল বিপদের হাত থেকে নিষ্কৃতির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

সবশেষে রাল্ফ ওয়ালডো ইমারসনের কবিতার রেশ টেনে বলতে হয় যেকোন প্রতিষ্ঠান হলো সমকালীন জনগনের দীর্ঘায়িত ছায়ার মতো, মানুষ যে ভাবে ভাবনা চিন্তা করবে, যে ভাবে ইতিহাস রচনা করতে চাইবে সেই পথের অনুগামী হবে ভবিষ্যৎ।

কবি নবনীতা দেবসেন ও ‘প্রথম প্রত্যয়’

সুপ্রিয় গঙ্গোপাধ্যায়

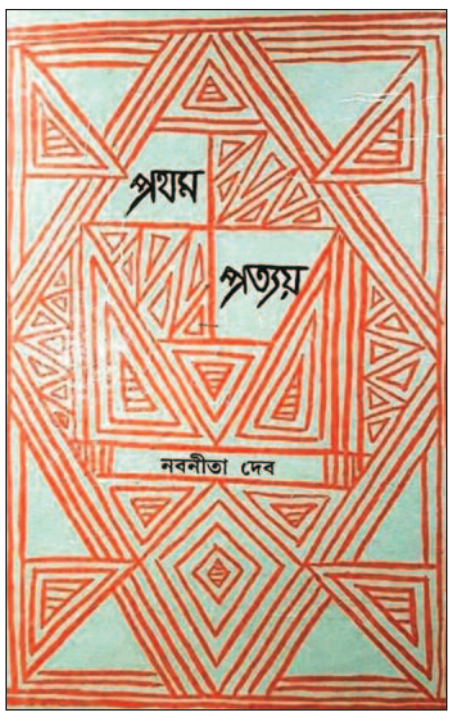

কবিতা যার কাছে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো, যিনি এমন একজন যে নিজে পোষমানা দাসী হয়ে দাসত্ব বরণ করতে চান কবিতার কাছে, যাঁর মনের ভেতরে ভেতরে উড়তে থাকা অসুখী পাখিকে সুখী করে মুক্ত আকাশ প্রদান করতে পারে একমাত্র কবিতা, কবিতার জন্য এমন নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তির নাম নবনীতা। নবনীতা দেবসেন (১৯৩৮ খ্রি.-২০১৯ খ্রি.) বাংলা কবিতার প্রত্যয়ী শব্দশ্রমিক। শ্রমিক কখন যে শিল্পী হয়ে ওঠে তার স্বাক্ষর নবনীতা রেখেছেন কবিতা লিখতে লিখতেই, শুরু থেকেই। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘প্রথম প্রত্যয়’। গ্রন্থটি যখন প্রকাশিত হয় তখন কবি পা দিয়েছেন একুশে। যদিও কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল আরও কিছু বছর আগে থেকে ১৯৫৭ থেকে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। সদ্য আঠারো পেরিয়ে আসা এক তরুণী যিনি পূর্ববর্তী সময়ে পাঠ করে এসেছেন কবিতা সিংহের কবিতা, যে কবিতায় তীব্র ভাবে প্রকাশ পায় পিতৃতন্ত্রকে ধ্বংস করার বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতি; সেই কবিতার ছাপ কি থাকবে না কয়েকটি বছর পরেই লিখতে আসা নবনীতা দেবসেনের কবিতায়। না, কোনো ছাপ বা অনুকৃতি ছিল না; কারণ কবি নবনীতা তৈরি করে নিতে পেরেছিলেন কবিতায় স্বতন্ত্র প্রকাশের ধ্বনি। কবিতা সিংহের মতো তীব্র দ্রোহের উচ্চারণ নয়, বরং মৃদু ধ্বনিতে পিনবিদ্ধ করে অস্বীকার করতে চেয়েছেন পিতৃতন্ত্রকে। ঘৃণা কিংবা ধিক্কারের সুর নয়, আছে চলে আসা পিতৃতন্ত্রকে সহজ সুরে মোকাবিলা করার দৃঢ় প্রত্যয়। সেই দৃঢ়, ঋজু সুরে গাঁথা গ্রন্থই নবনীতার ‘প্রথম প্রত্যয়’।

কেন গ্রন্থের নাম ‘প্রথম প্রত্যয়’? কীভাবে মৃদু সুরে পিতৃতন্ত্রের জমাট বাঁধা কঠিন মোমকে একটু একটু করে গলিয়ে দিয়েছেন নবনীতা তাঁর কবিতার তাপ ও প্রতাপে? সেই প্রসঙ্গে আলোচনায় আসতে পারে গ্রন্থের নামকবিতাটি। কবি লিখছেন; ‘সব দরজা খুলে যায় পিছনের পথে শুকনো পাতা ভিজে, / পদচিহ্ন ঢেকেছে শৈবাল।’ কবিতাটি শুরু হয়েছে বৃষ্টি দিয়ে, তাই শুকনো পাতা ভিজে যাওয়ার কথা বলছেন কবি। ভিজে যাওয়া আসলে মনের উর্বরতা, দীর্ঘদিনের মনের খরা কাটিয়ে উঠে স্নাত হওয়ার শুভক্ষণের ইঙ্গিত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, শুকনো পাতার খরা এতদিন ছিল কেন? এ কি শুধুই কবির মনের প্রতিকৃতি নাকি অন্যকিছু? উত্তর মেলে। কবি বলেন, সব দরজা খুলে যাওয়ার কথা, কিন্তু তা পিছনের পথে। সামনের পথে নয়। কবির যে ইঙ্গিত দিলেন তা কিন্তু শুধু প্রেমের নয় এক্ষেত্রে। বরং নারীত্বের। কারণ কবির হেঁটে আস পথ, যে পথ নারীর একান্ত নিজের, সেই পথ যেন খুলে যায়। কবি হাঁটছেন আর খুলে গেল সামনের দরজা, এমনটা হলে হয়তোবা প্রেমের কথা বোঝাত। কিন্তু যখন কবির উচ্চারণ হয় ‘সব দরজা খুলে যায় পিছনের পথে’ তখন বুঝতে হয় হেঁটে আসা বৈপ্লবিক পদসঞ্চারের কথা। কারণ তিনি বলেন ‘পদচিহ্ন ঢেকেছে শৈবালে’, শৈবালে ঢেকে যাচ্ছে নারীর তৈরি করা আপন পথ, তাই দরকার প্রতিজ্ঞার। আর কবি হাঁটছেন সেই পথে যে পথ নারীর বন্ধ আগলগুলো খুলে দেবে, বাধাগুলি মুক্ত করে দেবে। সেখানে পিতৃতন্ত্রের প্রতি ঘৃণার প্রকাশ নেই, বরং দৃঢ় প্রত্যয়ে কাজ করে চলার ইঙ্গিত আছে। কবির করে চলা কাজ সেই প্রত্যয়ের সাক্ষ্য। নিজের লক্ষ্যে অবিচল থেকে কাজ করে চলার ইঙ্গিতই তাঁর কবিতায় মুখ্য হয়ে ওঠে; ‘এবার উপরে চোখ তুলে / প্রথম প্রত্যয়ে বলি / অসংকোচ নির্ভার আলোয় / সব গেছি ভুলে।’ ভুলে যাওয়ার এই ক্ষমাপ্রাণধ্বনি ভারসাম্য রক্ষার মহান কার্যক্রম। নারীই যে পারে জন্মদিতে নতুনের। পিতৃতন্ত্রের বিপরীতে পাল্টা প্রতিশোধস্পৃহা নয়, বরং মাতৃত্বের ঢঙে সঠিক পথ উন্মোচন; এই মন্ত্রেই যেন বিশ্বাসী নবনীতা। কারণ চলতে গেলে দরকার নারী-পুরুষ উভয়ের তাল-মিল। সেই ভারসাম্যকেই সঙ্গী করতে চাইলেন কবি। আর এখানে কবির নারীকণ্ঠের বলিষ্ঠ তাপ কোথায়? মৃদু সুরেই তিনি বড় কথা বলে দিয়েছেন; ‘এবার উপরে চোখ তুলে’, নিচে চোখ না নামিয়ে লজ্জাবতী প্রেয়সীর সুর নয়, বরং দৃঢ় প্রত্যয়ে চোখে চোখ রেখে তিনি বলতে চেয়েছেন তাঁর ভাষ্য। এই হুংকার নারীকণ্ঠের স্বতন্ত্র তাপ ও প্রতাপকেই পরিলক্ষিত করায়।

‘প্রথম প্রত্যয়’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত নবনীতা দেবসেনের একটি বিখ্যাত প্রেমের কবিতা ‘দ্বন্দ্ব’, যেটি সচেতন পাঠ ও অনুধাবনে বোঝা যায় নারীর লেখা প্রেমের কবিতায় ঋতুবদল ঘটে গেছে। কবিতায় নবনীতা লিখলেন ; ত পবিত্র আর করুণ আঁখির অরণ্যে / শ্রাবণের বৃষ্টির মতো তাকাও / খ আর মনে করো তুমি আমার জন্যে / বৃষ্টি আমার জন্যে, বকুল আমার জন্যে, শস্য আমার জন্যে / মনে করো, দুঃস্বপ্ন আমার নৈবেদ্য আমার, চৈতন্য আমার / আর তখন আমি তোমার হই, তখন দ। কবিতায় কবি শ্রাবণের বৃষ্টির মতো তাকানোর কথা বললেন। বর্ষা কবির কবিতায় উর্বরার প্রতীক (‘প্রথম প্রত্যয়’ কাব্যগ্রন্থের নামকবিতাসহ অনেক কবিতায় দেখা যায়) হয়ে এলেও এখানে বিরহের অশ্রু রূপে প্রতিভাত। আঁখির অরণ্যে শ্রাবণের বৃষ্টির চমৎকার উপমা অশ্রুসিক্ত মনকে প্রতীয়মান করে, যা একান্তই কবির কাছে নিখাদ ও পবিত্রও। মিলতে না পারার এই বেদনাশ্রু কবির কাছে; ভৈরবী স্বপ্নের মতো, বৈরাগী মৃত্যুর মতো। স্বপ্ন-মৃত্যুর এই চলাচল প্রত্যাশা-প্রাপ্তির সংযোগ বহির্ভূত। প্রেম হয়ে উঠছে যাপনের সঙ্গী। যা থেকে যায়, অবয়বহীন সত্তার সাথে। বৃষ্টিময় আবেগের অঝোর ধারা, ছোট্ট বকুল ফুলের টুকরোর মত স্মৃতিমেদুরতা, শস্যের মতো নতুন সৃষ্টির সোনালি আভা এসবই কবির যাপনের অংশ আর সাথে সেই ‘তুমি’ও। কবি বললেন; দুঃস্বপ্ন আমার নৈবেদ্য আমার। সুস্বপ্নের মতো দুঃস্বপ্নও যেন কবির কাছে অভিপ্রেত, বলা ভাল প্রত্যাশিত। এই দুঃস্বপ্নকে নৈবেদ্য করে তোলার ছবি তো ঐতিহ্যময় নারীকণ্ঠের ভাষ্য, যা উনিশ শতকে নারীর কলমে লেখা বাংলা কবিতায় কথকবিগণের পতির কাছে ভালোবাসা-প্রত্যাশী কাঙালির ভাষ্যের মত শোনায়। কিন্তু তফাত আছে অনেক। নবনীতার কবিতায় দুঃস্বপ্নকে নৈবেদ্য করে দেওয়া কার উদ্দেশ্যে? প্রেমিক ভগবানের উদ্দ্যেশ্যে। কিন্তু কি দিতে চাইছেন নৈবেদ্যে? মুঠো ভরা দুঃস্বপ্নগুলোকে। ফিরিয়ে দিতে চাইছেন সেই সব ভয়ার্ত স্বপ্নের জলছবিগুলিকে, যা উনিশ শতকের নারীকণ্ঠ পারেন নি। আর প্রেমিককে নৈবেদ্য প্রদানে ভগবানের আসনে বসানোর চিত্রপট ঠিক পালটে যায়, বোঝা যায় প্রেমের কবিতার মারাত্মক বদল এসেছে, যখন কবিকে বলতে শুনি; ‘তুমি আমার কোলের শিশু হ’য়ে আমাকে বরণ করো / আমাকে হরণ করো / পূরণ করো।’ কোলের শিশু হ’য়ে আমাকে বরণ করো; কথাটি বলবার মধ্যে দিয়ে নারীত্বের চিরায়ত মাতৃত্বের ধারাপাতটিকে তুলে ধরা হয়েছে। কোলের শিশু হয়ে প্রতিটি পুরুষকেই থাকতে হয় মাতৃত্বের কোলে, নারীর কোলে। সেই কোলে থাকা প্রতিটি পুরুষের উদ্দেশ্যে নবনীতার ঘোষণা; কোলের শিশু হয়ে হরণ করো, সেই হরণ পুরুষের বীর্যবত্তার অহমিকায় নয়, শিশুর সারল্যে। এই মাতৃত্বের বরণেই প্রেমের পূর্ণ প্রকাশ, নারীত্বের জয়। এভাবেও পিতৃতন্ত্রকে নস্যাৎ করা যায়। প্রেমের কবিতায় এমন সূক্ষতার সাথে ঝঞ্ঝাটহীন নারীবাদের প্রকাশ নবনীতা দেবসেনের কবিতায় প্রথম দেখা যায়। কবিতার নাম ‘দ্বন্দ্ব’ হলেও নারীবাদী প্রত্যয়ের সুরই প্রকাশ পায় শেষ অবধি। মনের দুর্বলতা আলো-আঁধারের খেলা টপকে কবির প্রধান পরিচয় ‘নারী’র স্বয়ংসিদ্ধা অবস্থানই প্রকাশ পেয়ে যায়। নবনীতা দেবসেনের স্বতন্ত্র সুর বাংলা কবিতায় এক নিস্তব্ধ বিপ্লবের সূচনা করে। সহজ সুরে একলা দোয়েল যেন শুনিয়ে যায় শিকল ভাঙার গান। যে গানের স্বরলিপি প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই লিখতে পেরেছিলেন নবনীতা।

লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক, গবেষক, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

আনন্দকথা

মাস্টার ঘোরতর অপরাধীর ন্যায় অবাক্ হইয়া অবনতমস্তকে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, বিয়ে করা কি এত দোষ!

ঠাকুর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি ছেলে হয়েছে?

মাস্টারের বুক ঢিপঢিপ করিতেছে। ভয়ে ভয়ে বলিলেন, আজ্ঞে, ছেলে হয়েছে। ঠাকুর আবার আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, যাঃ ছেলে হয়ে গেছে! তিরস্কৃত হইয়া তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কৃপাদৃষ্টি করিয়া সস্নেহে বলিতে লাগিলেন, ‘‘দেখ, তোমার লক্ষণ ভাল ছিল, আমি কপাল, চোখ — এ-সব দেখলে বুঝতে পারি। আচ্ছা, তোমার পরিবার কেমন? বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি?’’

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

গিরীশ চন্দ্র ঘোষ

১৮৪৪ *বিশিষ্ট নাট্যকার গিরীশ চন্দ্র ঘোষের জন্মদিন।*
১৯৪৪ *বিশ্বের সুরকার রবীন্দ্র জৈনের জন্মদিন।*
১৯৪৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ দিগ্বিজয় সিংয়ের জন্মদিন।*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

শ্যাম স্টিলের ইস্পাত কারখানা উদ্বোধন

আগামী দিনে অন্য জেলাকে চাকরি দেবে পুরুলিয়া : মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: এবার পুরুলিয়াকে আর পিছিয়ে পড়া জেলার তকমা দিতে পারবে না কেউ। এবার পুরুলিয়া অন্য জেলাকে চাকরি দেবে। মঙ্গলবার দুপুরে পুরুলিয়ার প্রশাসনিক সভামঞ্চ থেকে এমনই বার্তা দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প জঙ্গল সুন্দরী কর্মনগরী পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে শ্যাম স্টিল গোষ্ঠীর তৈরি নতুন ইস্পাত কারখানার এদিন উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '৭২ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করে রঘুনাথপুরে গড়ে উঠবে ইন্ডাস্ট্রি হাব।' সেই ইন্ডাস্ট্রি

হাবে এদিন শ্যাম স্টিলের তৈরি করা প্রথম কারখানার ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী পুরুলিয়ার প্রশাসনিক সভামঞ্চ থেকেই।

মুখ্যমন্ত্রীর সেই উদ্বোধনে এদিকে রঘুনাথপুরের নবনির্মিত শ্যাম স্টিল কারখানার মধ্যেই আয়োজন করা হয়েছিল একটি অনুষ্ঠানের। কারখানার সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা। রঘুনাথপুরের মহকুমাশাসক তামিল ওভিয়া এস, রঘুনাথপুর ১ নম্বর ব্লকের বিডিও রবিশঙ্কর গুপ্তা ও নিতুড়িয়া ব্লকের বিডিও প্রবীর কুমার সিনহা, শ্যাম স্টিলের যুগ্ম ডিরেক্টর পুরুষত্তম ভেরিওয়ালা ও রবি ভেরিওয়ালা সহ শ্যাম স্টিলের অন্যান্য কর্তারা।

এদিন জঙ্গল সুন্দরী কর্ম নগরীতে নতুন ইস্পাত কারখানার উদ্বোধন হতেই উচ্ছ্বসিত রঘুনাথপুর মহকুমার মানুষজন। রঘুনাথপুর ১ নম্বর ব্লকের লছমনপুর এলাকায় ৬০০ একর জমিতে শ্যাম স্টিল গোষ্ঠীর সর্বভারতীয় সুসংহত এই ইস্পাত কারখানাটি গড়ে উঠেছে। কারখানার জিএম বিপুল পানিগ্রাহী বলেন, 'এই কারখানার জন্য ৪৫৯১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে প্রায় ১০ হাজার মানুষ কাজ পেতে চলেছেন। রাজ্য সরকারের ও এলাকার বাসিন্দাদের সহযোগিতায় খুব কম সময়ের মধ্যেই আমরা এই কারখানার কাজ করতে পেরেছি কিছুদিনের মধ্যেই কারখানার প্রোডাকশনের কাজ শুরু হয়ে যাবে।'

এদিন রঘুনাথপুরের শ্যাম স্টিল কারখানার মধ্যেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মঞ্চে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলেন তা করেন, তার জলজ্যান্ত প্রমাণ এই আজকের রঘুনাথপুরের কারখানার উদ্বোধন। তিনি বলেছিলেন রঘুনাথপুরে জঙ্গল সুন্দরী কর্ম নগরী গড়ে তোলা হবে। তারই প্রথম পর্যায়ের শ্যাম স্টিল গোষ্ঠীর কারখানার উদ্বোধন করলেন তিনি। বিরোধীদের কুৎসা চক্রান্ত সব কিছুকে ছুড়ে ফেলে মুখ্যমন্ত্রী এগিয়ে চলেছেন বাংলার উন্নয়নে। আর এগিয়ে যাবেন।' এই শিল্প গোষ্ঠীতে পরবর্তী ধাপে আরও শিল্প যেমন গড়বে, তেমনই একাধিক শিল্প গোষ্ঠী রঘুনাথপুরের জঙ্গল সুন্দরী কর্ম নগরীতে খুব তাড়াতাড়ির মধ্যেই শিল্প গড়ার কাজ শুরু করবে বলে জানান মন্ত্রী শশী পাঁজা।

বিরিয়ানি, চাইনিজ না দেওয়ায় মুখ খুলতে নারাজ শিশু খুনে অভিযুক্তরা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোন্নগর: চাই মুখরোচক খাবার। পছন্দ নয় সাধারণ ভাত-ডাল-রুটি। দিতে হবে বিরিয়ানি, চাইনিজ খাবার। কিন্তু পুলিশ তাঁদের দাবিতে কর্ণপাত না করায় ফের মুখ বন্ধ করে ফেলেছেন কোন্নগরে শিশু খুনে মূল অভিযুক্ত শান্তা শর্মা ও তাঁর বান্ধবী ইফফাত পারভিন। ফাঁপরে তদন্তকারী অফিসাররা। এমনটাই জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে।

প্রসঙ্গত, গত ১৬ ফেব্রুয়ারি কোন্নগরে নিজের ঘরে নৃশংস ভাবে খুন হয়ে যায় ৮ বছরের শিশু শ্রেয়াংশু শর্মা। ইট দিয়ে মাথা থেঁতলে, ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয় শিশুটিকে। তদন্তে নেমে শ্রেয়াংশুর মা শান্তা শর্মা ও তাঁর বান্ধবী ইফফাত পারভিনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। উঠে আসে সমকামী প্রেমের তত্ত্বও। জানা যায়, বিয়ের পর থেকেই শান্তা শর্মার সঙ্গে তাঁর স্বামীর সম্পর্কের টানাপোড়েনের কথা। আর্থিক অনটনের কথাও শোনা যায়।

পরিবার সূত্রে খবর, ২০১২ সালে বিয়ে হলেও বিয়ের পর থেকে স্বামী পঙ্কজকে পছন্দ ছিল না শান্তার। উলটে ইফফাতের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়তে থাকে। এদিকে, ২০১৮ সালে ইফফাতের বিয়ে হলেও তাও বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। শ্বশুরবাড়ি থেকে চলেও আসেন। শান্তা-ইফফাত একসঙ্গে দেশের নানা প্রান্তে ঘুরতে গিয়েছিলেন বলেও খবর। একসঙ্গে একাধিকবার রাত্রিবাসও করেন। ছেলেকে বাড়িতে রেখেই বাড়ি ছাড়েন শান্তা।

পরিবারে আর্থিক অনটনের কথা শোনা গেলেও সূত্রের খবর, কোন্নগরের কানাইপুরে গঙ্গানগরে জমি কিনেছিলেন শান্তা শর্মা। কেনার সময় মধ্যস্থতাও করেছিলেন এক ব্যক্তি। তিনিই জানাচ্ছেন, ৭ বছর আগে তাঁর মাধ্যমেই ৪ লক্ষ টাকার বিনিময় ২ কাঠা জমি কেনেন শান্তা শর্মা। তাঁর নামে মিউটেশনও করা হয় সেই জমি। সেই জমিতে বাড়িও করার কথা ছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবের রূপ পায়নি।

সূত্রের খবর, শান্তার বাবা রেলে চাকরি করতেন। তাঁরা তিন বোন। বাবা তিন বোনকে কিছু টাকা ভাগ করে দিয়েছিলেন বলে খবর। সেই টাকা দিয়েই কানাইপুরে ওই জমি শান্তা কিনেছিলেন বলে খবর। প্রসঙ্গত, ২০ ফেব্রুয়ারি গ্রেপ্তার হন শান্তা-ইফফাত। রয়েছেন ৯ দিনের পুলিশি হেপাজতে। আর দু'দিনের মাথায় ফের তাঁদের আদালতে তোলার কথা।

IDBI BANK — আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি হাওড়া শাখা — **লকার ভেঙে খোলার নোটিশ**

এতদ্বারা আপনাদের অবগতির উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমাদের হাওড়া শাখায় নিম্নোক্ত লকার অ্যাকাউন্টধারীগণের প্রতি বিভিন্ন সময়ে নোটিশ এবং দাবি নোটিশ পাঠানো সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে নির্ধারিত লকার ভাড়া দিতে ব্যর্থ এবং উপেক্ষা করেছেন। লকারধারীগণের নিয়ম এবং শর্তাদি চুক্তি মোতাবেক ভাড়া অনাদায়ে উক্ত লকারগুলি ভেঙে খোলার অধিকার রাখে ব্যাঙ্ক। ফলে সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট লকারধারীগণকে অবগত করা হচ্ছে বকেয়া শেষ তারিখের মধ্যে আদায় দিতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে এবং ব্যাঙ্কের শাখায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মীমাংসা নিষ্পত্তি করতে অন্যথায় ০১.০৬.২০২৪ তারিখে সংশ্লিষ্ট লকারগুলি ভেঙে খোলার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট লকার ভেঙে খোলার চার্জও ভাড়াকারীর কাছ থেকে আদায় করা হবে বকেয়া ভাড়া এবং অন্যান্য চার্জ সহ আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে।

নং	লকার সংখ্যা	বকেয়া থেকে	নাম এবং ঠিকানা
১.	২১	০১.০৪.২০২০	শুভ্র মুখার্জি, ঠিকানা : প্রযত্নে : সৌমিত্র মুখার্জি, ৮, অভয়পদ ব্যানার্জি লেন, হাওড়া, হাওড়া, পিন কোড : ৭১১১০১,পব।

তারিখ : ২৮.০২.২০২৪
স্থান : হাওড়া

স্বা/-অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি, হাওড়া শাখা

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে

মেসার্স রাজপ্রতিম এজেন্সিজ প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN : U51109WB2003PTC096541
রেজিস্টার্ড অফিস : ৪৯/৮৯ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ শাহ রোড, গলফ গার্ডেনস, কলকাতা - ৭০০০৩৩

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড এবং সংশ্লিষ্ট রেগুলেশন অধীনে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মেসার্স রাজপ্রতিম এজেন্সিজ প্রাইভেট লিমিটেডের (দেউলিয়াগ্রস্ত) **(কর্পোরেট ডেটর)** এর সম্পদসমূহ স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩২(এ) অধীনে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', 'যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম মাধ্যমে বিক্রির প্রস্তাব করা হচ্ছে। উক্ত বিক্রির প্রস্তাব কোনও বাধ্যবাধকতা ব্যতীতই সম্পাদিত হবে।

নিম্নোক্ত ছকে বর্ণিত মতে প্রস্তাবিত বিক্রির প্রক্রিয়াধীন সম্পদসমূহ অনলাইনে ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা মেসার্স ই-প্রকিওরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড-অকশন টাইগার ভায়া ওয়েবসাইট https://ncltauction.auctiontiger.net মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

প্রয়োজনীয় ফর্ম, হলফনামা, ঘোষণা ইত্যাদি দাখিল	২৮.০২.২০২৪ থেকে ১৩.০৩.২০২৪
সাইট পরিদর্শন/পর্যবেক্ষণ তারিখ	১৫.০৩.২০২৪ থেকে ২৮.০৩.২০২৪
ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	৩০.০৩.২০২৪ বিকেল ৫টার মধ্যে

নিম্নোক্ত সম্পদসমূহ ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রির জন্য পাওয়া যাবে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩২(এ) অধীনে।

নিলামের তারিখ এবং সময় : ০১.০৪.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত

সম্পদের বিস্তারিত	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	বায়না জমা দাখিল (আইএনআর)	বর্ধিতকরণ মূল্য (আইএনআর)
ব্লক বি, ফ্ল্যাট নং ৩০৭ (৭৫.২৮ বর্গ মিটার), সালাসার আনন্দময়ী অ্যাপার্টমেন্ট, হাওড়া	১৫,০৭,৯৩১.৬৪	১,৫১,০০০.০০	৫০,০০০.০০
ব্লক বি, ফ্ল্যাট নং ৪০৫ (৭৭.৩২ বর্গ মিটার), সালাসার আনন্দময়ী অ্যাপার্টমেন্ট, হাওড়া	১৬,২৭,৮৫৩.৭৬	১,৬৩,০০০.০০	৫০,০০০.০০
ডোমজুড় জমি (ল্যান্ডলকড)	২৬,৯২,৮০০.০০	২,৬৯,০০০.০০	৫০,০০০.০০
প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি ফার্নিচার এবং ফিক্সচার এবং অফিস সরঞ্জাম সহ	৭০,৯৩৩.৭৩	৭,০০০.০০	৫,০০০.০০
জামিন এবং আর্থিক সম্পদসমূহ	১,১৬,৩৬,৮১৯.২৪	১১,৬৪,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০

আগ্রহী আবেদনকারীগণ সংশ্লিষ্ট সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য সম্বলিত নথি বিস্তারিত ই-নিলাম টেন্ডার আবেদন ফর্ম, ঘোষণা এবং অঙ্গীকার, অন্যান্য ফর্ম, এবং নিয়ম এবং শর্তাদি সংশ্লিষ্ট সম্পদ সম্পর্কিত দেখতে পারেন। বিস্তারিত নথি ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট প্রযোজ্য নিয়ম এবং শর্তাদি সম্ভাব্য ডাকদাতাগণ পেতে পারেন ইমেল মারফত cirp.rpapls@resurgentrp.com-তে লিখিত আবেদন করে। ইএমডি সফল ডাকদাতাদের জন্য সংশ্লিষ্ট বিক্রয় অর্থের সঙ্গে সংযুক্ত হবে এবং অসফল ডাকদাতাদের ক্ষেত্রে ইএমডি ফেরত দেওয়া হবে। ইএমডির জন্য কোনও সুদ দেওয়া হবে না। অনুগ্রহ করে দেখুন ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্যাদি নথি সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবিত এবং সফল ডাকদানের পরিমাণ প্রদানের জন্য।

লিকুইডেটর যেকোনও ডাক গ্রহণ বা বাতিল করা বা সম্প্রসারণ করা বা সংশোধন করা, ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি পরিবর্তন করতে পারেন যেকোনও সময় কোনও কারণ না দেখিয়েই। আগ্রহী ডাকদাতারা তাদের টেন্ডার দাখিলের পূর্বেই ব্যক্তিগতভাবে অনুসন্ধান পর্যবেক্ষণ করতে পারেন সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াধীন সম্পদ এবং রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ যদি কিছু থাকে, নিজ ব্যয়ে সন্তুষ্টির জন্য সম্পদ পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।

স্বা/-
প্রতীম বয়াল
রাজপ্রতীম এজেন্সিস প্রা. লি.-এর
লিকুইডেটর বিষয় সম্পর্কিত
রেজি নং - **IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018-19/12385**

রেজি. অফিস ঠিকানা	প্রকল্প-যোগাযোগের জন্য নির্দিষ্ট ঠিকানা
৪৯/৮৯ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ শাহ রোড, গলফ গার্ডেনস, কলকাতা - ৭০০০৩৩ রেজি. ইমেল আইডি cirp.rpapls@resurgentrp.com তারিখ - ২৮.০২.২০২৪ স্থান - কলকাতা	৭০৮, ৮ম তল, সেন্ট্রাল প্লাজা, ২/৬ শরৎ বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০ যোগাযোগের নম্বর - (+৯১) ৯০৩৮২৮০৪৫০ **ইমেল আইডি (নির্দিষ্ট প্রকল্প)** cirp.rpapls@resurgentrp.com

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
মেসার্স কেজি শুটেক প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
রেজিস্টার্ড অফিস : ৪১, মাথেশ্বরতলা রোড, কলকাতা : ৭০০০৪৬
(CIN : U19202WB2007PTC112472)
লিকুইডেটরের ঠিকানা : ১, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা : ৭০০০০১
যোগাযোগ : ৯১-৯৮৩০০৫৮১২১ ইমেল : liqd.kaygee@gmail.com

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড এর ধারা ৩৫(এফ) এবং তৎসহ পঠিত লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশনস এর রেগুলশেন ৩৩ অধীনে "যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে", "যেখানে যা আছে ভিত্তিতে", "যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" সম্পদ বিক্রি নোটিশ।
নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফএম **https://www.eauctions.co.in** এর মাধ্যমে বিক্রয় সম্পাদিত হবে।

নিলামের তারিখ এবং সময় :	**সোমবার, ২৫/০৩/২০২৪ বেলা ১১ টা থেকে বেলা ১টার মধ্যে (প্রতিটি অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)**
আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান দাখিলের শেষ তারিখ :	বুধবার, ১৩/০৩/২০২৪, বিকেল ৫ টার মধ্যে।
উপযুক্ত ডাকদাতাকে জ্ঞাপন :	শুক্রবার, ১৫/০৩/২০২৪
ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ :	শুক্রবার, ২২/০৩/২০২৪ বিকেল ৫ টার মধ্যে।
পর্যবেক্ষণের তরিখ :	শুক্রবার থেকে ১৫/০৩/২০২৪ শুক্রবার ২২/০৩/২০২৪ পর্যন্ত আগাম জ্ঞাত করা সাপেক্ষে পাওয়া যাবে, যোগাযোগ ব্যক্তি শ্রী পঙ্কজ কুমার কেডিয়া (মো: ৯৮৩০০৫৮১২১)

বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সম্পত্তি এবং সম্পদের প্রাথমিক বিবরণ : - (লাখ টাকায়)

লট নং	বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	বর্ধিতকরণ পরিমাণ
১.	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ৪ কাঠা ১ ছটাক ৩৯ বর্গফুট, ৫ কাঠা ৮ ছটাক, ৫ কাঠা, ৪ ছটাক, ১৯ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা : ট্যাঙ্গরা,তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, জেএল নং ৫, অংশ দাগ নং ৩৬২, এডিএসআর শিয়ালদহ অধিক্ষেত্র অধীন এবং কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৫৮ অধীন, প্রেমিসেস নং ৪৭, ট্যাঙ্গরা রোড, বর্তমানে ৬৪, ৬৫, ৬৬ মহেশ্বরতলা রোড, থানা : প্রগতি ময়দান, কলকাতা : ৭০০০৪৬ চলতি সম্পদ সহ (ব্যাঙ্ক আমানত ব্যতীত), যদি কিছু থাকে।	১৯৫.০০	১৯.৫০	৫.০০ বা গুণীতকে

সংশ্লিষ্ট ইমেল মারফত liqd.kaygee@gmail.com উপলব্ধ ই-নিলাম বিক্রয় এর নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত সহ টেন্ডার নথি এবং বিক্রয় নোটিশ ভালবাবে পড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে **শ্রী বিজয় পিপালিয়া/শ্রী ইশথাক আহমেদ (৯৮৭০০৯৯৭১৩)** বা ইমেল মারফত : admin@eauctions.co.in বা লিকুইডেটরের ইমেল : liqd.kaygee@gmail.com যোগাযোগ করতে হবে।

স্বা/-
পঙ্কজ কুমার কেডিয়া
লিকুইডেটর - কেজি শুটেক প্রা লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
আইপি রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P01037/2017-18/11710
এএফএ বৈধ : ১৬.১০.২০২৪ পর্যন্ত

তারিখ : ২৮.০২.২০২৪
স্থান : কলকাতা

SBI — এসবিআই আরএএসএমইসিসি দুর্গাপুর (১০২৬৬)
এসবিআই সিটি সেন্টার ব্রাঞ্চ প্রেমিসেস, ৩য় তল,
সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩২১৬, জেলা - বর্ধমান
ইমেল : sbi.10266@sbi.co.in
পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে দুটি মূল স্বত্ব দলিল **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, মুচিপাড়া এবং দুর্গাপুর স্টেশন রোড ব্রাঞ্চ** থেকে হারিয়ে গেছে। বিক্রয় দলিলের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

নাম	শাখা নাম	জিডিই নং, তারিখ এবং থানা
শ্রী শিব প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	মুচিপাড়া শাখা (০৬৮৮৮)	জিডিই নং ৬১৩, তারিখ - ১৯.০১.২০২৪ থানা - নিউ টাউন, দুর্গাপুর

সম্পত্তির বিস্তারিত : মূল দলিল নং আই-১১৬৮-২০০৭ সালের, বুক নং ১, ভল নং ৪৪, পৃষ্ঠা নং ৯০-১০৬, নথিভুক্তির তারিখ - ২২.০৩.২০০৭

নাম	শাখা নাম	জিডিই নং, তারিখ এবং থানা
শ্রী উত্তীয় সেনগুপ্ত	দুর্গাপুর স্টেশন রোড ব্রাঞ্চ (০৭৩৩৭)	জিডিই নং ১২৭৮, তারিখ - ২৯.০১.২০২৪ থানা - কোক ওভেন, দুর্গাপুর

সম্পত্তির বিস্তারিত : মূল দলিল নং আই-১৯০২০৫১৪৯-২০১১ সালের, বুক নং ১, ভল নং ২০, পৃষ্ঠা নং ৩২০৮-৩২৩৯, নথিভুক্তির তারিখ - ২৫.০৪.২০১১

যদি কেউ দলিলগুলি পেয়ে থাকেন, অনুগ্রহ করে **এসবিআই আরএএসএমইসিসি দুর্গাপুর** শাখায় জানাবেন এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে।

তারিখ : ২৮.০২.২০২৪ — এজিএম, এসবিআই আরএএসএমইসিসি দুর্গাপুর

SBI — **স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল**
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম -তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৮০০১২০৭৮১১

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬), রুল ৯(১) অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে **১৫.০৩.২০২৪** তারিখে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ডাকদাতা/গণ এমএসটিসি লি'-এর সহিত সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে চালান মাধ্যমে **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** তে এনইএফটি/আরটিজিএস মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ইএমডি পাঠাতে পারেন নিলামের তারিখের পূর্বে।

ই-নিলামের তারিখ - তারিখ - ১৫.০৩.২০২৪
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে প্রত্যেকটি ডাকের জন্য
প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ - 'আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।'

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা :** মেসার্স ওসিয়ান কমোট্রেড প্রা লি **রেজি ঠিকানা :** ১৫ গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, ৩য় তল, রুম নং ২, কলকাতা : ৭০০০১৩ **গুদাম ঠিকানা :** ৫১, জে এন মুখার্জি রোড, ৬৬ সালকিয়া স্কুল রোড, হাওড়া : ৭১১১০৬, এবং একতলা, মোহিনী অ্যাপার্টমেন্টস, ১০ ডা অবনী দত্ত রোড, পো : বামনগাছি, হাওড়া : ৭১১১০৬। **জামিনদাতা : ১) পঙ্কজ বৈদ,** পিতা শ্রী কমল বৈদ এবং **২) শ্রীমতি কমলা বৈদ,** পিতা দুলিচাঁদ দুগার **ঠিকানা :** মোহিনী অ্যাপার্টমেন্টস, ১০ ডা অবনী দত্ত রোড, ৫ম তল, রুম নং ৪০২, পো : বামনগাছি, হাওড়া : ৭১১১০৬।	সংশ্লিষ্ট সকল নির্ধারিত অংশ একতলায় এরিয়া ৮৭৬ বর্গফুট এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ হাওড়া পৌর সংস্থা অধীন হোল্ডিং নং ১০, ডা অবনী দত্ত রোড,ওয়ার্ড নং ১৫, থানা : গোলাবাড়ি, জেলা : হাওড়া- ৭১১১০৬ (উল্লেখ্য পার্টিশন দলিল ৪১৬৪/ ২০০৫ এবং দলিলের ঘোষণা উল্লেখ্য ১৬৩২/২০০৭; বন্ধকদাতা : শ্রী পঙ্কজ বৈদ। **ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত।** **সম্পত্তির আইডি : SBIN20019071078**	**১,৩৬,১৪,৬৭২.৮৩ টাকা (এক কোটি ছত্রিশ লাখ চোদ্দ হাজার ছশো বাহাত্তর টাকা এবং তিরাশি পয়সা) টাকা ০১.০৭.২০২১ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ যোগাযোগের ব্যক্তি : ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭৭৫৩০৭	৪২,৫০,০০০.০০ টাকা ৪,২৫,০০০.০০ টাকা ২৫,০০০.০০ টাকা **পর্যবেক্ষণের তারিখ ০৮.০৩.২০২৪**
২.	**ঋণগ্রহীতা :** **শ্রী পঙ্কজ মাল্লা** লেক ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, ব্লক : এ, ফ্ল্যাট নং ১এ, ২য় তল, নং ৩, নৃসিংহ দত্ত রোড, বড়িশা, কলকাতা : ৭০০০০৮	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ইউনিট ফ্ল্যাট নং ৭৪০৪, ব্লক : বি-৭, ৫মতল, প্রেমিসেস 'সোয়ানগ্রিন' এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত রসপুঞ্জ, বাকড়াহাট রোড, মৌজা : রসপুঞ্জ,জেএল নং ১৫, থানা : বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা,কলকাতা : ৭০০১০৪, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৬৮ বর্গফুট, কার্পেট এরিয়া : ৬৫৮ বর্গফুট রেজিস্ট্রিকৃত পঙ্কজ মাল্লার নামে, উল্লেখ্য দলিল নং ১-১০৫৬-২০২০ সালের তারিখ ২৭/০২/২০২০ **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** (দলিল অনুযায়ী) : পূর্বে : সড়ক, পশ্চিমে : ফ্ল্যাট নং ৭৪০১, উত্তরে : ফ্ল্যাট নং ৭৪০৩, দক্ষিণে : সিঁড়ি। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত** **সম্পত্তির আইডি : SBIN200038087512**	২৪,৭৭,৯৪০.০০ টাকা (চব্বিশ লাখ সাতাত্তর হাজার নশো চল্লিশ টাকা) টাকা **১৮.০৪.২০২২ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ ১৯.০৪.২০২২ থেকে বকেয়া যোগাযোগের ব্যক্তি : ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭৭৫৩০৭	২৩,০০,০০০.০০ টাকা ২,৩০,০০০.০০ টাকা ১০,০০০.০০ টাকা **পর্যবেক্ষণের তারিখ ০৮.০৩.২০২৪**

ঋণগ্রহীতার অনুসন্ধান - মেসার্স ওসিয়ান কমোট্রেড প্রা. লি. (ক্রম নং ১)

সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফস	ভিডিও

ঋণগ্রহীতার অনুসন্ধান - শ্রী পঙ্কজ মাল্লা (ক্রম নং ২)

সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফস	ভিডিও

নির্ধারিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক অনুযায়ী বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া অনুগ্রহ করে বিশেষ লিংক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।

আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে

তারিখ : ২৮.০২.২০২৪
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড
(পূর্বের, এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্য স্কীম অফ অ্যামালগেমেশন-এর অধীনে যারা একত্রীকরণ করেছেন এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লি.-এর সঙ্গে ডিসেম্বর 4ঠা 2023-তে)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পুর্ব), মুম্বাই 400098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কোলকাতা

L&T Finance

দখলগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
[আইন-8(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক (এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিং লিমিটেড (পূর্বের, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লি. যারা একত্রীত হয়েছেন এল&টি ফাইনান্স লি.-এর দ্য স্কীম অফ অমালগামেশন-এর অধীনে একত্রীত হওয়ার দ্বারা যার অনুমোদন করেছে এনসিএলটি মুম্বাই সেই সঙ্গে এনসিএলটি কলকাতা, ('এলটিএফ') যা 12ই এপ্রিল, 2021-এ এবং এখন এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স লি. একত্রীত হয়েছেন এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লি (এলটিএফএইচ)-এর সঙ্গে যা 4ঠা ডিসেম্বর 2023-ত।) সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্স অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সোসাইটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 অনুসারে, এবং উক্ত আইনের ধারা 13(12) প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যাতে উক্ত আইন পড়া হয় [আইন 3] সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) আইন, 2002 অনুসারে যা ইস্যু হয়েছে ডিমান্ড নোটিশে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্সদের আহ্বান জানিয়ে যাতে পুন:প্রদান করা হয় ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত অ্যামাউন্ট উক্ত নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার 60 দিনের মধ্যে এবং পরবর্তী সুদ এব অন্যান্য চার্জেস ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন তারিখ পর্যন্ত। ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স অ্যামাউন্ট পুন:প্রদানে ব্যর্থ হলে, এতৎদ্বারা নোটিশ জারি করা হবে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে যে নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত আইনের ধারা 13-এর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যা আইন 8-এর এই নোটিশের রুলস অনুসারে পড়া হয়।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী/রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী/রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ: তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ: বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
H005411 2062106 2401 & H005411 3062112 2230	1. ঋণগ্রহীতা হিসাবে মণিকান্ত লাদিয়া 2. সহ-ঋণগ্রহীতা হিসাবে মীনা লাদিয়া 3. সহ-ঋণগ্রহীতা হিসাবে গঙ্গাধর লাদিয়া 4. সহ-ঋণগ্রহীতা হিসাবে সীতা দেবী লাদিয়া	**অনুসূচি - I** সমস্ত খণ্ড ও অংশের সম্পত্তির ঠিকানা : প্রায় 1965 বর্গফুট (সুপার বিল্ড আপ এরিয়া) পরিমাপের সমগ্র 3য় তল, যার সঙ্গে একত্রে সমগ্র রুফ টপ সহ ইমারতের গ্রাউণ্ড ফ্লোরে একটা গ্যারেজ স্থান, 2 সার্ভেন্ট কোয়ার্টার, 1 টয়লেট এবং 1 পাম্প রুম সব মিলিয়ে প্রায় 390 বর্গফুট যেটা পরিসর নং 25, বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ ব্লক সি, থানা লেক টাউন, পোষ্ট অফিস বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ, কোলকাতা 700505 একত্রে প্রায় 2 কাঠা, 15 ছটাক এবং 17 বর্গফুট পরিমাপের জমির উপর নির্মিত কথিত ইমারতের কমন এরিয়ার ওপর জমির আনুপাতিক অবিভক্ত নিরবেক্ষ ভাগীদারি সহ যা উত্তর 24 পরগণা জেলাতে লেকটাউন থানার অন্তর্গত শ্যামনগর মৌজায় আর.এস. খতিয়ান নং 726 অধীনে আর.এস. দাগ নং 460-এর অংশ গড়া জে.এল. নং 17 (এখন 32/20), আর.এস. নং 180, তৌজি নং 228 এবং 229, বর্তমানে দক্ষিণ দমদম পৌরসভার সীমার মধ্যে মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং 29 অন্তর্গত পৌরসভা পরিসর নং 25, বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ হিসাবে জ্ঞাত ও নাম্বারযুক্ত। জমি এবং ফ্ল্যাটের ইমারত নিম্নরূপে সীমানাবদ্ধ : চতুঃসীমা – পূর্ব – আবাসনিক ফ্ল্যাটসমূহ সহ বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ সুপার মার্কেট ; পশ্চিম – শ্রীমতী বিশ্বেশ্বরী মুখার্জীর প্লট নং 24; উত্তর – প্লট নং 1 দক্ষিণ – 20 ফুট চওড়া রাস্তা **অনুসূচি - II** সমস্ত খণ্ড ও অংশের সম্পত্তির ঠিকানা : 'অনুভব অ্যাপার্টমেন্ট' হিসাবে নামযুক্ত ও জ্ঞাত ইমারতের 4র্থ তলে প্রায় 768 বর্গফুট (সুপার বিল্ড আপ এরিয়া) পরিমাপের ফ্ল্যাট নং ডি/2 এবং রাজারহাট বিষ্ণুপুর 1 নং গ্রাম পঞ্চায়েত সীমার মধ্যে উত্তর 24 পরগণা জেলাতে রাজারহাট থানার অন্তর্গত ভাতিণ্ডা মৌজায় জমিদার খতিয়ান নং 336, সি.এস. খতিয়ান নং 346, আর. এস. খতিয়ান নং 188, এল.আর. খতিয়ান নং 1755 অধীনে সি.এস. দাগ নং 471, আর.এস. দাগ নং 650-এর অংশ গড়া প্রায় 14.89 দশমিক অর্থাৎ 8 কাঠা ও 14 ছটাক পরিমাপের জমির প্লটে বা উহার উপর গড়া ও নির্মিত। চতুঃসীমা – পূর্ব – ইমারতের খালি করা এরিয়া পশ্চিম – কমন প্যাসেজ উত্তর – কমন সিঁড়ি দক্ষিণ – কমন সিঁড়ি	08-12-2023	06-12-2023 তারিখের হিসাবে টাঃ1,04,17,846.13/-	26-02-2024 প্রতীকমূলক দখল
H005411 2062107 4535	1. ঋণগ্রহীতা হিসাবে সম্বরণ বিশ্বাস 2. সুপ্রিয়া বিশ্বাস 3. এস বি ইণ্ডাস্ট্রীজ (সহ-ঋণগ্রহীতাবগণ হিসাবে ইহার মালিক মাধ্যমে)	**অনুসূচি - I** সমস্ত খণ্ড ও অংশের সম্পত্তির ঠিকানা : 66 দশমিক পরিমাপের জমির সঙ্গে একত্রে উহার উপর দণ্ডায়মান 3793 বর্গফুটের কাঠামো, যা আবাসনিক ইউনিট, গুদাম, কারখানার শেড, অফিস ইত্যাদি সম্বলিত। যেটা কদম্বাগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের চৌহদ্দির মধ্যে মৌজা – সরবেড়িয়া, জে.এল. নং 112, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং 255, আর.এস, খতিয়ান নং 489, এল.আর. খতিয়ান নং 180/1, থানা বারাসত, জেলা – 24 পরগণা (উত্তর)'য়ে থাকা ও অবস্থিত যার সঙ্গে একত্রে আছে সেপটিক ট্যাঙ্ক, সিঁড়ি, জলের কানেকশন, বাউণ্ডারী দেওয়াল, ইজমেন্ট এবং ক্যুয়াসি ইজমেন্ট অধিকার তথা প্রবেশ ও বাহিরের জন্যে খালি করা স্থান ব্যবহারের অধিকার সহ কথিত ইমারতে ইলেক্ট্রিক্যাল ইনষ্টলেশন সমেত অন্য সব ফিটিংস এবং ফিক্সচার্স, মেশিনারীও এবং কমন প্যাসেজ ব্যবহার করার অধিকারও, যা নিম্নরূপে সীমানাবদ্ধ : চতুঃসীমা – পূর্ব – 16 ফুট চওড়া রাস্তা। পশ্চিম – সুমন মিত্রের জমি এবং দাগ নং 256 পুকুর। উত্তর – দাগ নং 254'তে সন্তোষ সিকদার এবং প্রবীর ঘোষের জমি। দক্ষিণ – দাগ নং 257, 256 এবং 260'য়ে জমি।	06-12-2023	06-12-2023 তারিখের হিসাবে টাঃ1,35,54,131.83/-	26-02-2024 প্রতীকমূলক দখল
H172992 4062111 5221 & KOLHL2 1000002	1. ক্যানকান কনস্ট্রাকশন্স (ঋণগ্রহীতা হিসাবে ইহার অংশীদার দেবাশিষ বিশ্বাস মাধ্যমে) 2. দেবাশিষ বিশ্বাস 3. সহ-ঋণগ্রহীতা হিসাবে তাপসী বিশ্বাস	**অনুসূচি - I** সমস্ত খণ্ড ও অংশের সম্পত্তির ঠিকানা : "PS IXL" হিসাবে জ্ঞাত ইমারতের ব্লক-সি'তে 5ম তলে, অফিস স্পেস নং 505, যার 2256 বর্গফুট সুপার বিল্ড আপ এরিয়া থাকার সঙ্গে একত্রে বেসমেন্টে একটা আচ্ছাদিত কার পার্কিং স্থান সহ জমি পরিমাপের অবিভক্ত আনুপাতিক ভাগীদারি – (1) আরেকটা সমস্ত খণ্ড ও অংশের জমির পরিমাপ প্রায় 3 বিঘা, 12 কাঠা, 2 ছটাক ও 26 বর্গফুট যা আছে এবং অবস্থিত এখানে – রাজারহাট থানার চৌহদ্দির মধ্যে মৌজা আটঘড়া, জে.এল. নং 10, তৌজা নং 172, আর.এস. নং 113, যা আর.এস. দাগ নং 222, 264, 265, 265, 266, 267, 790, 791, আর.এস. খতিয়ান নং 288/1, 530, 67, 99, 511, 68, পরগণা কলিকাতা সম্বলিত, (2) আরেকটা সমস্ত খণ্ড ও অংশের জমির পরিমাপ প্রায় 28 কাঠা, 15 ছটাক ও 27 বর্গফুট যা আছে এবং অবস্থিত এখানে – রাজারহাট থানার চৌহদ্দির মধ্যে মৌজা আটঘড়া, জে.এল. নং 10, তৌজা নং 172, আর.এস. নং 113, যা আর.এস. দাগ নং 222, 268, 269, আর.এস. খতিয়ান নং 288/1, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 344, 375, পরগণা কলিকাতা সম্বলিত এবং (3) আরেকটা সমস্ত খণ্ড ও অংশের জমির পরিমাপ প্রায় 67 কাঠা, 2 ছটাক ও 44 বর্গফুট যা আছে এবং অবস্থিত এখানে – রাজারহাট থানার চৌহদ্দির মধ্যে মৌজা আটঘড়া, জে.এল. নং 10, তৌজা নং 172, আর.এস. নং 113, যা আর.এস. দাগ নং 222, 270, 271, 272, 273, আর.এস. খতিয়ান নং 288/1, 49, 223, 523, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 344, 375, মোট জমির পরিমাপ 8 বিঘা, 8 কাঠা, 5 ছটাক এবং 7 বর্গফুট, পরগণা কলিকাতা সম্বলিত।	06-12-2023	06-12-2023 তারিখের হিসাবে টাঃ 2,13,14,131.76/-	23-02-2024 প্রতীকমূলক দখল

নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করতে সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তিতে যেকোন লেনদেন করা, দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে পেমেন্ট/অর্থাদি পাওয়া পর্যন্ত আরো সুদ ও অন্যান্য মাসুলের সঙ্গে একত্রে দাবি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অর্থরাশির জন্যে এলঅ্যাণ্ডটি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেডের চার্জ সাপেক্ষে হবে।

তারিখ: 28.02.2024
স্থান: কোলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড-এর তরফে

তৃণমূলের উপ পুরপ্রধান খুনে ধৃত ২, খোঁজ মূল অভিযুক্তের

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: তৃণমূলের উপ পুরপ্রধান খুনের ঘটনায় দু'জনকে গ্রেপ্তার করল অশোকনগর থানার পুলিশ। তবে মূল অভিযুক্ত গৌতম দাস অধরা। তার খোঁজে জোরদার তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। ধৃতরা হল তুহিন দত্ত এবং পলাশ শর্মা। মঙ্গলবার তাদের বারাসাত আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

গুমা স্টেশন রোডে নিবেদিতাপল্লির রাস্তার ধরেই পেল্লাই সাইজের বাড়িটাই হল উপপ্রধান খুনে মূল অভিযুক্ত গৌতম দাসের। রবিবার গুলি করে খুন করা হয়েছিল উপ পুরপ্রধান বিজন দাসকে। সেই খুনে মূল অভিযুক্ত গৌতম।

দোতলা বাড়ির নীচে বেশ কয়েকটি দোকান। সূত্রের খবর, অধিকাংশই পিডব্লিউ ডি-র জায়গা দখল করে বছর দুই আগে এই জমিটা কিনে বাড়ি তৈরি করেছিলেন জমি মাফিয়া গৌতম দাস। গৌতমের এই বেআইনি কাজে বাধা দিয়েছিলেন বিজন। ওই সময় গুমা-১ পঞ্চায়েতে কোনও পদে ছিলেন না বিজন। তবুও বিজনের বিরোধিতার জেরে আদালতে মামলাও হয়। এই নিয়ে বিজনের সঙ্গে বিরোধ তৈরি হয়েছিল প্রধান ঘনিষ্ঠ জমির দালাল গৌতম দাসের। ২০২৩ এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে অবশ্য উপপ্রধান হন বারাসতের সাংসদ ঘনিষ্ঠ বিজন দাস। উপপ্রধানের দায়িত্ব নেওয়ার পর গৌতমের বেআইনি কাজের বিরোধিতাও শুরু করেন। এর জেরেই উপপ্রধান খুনের পরিকল্পনা করেন জমির দালাল গৌতম। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী রবিবার রাতে দলের এক কর্মীর বাড়িতে ঢুকে বিজন দাসকে খুব কাছ থেকে গুলি করে খুন করে জমির দালাল তথা গৌতম দাস। এখনও অধরা মূল অভিযুক্ত গৌতম দাস। কিন্তু খুনের ঘটনায় গৌতমের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার অভিযোগে তুহিন দত্ত এবং পলাশ শর্মাকে পুলিশ সোমবার রাতেই গ্রেপ্তার করে পুলিশ। নিহত বিজন দাসের ছায়াসঙ্গী ছিলেন তুহিন। আর পলাশ হলেন গৌতমের আত্মীয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, খুনের আগে উপপ্রধান বিজনকে মদ্যপান করিয়ে বেঁহুশ করিয়েছিলেন তাঁরই ছায়াসঙ্গী তুহিন। আর খুনের আগে বিজনকে একা রাখার সব ব্যবস্থাই করেছিলেন তুহিন এবং পলাশ। ধৃতদের নিজেদের হেপাজতে নিয়ে খুনে মূল অভিযুক্ত জমির দালাল গৌতম দাসের খোঁজ পেতে চাইছে অশোকনগরনগর থানার পুলিশ।

নিহত উপপ্রধানের মেয়ে কোয়েনা দাস জানান, রবিবার সকলেই মধ্যমগ্রামের ফ্ল্যাট থেকে গুমায় এসেছিলেন বিজন দাস। দলের পিকনিক সহ অন্যান্য কাজ শেষ করে রাতেই মধ্যমগ্রামে ফেরার কথা ছিল বিজনের। রবিবার রাত সাড়ে আটটায় ফোনে কথা হয়েছিল মেয়ের সঙ্গে। তাঁর মেয়ে এবছর সিবিএসই বোর্ডের দ্বাদশের পরীক্ষার্থী। রাতে বাড়ি ফেরার কথাই জানিয়েছিলেন মেয়েকে। বাবার বাড়ি ফেরার অপেক্ষাতেই ছিলেন মেয়ে। কিন্তু রবিবার রাত এগারোটার পরেই বাবার খুনের কথা জানতে পারেন মেয়ে। এদিন গুমার নিবেদিতাপল্লীর বাড়িতে দাঁড়িয়েই বিজন দাসের মেয়ে বলেন, 'বাবা অন্যায় কাজের বিরোধিতা করতেন। একটা জমি নিয়ে বিরোধিতার জন্যই বাবার ছায়াসঙ্গীকে হাত করে খুন করেছে গৌতম দাস।' তিনি বলেন, 'আমি চাই, বাবার খুনিদের কঠোর শাস্তি হোক।' নিহতের বাবা বিমল ভূষণ দাস বলেন, 'পঞ্চায়েতে ভালো কাজের জন্য ছেলে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছিল। সেই ছেলেকেই ওরা খুন করে ফেলল। উপপ্রধান বিজন দাসের ছায়াসঙ্গী ছিলেন তুহিন দত্ত। তুহিনকে খুব ভালোবাসতেন বিজন।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সন্ধ্যায় তৃণমূল কর্মী তুহিনের বাড়ির সামনে একপ্রস্থ কথাকাটাকাটি হয়েছিল বিজন এবং গৌতমের মধ্যে। ওই সময় তুহিনই গৌতমকে সরিয়ে দিয়েছিল। পরে রাত ১১ টার সময় এসে বিজন দাসকে গুলি করে চম্পট দেয় গৌতম দাস। বিজনকে মদ্যপান করিয়েছিল তুহিন। তুহিন পাশেই তাঁর এক আত্মীয়ের জন্মদিনের অনষ্ঠানে গিয়েছিল। বিজন যাতে ঘরে একা থাকে, কেউ তাঁর কাছে যেতে না পারে, তার ব্যবস্থাও করেছিল তুহিন এবং পলাশ শর্মা। পলাশের পিসতুতো জামাইবাবু জমির দালাল গৌতম দাস। খুনের পর পলাশকেই বাইকটা বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলেছিল গৌতম। উপপ্রধান খুনে তুহিন এবং পলাশ গ্রেপ্তার হওয়ার পরেই তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গেছে স্থানীয় বাসিন্দাদের।

রেললাইন পারাপারে মৃত্যু ব্যক্তির, আহত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রেললাইন পারাপার করতে গিয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম ধনঞ্জয় বিশ্বকর্মা (৫৫) গুরুতর আহত সত্যেন্দ্র দাস (৪৫)।

জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে ওই দুই ব্যক্তি পানাগড়ের রণডিহা মোড় সংলগ্ন এলাকায় রেললাইন পারাপার করার সময় ধনঞ্জয় বিশ্বকর্মার পা রেল লাইনের মাঝে আটকে পড়ে। বহু চেষ্টা করেও তাঁর পা বার করতে পারেননি সঙ্গী। সেই সময় দূরপাল্লার একটি ট্রেনে ধনঞ্জয় বিশ্বকর্মার একটি পা কাটা যায় ও তাঁর সঙ্গীও ট্রেনের ধাক্কায় আহত হন।

স্থানীয়রা চিৎকার শুনে ছুটে গিয়ে বিষয়টি দেখে রেল পুলিশকে খবর দিলে পানাগড় স্টেশনের কর্তব্যরত রেল পুলিশের কর্মীরা দু'জনকে উদ্ধার করে পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে দু'জনের অবস্থার অবনতি ঘটলে, তাঁদের দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। মঙ্গলবার ভোররাতে মৃত্যু হয় ধনঞ্জয় বিশ্বকর্মার। আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন সত্যেন্দ্র দাস। দু'জনই পানাগড়ের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।

রাতভর হাতির তাণ্ডবে কাঁচা আলুই তুলে নিচ্ছেন চাষিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ৩৩টি হাতির একটি দল রাতভর তাণ্ডবলীলা চালাল বাঁকাদহ রেঞ্জের হেতাগোড়া সংলগ্ন ধান, আলু, করলার জমিতে। এমনকি এলাকায় বেশ কয়েকটি কুন্দরি মাচা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় হাতির দল, মাথায় হাত কৃষকদের। সকালে উঠে আতঙ্কে হাতির ভয়ে আলু পাকার আগেই কাঁচা আলু ঘরে তুলছেন কৃষকরা। এতে করেও ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হবেন বলে মনে করছেন এলাকার কৃষকরা।

কৃষকদের দাবি, আলু লাগানোর সময় অকালবৃষ্টিতে একবার ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন তাঁরা। এবার রাত হলেই লোকালয়ে চলে আসছে হাতি, নষ্ট করে দিচ্ছে বিঘার পর বিঘা আলুর জমি এবং বিভিন্ন সবজির জমি। যার ফলে আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন কৃষকরা। তাই তাঁরা সময়ের আগেই একপ্রকার আলু ভাঙতে বাধ্য হচ্ছেন। কৃষকরা আরও দাবি করছেন, যে পরিমাণে ক্ষতি হয় সেই পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে না বন দপ্তরের পক্ষ থেকে। ফলে তাঁরা ব্যাপক সমস্যায় পড়ছেন।

বিষ্ণুপুর পাঞ্চেত বন বিভাগের বাঁকাদহ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার বাপ্পা নাথ কৃষকদের দাবি স্বীকার করে নিয়ে জানান, যে পরিমাণে ক্ষতি হয় সেই পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব হয় না। তবে যাতে করে প্রত্যেক কৃষককে তাঁর পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং তা জানানো হয়েছে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে। যে সমস্ত কৃষকদের ক্ষতি হয়েছে, তাঁরা যাতে রেঞ্জ অফিসে এসে ফর্ম ফিলাপ করে যান ক্ষতিপূরণের জন্য সেই দাবিও জানান রেঞ্জ অফিসার।

মহিলারাই পারবেন বাংলার মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে চেয়ার থেকে নামাতে

আরামবাগে মমতাকে খোঁচা লকেটের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: পয়লা মার্চ আরামবাগে সভা করতে আসছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার আগে আরামবাগে এলেন হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, সন্দেশখালিতে যদি মহিলাদের উস্কানি দেওয়া হত তাহলে রাজ্যপুলিশ একাধিক ধর্ষনের মামলা রুজু করল কেন? শুধু সন্দেশখালিই নয়, রাজ্যজুড়ে যেভাবে মহিলাদের উপর অত্যাচার বাড়ছে তাতে করে মহিলাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। কারণ মহিলারাই পারবেন বাংলার মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে চেয়ার থেকে নামাতে। মঙ্গলবার আরামবাগে এসে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এভাবেই রাজ্যসরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বিজেপি রাজ্য মহিলা মোর্চার সভানেত্রী তথা হুগলির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। আগামী শুক্রবার আরামবাগে সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তা নিয়ে এই মুহূর্তে আরামবাগজুড়ে চরম তোড়জোড় শুরু হয়েছে বিজেপির অন্দরে। তারই অংশ হিসাবে এদিন বিকালে আরামবাগের দৌলতপুরে আসেন লকেট। প্রথমেই তিনি দলীয় নেতা কর্মীদের নিয়ে কালীপুরে সভাস্থল ঘুরে দেখেন। পরে আরামবাগ বিজেপি জেলা কার্যালয়ে বৈঠক সারেন তিনি। এরই মাঝে সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে সন্দেশখালির পাশাপাশি রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ করেন তিনি। ঘটনা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এদিন তিনি বলেন, 'শাহজাহান পালিয়ে যাওয়ার পরে সন্দেশখালির মহিলারা যেভাবে অত্যাচারের কাহিনী তুলে ধরছেন তা অত্যন্ত কষ্টের। এতকিছুর পরেও রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী নীরব।' বাংলার মহিলাদের ক্রমশ দুর্বিসহ অবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বলেও কটাক্ষ করেন লকেট। পাশাপাশি মহিলাদের বাংলার বাইরে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে বলেও আরামবাগ থেকে অভিযোগ করেন তিনি।

এদিন প্রধানমন্ত্রীর সভা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লকেট বলেন, 'লোকসভা নির্বাচন নিয়ে বাংলা থেকে প্রচার শুরু করছেন প্রধানমন্ত্রী, বাংলার কাছে এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয়। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বাংলা থেকে ৩৫টি আসন নিয়ে বিজেপি সংসদে যাবে বলেও দাবি করেন লকেট। পাশাপাশি হুগলি লোকসভা থেকে এবারেও যে তিনিই বিজেপির প্রার্থী হচ্ছেন তাও স্পষ্ট করে দেন এবং এও নিশ্চিত ভাবে বলেন যে, ফের আমি জিতছি। আর হুগলি ছেড়ে কোথাও যাব না। সবমিলিয়ে এদিন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাস্থল পরিদর্শন করার পাশাপাশি দলীয় কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেন তিনি।

চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা! নদিয়া থেকে ধৃত তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণার অভিযোগে ডায়মন্ড হারবার জিআরপির হাতে গ্রেপ্তার রানাঘাটের এক তৃণমূল নেতা। রানাঘাট থানার আইসতলা থেকে সৌভিক ঘোষ ওরফে গুড্ডু নামের ওই তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার

করে ডায়মন্ড হারবার জিআরপি পুলিশ। সূত্রের খবর, গত কয়েকদিন আগে টাকার বিনিময়ে সরকারি চাকরি দেওয়ার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা নেওয়ার একটি অভিযোগের তদন্ত করতে গিয়ে রানাঘাটের এই তৃণমূল নেতার নাম সামনে আসে। আর এর পরেই রানাঘাট আইশতলা থেকে ওই তৃণমূলের নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রসঙ্গত গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে নদিয়া জেলা পরিষদের আসনে আইসতলা থেকে তৃণমূলের টিকিটে প্রার্থী ছিলেন সৌভিক ঘোষ ওরফে গুড্ডু। আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের এই নেতা গ্রেপ্তার হওয়ায় অস্বস্তিতে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। তবে গুড্ডু রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার বলে দাবি পরিবারের।

ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া / Union Bank of India

রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর

বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার
দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২১৬, টেলি : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন নোটিস

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮(৬) শর্তাধীনে অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিস। এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণ ও বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ যা **সুরক্ষিত ক্রেডিটর** -এর কাছে মর্টগেজ / চার্জ করা আছে তার বাস্তবিক /প্রতীকী দখল নিয়েছেন **ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক সুরক্ষিত, ক্রেডিটর হিসাবে, সেইসকল সম্পত্তিসমূহ **"যেখানে যা আছে", "যেখানে যা কিছু আছে", "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে আগামী ১৪.০৩.২০২৪ তারিখ **@ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা** বিক্রয় করা হবে নিম্নবর্ণিত অর্থাঙ্ক উদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টসমূহ হতে যা ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের কাছ থেকে ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সুরক্ষিত ক্রেডিটরের পাওনা রয়েছে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত ক্রেডিটর এবং জামিনদারগণের নিজ নিজ পাওনা। প্রতিটি সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না রাশি জমার অর্থাঙ্ক উল্লেখ করা আছে। ওয়েব পোর্টালের দেওয়া ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে বিক্রয় সংঘটিত হবে। প্রতিটি সম্পত্তির জন্য বিড বর্ধিত মূল্য হবে ১০,০০০/- টাকা। বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট **www.mstcecommerce.com** এবং **www.unionbankofindia.co.in** - দেওয়া লিংক দেখুন।

অকশনের তারিখ ও সময় : ১৪.০৩.২০২৪ @ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা

বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ১৩.০৩.২০২৪, বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত

ইএমডি জমা দেওয়ার পদ্ধতি : বিডার তার এমএসটিসি ওয়ালেটে তার ইএমডি অর্থাঙ্ক জমা করবেন

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম, শাখা, সম্পত্তির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) অকশনের তারিখ ও সময়- ১৪.০৩.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা। বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ - ১৩.০৩.২০২৪	মোট বকেয়া ১৫.০২.২০২৪ অনুযায়ী। (সহ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তদুপরি সুদ এবং খরচ)	ক. দ্বায়বদ্ধতা খ. দখলের অবস্থা
১.	**ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স আনন্দ ট্রেডারস** **শাখা: পুলিশ লাইন বর্ধমান** **সম্পত্তি:** (আধা শহুরে) কাঞ্চননগর মৌজায় অবস্থিত জমি সম্পত্তি, জেএল নং ২৬, আরএস খতিয়ান নং ৯৪, ২১৩, ৪৪৬, ৬০৭, ১০১৮, ১৬০২, এলআর. খতিয়ান নং ২৭৬৪, আর.এস. প্লট নং ২৩০৬/পি, এলআর. প্লট নং ৪৫৭৮, হোল্ডিং নং ১১৪/১, মন্তেশ্বরতলা, কাঞ্চননগর, বর্ধমান পৌরসভা, ওয়ার্ড নং ২৪, পোস্ট. - কাঞ্চননগর, থানা - বর্ধমান, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। শ্রী শুভজিৎ পুতনন্দীর মালিকানাধীন সম্পত্তি, সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- ১২ ফুট, পৌরসভা রোড, দক্ষিণ - ত্রিদেব মন্ডলের জমি, পূর্ব - ত্রিদেব মন্ডল, পশ্চিম- কমল দাসের জমি; বন্ধকদাতা- শ্রী শুভজিৎ পুতনন্দী। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - মোঃ- ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯**	১. ৪৪,৩০,৭০০.০০ টাকা ২. ৪,৪৩,০৭০.০০ টাকা	৫৯,৮৭,২৫১.০০ টাকা (ঊনষাট লক্ষ সাতাশি হাজার দুইশত একান্ন টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২.	**ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী অনিমেষ মুখার্জি,** **শাখা: পুলিশ লাইন বর্ধমান** **সম্পত্তি:** জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল কাস্ট-কুরম্বা -তে, কাস্ট-কুরম্বা বাস স্ট্যান্ডের কাছে অবস্থিত, মৌজা - শিয়ালদহ, জেএল নং ১২৬-এ অবস্থিত, এল.আর. খতিয়ান নং ২৭১, প্লট নং ৩৩৫ বান্দুল ২ গ্রাম পঞ্চায়েতে অধীনে, পোস্ট অফিস - কাস্টো-কুরম্বা, থানা- বর্ধমান, জেলা - বর্ধমান (পূর্ব), পশ্চিম বর্ধমান, পিন- ৭১৩১২৬। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - মোঃ- ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯**	১. ৪১,৩৬,০০০.০০ টাকা ২. ৪,১৩,৬০০.০০ টাকা	২৬,১৭,৭৯৪.০০ টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ সতের হাজার সাতশত চুরানব্বই টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৩.	**ঋণগ্রহীতার নাম : আশিস কুমার মাল** **শাখা-সিউড়ি** **সম্পত্তি** - জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা চাতরা -তে অবস্থিত, জেএল নং- ৭৭, আরএস খতিয়ান নং-১০৬৭, এলআর খতিয়ান নং- ৫১, খতিয়ান নং- ১৫৩, দাগ/ প্লট নং- ৫২১, কোমা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট- চাঙ্গুরিয়া, থানা- সিউড়ি, জেলা- বীরভূমে ০৪ শতক পরিমাপের আশিস কুমার মালের নামে । **যোগাযোগ ব্যক্তি : শ্রী অর্জুন কুমার দাস - ৭৯৯১১৩৩২৯৬**	১. ৭,০৫,০০০.০০ টাকা ২. ৭০,৫০০.০০ টাকা	৮,৭৭,৩০১.০০ টাকা (আট লক্ষ সাতাত্তর হাজার তিনশত এক টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৪.	**ঋণগ্রহীতার নাম : বাবা লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ** **শাখা- বাঁকুড়া (৬০৮৪০)** **সম্পত্তি** - জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল মৌজা -ডেমুরারি, গোপিনাথপুর, জেএল নং- ২০৫, থানা ও জেলা-বাঁকুড়া, ওয়ার্ড নং- ৫, বাঁকুড়া পৌরসভার অধীনে, আরএস খতিয়ান নং- ১২৩৯, এল.আর. খতিয়ান নং- ৭৪৯৭, আর.এস. প্লট নং- ২৬৪/১৪৯৫, এলআর প্লট নং- ৪৫৫৬ এলাকা ০.০২৮ একর শ্রী তন্ময় নন্দীর নামে। সীমানা: উত্তর- শ্রী অরুণ কুন্ডুর বাড়ি, দক্ষিণ- রেলওয়ের স্থান, পূর্ব- শ্রী অশ্বিনী ঠক্কর এর বাড়িও সংযুক্ত প্যাসেজ মিউনিসিপ্যাল রোড, পশ্চিমে- পৌর ড্রেন। **যোগাযোগ ব্যক্তি: শ্রী অরিজিৎ মুখার্জি: ৭৯০৮২৯০৯৫৯**	১. ১৪,৮১,০০০.০০ টাকা ২. ১,৪৮,১০০.০০ টাকা	১০,৩৩,১৬২.০০ টাকা (দশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার একশত বাষট্টি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৫.	**ঋণগ্রহীতার নাম : বর্ধমান কনস্ট্রাকশন** **শাখা- পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি-** এখানে অবস্থিত জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল মৌজা- রায়ান, এলআর খতিয়ান নং- ৬২৯৫, আরএস প্লট নং- ৩৯০/১৬৪১ আরএস খতিয়ান নং- ১৪৭২, জেএল নং- ৬৮, জমির পরিমাপ ০.৫ কাঠা, গ্রাম- বিজয়রাম ক্যানেলপাড়, রায়ান ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট- বাজেপ্রতাপপুর শ্রী অরুণ রায়ের মালিকানায়। সম্পত্তির সীমানা- উত্তর- কাদের সেখ-এর বাড়ি, দক্ষিণ- রফিক খানের বাড়ি, পূর্ব- টুম্পা বিবির বাড়ি, পশ্চিম- ৮ ফুট রোড এবং খাল। **যোগাযোগ ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু-৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	১. ৯,৯৪,০০০.০০ টাকা ২. ৯৯,৪০০.০০ টাকা	১৪,৪৪,২৪৬.০০ টাকা (চোদ্দো লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার দুইশত ছেচল্লিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৬.	**ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স দীপ হার্ডওয়্যার** **শাখা: পুলিশ লাইন বর্ধমান** **সম্পত্তি** : মৃত মোনোয়ার হোসেন এবং মৃত সেলিমা বেগম -এর নামে ১.৫ কাঠা পরিমাপের জমি ও ভবন, হুতুদেয়ান পিরতলা, পীরতলা মসজিদের কাছে, মৌজা - রায়ান, জেএল নং ৬৮, এলআর. খতিয়ান নং ৩৬৮৯ ও ৭৩২৪, প্লট নং ২০৭৬/৩৮৪৭, এল.আর. প্লট নং ২০৭৬/৩৮৪৭, রায়ান ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট - বাজেরতাপপুর, থানা - বর্ধমান, জেলা - বর্ধমান (পূর্ব), পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩১০১। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯**	১. ২৮,৬০,০০০.০০ টাকা ২. ২,৮৬,০০০.০০ টাকা	৪৬,৩৯,৪৩৬.০০ টাকা (ছেচল্লিশ লক্ষ উনচল্লিশ হাজার চারশত ছত্রিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৭.	**ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স এভারগ্রীন কৃষি ভান্ডার** **শাখা: পুলিশ লাইন বর্ধমান** **সম্পত্তি:** ০.২৫ একর পরিমাপের জমি এবং বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ১১৯, এলার খতিয়ান নং ২৯৯৯, আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ৮১৯২, মৌজা - সাঁকো, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩ ১৪১ -এ অবস্থিত। এবং এটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর - উদ্দিন মাস্টারের সম্পত্তি, দক্ষিণ - সেখ বাদাই এর সম্পত্তি, পূর্ব - মালিকদের জমি, পশ্চিম - সেখ কাজল এর সম্পত্তি। **যোগাযোগের ব্যক্তি: শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯**	১. ৫০,৫৬,০০০.০০ টাকা ২. ৫,০৫,৬০০.০০ টাকা	৫৭,২৪,৩৩৭.০০ টাকা (সাতান্ন লাখ চব্বিশ হাজার তিনশত সাঁইত্রিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৮.	**ঋণগ্রহীতার নাম : গোলাম মোস্তফা** **শাখা-জাহাননগর** **সম্পত্তি-** জমি এবং বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জেএল নং ১১০, এলআর খতিয়ান নং ১১১৯, এলআর প্লট নং - ৭১৩,৭১৫ এবং ৭১৬ উপ খ. নং- ১৪৭৪, মৌজা- খেতপুর পালসি, অগ্রদ্বীপ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- কাটোয়া জেলা- বর্ধমান **গোলাম মোস্তফার মালিকানাধীন। সম্পত্তির সীমানা-** উত্তর- মালিকের প্লট, দক্ষিণ- ১এসটিডি বিল্ডিং সাদিক আলী ও সাদিহানি মল্লিক, পূর্ব- রাস্তা ১৫ফুট প্রশস্ত, পশ্চিম- পুকুর দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী অতীশ রঞ্জন- ৮৩৯০৮২৪৯৪১**	১. ১০,৫১,০০০.০০ টাকা ২. ১,০৫,১০০.০০ টাকা	৬,৭৭,৯০৬.০০ টাকা (ছয় লক্ষ সাতাত্তর হাজার নয়শত ছয় টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৯.	**ঋণগ্রহীতার নাম : হক এন্টারপ্রাইজ** **শাখা-আঁখোনা** **সম্পত্তি** - মৌজা চাকতা, জেএল নং- ২, খ নং- ১২৬১, এলআর প্লট নং- ২৫৯২, এলআর খ.নং. -২৪০০, আঁখোনা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা কেতুগ্রাম। **আজিজুল হকের নামে** ২ শতক (প্রায়) পরিমাপের জমি ও বিদ্যমান এক তলা বাড়ির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- হাসনা বিবির খোলা জমি, দক্ষিণ- মালিক অন্য প্লটের খোলা জমি, পূর্ব- পঞ্চায়েত রোড, পশ্চিম- মালিক প্লটের খোলা জমি দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী সুদীপ রায় : ৮৩৩৬৯১৮১৭৫**	১. ৪,৫৪,০০০.০০ টাকা ২. ৪৫,৪০০.০০ টাকা	৯,৭৯,৬৪২.০০ টাকা (নয় লক্ষ ঊনআশি হাজার ছয়শত বিয়াল্লিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১০.	**ঋণগ্রহীতার নাম: আবসার সেখ** **শাখা: নলহাটি** **সম্পত্তির** - সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে মৌজা- নলহাটিতে অবস্থিত জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার জেএল নং- ৫৩, খ. নং- ৯২৬৭ এবং ২২৫৭, এলআর খ. নং-৯২৬৬, এলআর প্লট নং-৪১৩০, হোল্ডিং নং-৩৭৩, ওয়ার্ড নং-১১, মহল্লা- নলহাটি মোল্লাপাড়া, নলহাটি পৌরসভার অধীনে, থানা-নলহাটি জেলা- বীরভূম, জমির পরিমাপ- ২ শতক। এটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- আব্দুল কারিমোল্লা, দক্ষিণ- নাসিরুদ্দিন সেখ, পূর্ব- রাজেশ সেখ, পশ্চিম- আজিজুল মোল্লা। **যোগাযোগ ব্যক্তি: দেবার্ঘ্য সান্যাল-৯১৬৩৬০৬০৪৯**	১. ১১,২৬,০০০.০০ টাকা ২. ১,১২,৬০০.০০ টাকা	৬,০৬,৯২৩.০০ টাকা (ছয় লক্ষ ছয় হাজার নয়শত তেইশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল

আগ্রহী পক্ষের দ্বারা সম্পত্তি **পরিদর্শনের** তারিখ এবং সময় হবে **১৩.০৩.২০২৪** কাজের সময় পর্যন্ত এই ই-নিলাম সম্পর্কিত আরও সমস্ত বিবরণের জন্য আগ্রহী ক্রেতাকে সাইটে আপলোড করা নিয়ম ও শর্তাবলী দেখতে হবে। এনপিএ অ্যাকাউন্টের উপরে উল্লিখিত যেকোনও সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত কোন দায়বদ্ধতা জানা নেই এবং এ বিষয়ে যোগাযোগকারী ব্যক্তিরা হলেন ই-নিলামে রাখা সিকিউরিটিজের সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক।

বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, অর্থাৎ www.unionbankofindia.com এবং আইবিএপিআই পোর্টাল ওয়েবসাইট https://ibapi.in -এ যান। দরদাতাদের নিবন্ধন এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইট www.mstcecommerce.com -এ যান। নীচে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন ই নিলামের মাধ্যমে ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে অর্থাৎ, https://www.mstcecommerce.com/auctionhome হেল্পলাইন নম্বর ১৮০০১০২২৫০২৬ এবং ০১১-৪১১০৬১৩১ -তে প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন আইবিএপিআই পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।

এটিও একটি সংবিধিবদ্ধ ত্রিশ (৩০) দিনের ও বিক্রয় নোটিশ যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৮(৬) এবং ৯(১) এর অধীনে উপরে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে উল্লিখিত ঋণের ঋণগ্রহীতা/গণ এবং গ্যারান্টার/গণকে।

তারিখ: ২৭.০২.২০২৪
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
আঞ্চলিক দপ্তর

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক / Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

বাবলা শাখা
গ্রাম - বাবলা, পোস্ট , গোবিন্দপুর, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
পিন - ৭৪১৪০৪

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) -কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি পুনরুদ্ধারের জন্য যা **২০.০৩.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", " যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বকেয়া রাশি **১৬,১৩,৭০৩.৬৩ টাকা** [(ষোল লক্ষ তেরো হাজার সাতশো তিন টাকা এবং তেষট্টি পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই = **১০,৬৩,০০৪.০০ টাকা** + **৫,৫০,৬৯৯.৬৩ টাকা**)] ২৫.০২.২০২৪ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ সহ **বন্ধকদাতা/ ঋণগ্রহীতা: শ্রী সুনীল কুমার সরকার,** পিতা- ধীরেন্দ্র নাথ সরকার, গ্রাম - ডিঙ্গিপাড়া, কায়স্থপাড়া দক্ষিণ, পোস্ট - বাবলা গোবিন্দপুর, থানা - শান্তিপুর, জেলা - নদীয়া, পিন -৭৪১৪০৪, পশ্চিমবঙ্গ-এর থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য, যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর পাওনা ।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) জামিনদার(গণ)/ডিরেক্টর(গণ) খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমা গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	ক) **ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা:** **শ্রী সুনীল কুমার সরকার,** পিতা- ধীরেন্দ্র নাথ সরকার, গ্রাম - ডিঙ্গিপাড়া, কায়স্থপাড়া দক্ষিণ, পোস্ট - বাবলা গোবিন্দপুর, থানা - শান্তিপুর, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১৪০৪, পশ্চিমবঙ্গ **জামিনদারগণ: ১. শ্রীমতী অনিতা সরকার,** স্বামী শ্রী সুনীল কুমার সরকার গ্রাম- ডিঙ্গিপাড়া, কায়স্থপাড়া দক্ষিণ, পোস্ট - বাবলা গোবিন্দপুর, থানা - শান্তিপুর, জেলা - নদীয়া, পিন -৭৪১৪০৪, পশ্চিমবঙ্গ **২. শ্রী কার্ত্তিক ঘোষ,** পিতা- শ্রী তেঁতুল চন্দ্র ঘোষ, গ্রাম - বাবলা উত্তরপাড়া, পোস্ট- বাবলা গোবিন্দপুর, থানা , শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৪০৪, পশ্চিমবঙ্গ খ) **বাবলা শাখা**	জমি ও দ্বিতল বাড়ির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা - গোবিন্দপুর, জে.এল. নং ৩২, এল.আর. খতিয়ান নং ২৪২৫, এল.আর. প্লট নং ১১৫৫/ ২৮৩০, কায়স্থ পাড়া, পোস্ট ও থানা-শান্তিপুর, জেলা - নদীয়া, পিন -৭৪১৪০৪, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রেণীবিভাগ- বাড়ি, জমির পরিমাপ- ৮.০০ ডেসিমেল, ২৭/১০/১৯৯৭ তারিখের ১৯৯৭ সালের রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল নং ২১১৬, বই নং ১, সিডি ভলিউম নং ২৫, পৃষ্ঠা ৩০৩ থেকে ৩০৬ পর্যন্ত, এডিএসআরও- শান্তিপুর, নদীয়া, **সম্পত্তিটি শ্রী সুনীল কুমার সরকারের নামে আছে,** পিতা- ধীরেন্দ্র নাথ সরকার। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- সন্তোষ ঘোষের বাড়ি, দক্ষিণ- দীপেন্দ্র সরকারের বাড়ি, পূর্ব- রাস্তা, পশ্চিম- সুনীল সরকারের সম্পত্তি দ্বারা।	**১৬,১৩,৭০৩.৬৩ টাকা** [(ষোল লক্ষ তেরো হাজার সাতশো তিন টাকা এবং তেষট্টি পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই = **১০,৬৩,০০৪.০০ টাকা** + **৫,৫০,৬৯৯.৬৩ টাকা**)] **২৫.০২.২০২৪** অনুযায়ী তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ	ক) **২৪.১৪ লক্ষ টাকা ( )** (চব্বিশ লক্ষ চৌদ্দ হাজার টাকা মাত্র) খ) **২.৪২ লক্ষ টাকা** (দুই লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) **IDIB11622599095** ঙ) **ব্যাংকের কাছে অজানা** চ) **প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ - ২০.০৩.২০২৪; সময় - দুপুর ১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্দানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in
(৩) https://wwwmstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট (**www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi**) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং** ০৩৩ ২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২ এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ -এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস **ibapiop@@mstcecommerce.com**, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@@mstcecommerce.com** -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন। সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://ibapi.in** দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "**১৮০০১০২৫০২৬**" এবং "**০১১-৪১১০৬১৩১**" -এ যোগাযোগ করুন।

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ২৬.০২.২০২৪
স্থান : বাবলা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

শেষ দুই ব্যাটসম্যানের সেঞ্চুরি, জুটিতে উঠল ২৩২ রানের রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: তাই বলে শেষ উইকেটে ২৩২ রান! অবিশ্বাস্য লাগলেও এমন কীর্তির দেখা মিলেছে ভারতের রঞ্জি ট্রফিতে। টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে আজ বরোদার বিপক্ষে মুম্বাইয়ের হয়ে এমন কীর্তি গড়েছেন তানুশ কোটিয়ান ও তুষার দেশপান্ডে। দুজনেই পেয়েছেন সেঞ্চুরি। ব্যাটিং অর্ডারের শেষ দুজন ব্যাটসম্যানই সেঞ্চুরি করেছেন, প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এমন ঘটনা ঘটল দ্বিতীয়বার।

শেষ উইকেট জুটিতে ২৩২ রান করার পরও রঞ্জি ট্রফির সর্বোচ্চ রান তোলার রেকর্ড ছুঁতে পারেননি তানুশ ও তুষার। সেটা অবশ্য মাত্র ১ রানের জন্য। ১৯৯১-৯২ মৌসুমে দিল্লির হয়ে অজয় শর্মা ও মনিন্দর সিং ২৩৩ রানের জুটি গড়েছিলেন। সেদিন অবশ্য দুজন সেঞ্চুরি পাননি। অজয় শর্মা পেয়েছিলেন ডাবল সেঞ্চুরি আর মনিন্দর সিং করেছিলেন ৭৮ রান।

আগে দশম ও এগারোতম ব্যাটসম্যানের সেঞ্চুরির রেকর্ড সেই ১৯৪৬ সালে। ইন্ডিয়ানস বনাম সারের ম্যাচে সেঞ্চুরি করা দুই ব্যাটসম্যান ছিলেন চান্দু সারওয়াতে আর সুঁটে ব্যানার্জি।

তুষার অবশ্য এগারো নম্বরে ব্যাটিংয়ে নেমে রঞ্জি ট্রফিতে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড গড়েছেন। তাঁর ১২৩ রানই এগারো নম্বরে নেমে সর্বোচ্চ, ভেঙেছেন ২০০১ সালে তামিলনাড়ুর হয়ে বিদ্যুৎ লক্ষ্মণ শিবারামাকৃষ্ণানের করা ১১৫ রানের রেকর্ড।

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে শেষ উইকেট জুটিতে শীর্ষ পাঁচ রান সংগ্রাহকের তালিকায় যদিও তানুশ ও তুষার ঢুকতে পারেননি; প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে শেষ উইকেট জুটিতে সর্বোচ্চ রান তোলার রেকর্ড অ্যালান কিপ্যাক্স ও হাল হুকারের। ১৯২৮-১৯২৯ মৌসুমে মেলবোর্নে শেফিল্ড শিল্ডের ম্যাচে নিউ সাউথ ওয়েলসের হয়ে ভিক্টোরিয়ার বিপক্ষে ৩০৭ রানের জুটি গড়েন কিপ্যাক্স ও হুকার।

তুষার ও তানুশের ২৩২ রানের জুটিতে আজ কোয়ার্টার ফাইনালের শেষ দিনে বরোদাকে ৬০৬ রানের লক্ষ্য দিয়েছে মুম্বাই। মধ্যাহ্নবিরতিতে যাওয়ার আগে বরোদা বিনা উইকেটে ৬ রান করেছে।

১২ বছর পর জাতীয় পর্যায়ে ট্রফি, লাল-হলুদ তাঁবুতে উৎসবে মাতলেন কোচ, ফুটবলারেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: এক মাস আগে কলিঙ্গ সুপার কাপ জিতেছিল ইমামি ইস্টবেঙ্গল। ১২ বছর পর জাতীয় স্তরে কোনও প্রতিযোগিতা জিতেছিল লাল-হলুদ। সেই জয়ের উৎসব পালন হল মঙ্গলবার। কোচ, ফুটবলারদের নিয়ে উৎসব হল ইস্টবেঙ্গলের ক্লাব তাঁবুতে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রীরাও।

মঙ্গলবার ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে সুপার কাপজয়ী দলের সঙ্গে ক্লাবের প্রাক্তন খেলোয়াড়দের নিয়ে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। ছিলেন কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত-সহ দলের সকল খেলোয়াড়, সহকারী কোচ, সাপোর্টিং স্টাফেরা। বিনিয়োগকারী ইমামির তরফে উপস্থিত ছিলেন বিভাস আগরওয়াল, সন্দীপ আগরওয়াল-সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা। উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সচিব কল্যাণ মজুমদার, সহ-সচিব রূপক সাহা, সিনিয়র সহ-সভাপতি মুরারি লাল লোহিয়া, সহ-সভাপতি রাহুল টোডি, শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত-সহ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কার্যকরী কমিটির সকল সদস্য।

ক্রীড়ামন্ত্রী ও মেয়রের উপস্থিতিতে ক্লাবের তরফ থেকে সুপার কাপজয়ী দলের হাতে তুলে দেওয়া হয় ১৫ লক্ষ টাকার চেক। সেই সঙ্গে চলে খাওয়া দাওয়া। প্রাক্তন ও বর্তমান ফুটবলারদের নিয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব দারুণ এক মুহূর্তের সাক্ষী রইল। প্রাক্তন ফুটবলারদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অতনু ভট্টাচার্য, কৃষ্ণেন্দু রায়, অলোক মুখোপাধ্যায়, ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়, তরুণ দে, মিহির বসু, বিকাশ পাঁজি, দেবজিত ঘোষ, মেহতাব হোসেন, দীপঙ্কর রায়-সহ আরও অনেকে।

আইএসএলে সোমবার চেন্নাইয়িন এফসি-কে হারিয়ে দেয় ইস্টবেঙ্গল। বৃহস্পতিবার তাদের ম্যাচ রয়েছে ওড়িশা এফসি-র বিরুদ্ধে। লিগে অষ্টম স্থানে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। শীর্ষে থাকা ওড়িশাকে হারাতে পারলে প্রথম ছয়ে উঠে আসার সুযোগ পাবে লাল-হলুদ।

টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড নামিবিয়ার লফটি-ইটনের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ছেলেদের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম সেঞ্চুরির নতুন রেকর্ড গড়েছেন নামিবিয়ার ইয়ান নিকোল লফটি-ইটন। আজ কীর্তিপুরে স্বাগতিক নেপালের বিপক্ষে ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচে এই রেকর্ড গড়েন তিনি। লফটি-ইটন ভাঙলেন নেপালেরই কুশল মাল্লার রেকর্ড।

লফটি-ইটন সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন মাত্র ৩৩ বলে। গত সেপ্টেম্বরে হাংঝুতে এশিয়ান গেমসে মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে ৩৪ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন মাল্লা। একই ম্যাচে দ্রুততম ফিফটির রেকর্ড গড়েছিলেন দীপেন্দ্র সিং ঐরী, নেপাল তুলেছিল রেকর্ড ৩ উইকেটে ৩১৪ রান।

১১তম ওভারে ৬২ রানে তৃতীয় উইকেট হারায় টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নামা নামিবিয়া। লফটি-ইটন নামেন ৫ নম্বরে, এরপরই তোলেন ঝড়। মাত্র ১৮ বলে ফিফটি পান। ১৯তম ওভারের তৃতীয় বলে ঐরীর বলেই চার মেরে দ্রুততম সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন এ বাঁহাতি।

৩৬ বলে ১০১ রানের ইনিংসে লফটি-ইটন মারেন ১১টি চার ও ৮টি ছক্কা। মানে বাউন্ডারি থেকেই তিনি তোলেন ৯২ রান। নামিবিয়ার কোনো ব্যাটসম্যানের যেটি রেকর্ড। আগের রেকর্ড ছিল জিন-পিয়ের কোটজের ৮২ রান।

চতুর্থ উইকেটে ম্যালান ক্রুগারের সঙ্গে ৫২ বলে ১৩৫ রান যোগ করেন লফটি-ইটন, যেটি চতুর্থ উইকেটে নামিবিয়ার সর্বোচ্চ। ২০ ওভারে নামিবিয়া তোলে ৪ উইকেটে ২০৬ রান। ওপেনিংয়ে নামা ক্রুগার অপরাজিত থাকেন ৪৮ বলে ৫৯ রানে।

রানতাড়ায় মিডল অর্ডারে অধিনায়ক রোহিত পৌডেল (২৪ বলে ৪২), মাল্লা (২১ বলে ৩২) ও ঐরী (৩২ বলে ৪৮) চেষ্টা করলেও ৭ বল বাকি থাকতে ১৮৬ রানে গুটিয়ে যায় নেপাল। সেঞ্চুরির পর বোলিংয়ে ২৯ রানে ২ উইকেট নেন লফটি-ইটন। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১৩তম খেলোয়াড় হিসেবে একই ম্যাচে সেঞ্চুরি ও কমপক্ষে ২ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়লেন তিনি।

সিরিজের পরের ম্যাচে আগামীকাল নেদারল্যান্ডসের মুখোমুখি হবে নেপাল, ২৯ ফেব্রুয়ারি একই প্রতিপক্ষের সঙ্গে খেলবে নামিবিয়া।

মেসির নাম শুনে মাঠেই অশালীন অঙ্গভঙ্গি, নির্বাসনের শাস্তির মুখে রোনাল্ডো, সঙ্গে জরিমানাও

নিজস্ব প্রতিনিধি: শাস্তির মুখে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ম্যাচ চলাকালীন লিয়োনেল মেসির নাম শুনে অশালীন অঙ্গভঙ্গি করেছিলেন রোনাল্ডো। সেই কারণে তাঁকে শাস্তি পেতে হতে পারে। জানা গিয়েছে, নির্বাসিত করা হবে রোনাল্ডোকে। সেই সঙ্গে জরিমানাও করা হয়েছে তাঁকে।

রবিবার আল শবাবের ঘরের মাঠে খেলা ছিল আল নাসেরের। ৩-২ গোলে শবাবকে হারায় রোনাল্ডোর নাসের। প্রথম গোল তিনিই করেন। কিন্তু একটা সময় পর্যন্ত দেখে মনে হচ্ছিল খেলা ড্র হবে। শেষ দিকে ব্রাজিলের টালিস্কার গোলে জেতে নাসের।

ম্যাচ চলাকালীন রোনাল্ডোর পায়ে বল গেলেই মেসির নাম নিয়ে চিৎকার করছিলেন শবাব সমর্থকেরা। এই দৃশ্য সৌদি প্রো লিগে এর আগেও দেখা গিয়েছে। দলের তৃতীয় গোলের পরেও মেসির নামে চিৎকার থামেনি। তখনই দেখা যায়, প্রতিপক্ষ সমর্থকদের দিকে তাকিয়ে অশালীন অঙ্গভঙ্গি করছেন রোনাল্ডো।

বিষয়টি ভাল ভাবে নেয়নি সৌদি ফুটবল সংস্থা। তদন্ত শুরু করেছে তারা। যা খবর, রোনাল্ডোর শাস্তি শুধু সময়ের অপেক্ষা। বুধবারের মধ্যে তাঁর শাস্তি ঘোষণা হয়ে যেতে পারে। জানা গিয়েছে, দু'ম্যাচ নির্বাসিত করা হবে রোনাল্ডোকে। পাশাপাশি আর্থিক জরিমানাও করা হবে। তেমনটা হলে সৌদি প্রো লিগে আল হজমের বিরুদ্ধে খেলতে পারবেন না রোনাল্ডো। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম পর্বে আল আইনের বিরুদ্ধেও নামতে পারবেন না সিআর৭।

ব্র্যাডম্যানের পরই যেখানে জয়সোয়ালের নাম

নিজস্ব প্রতিনিধি: স্যার ডন ব্র্যাডম্যান...এভারটন উইকস, সুনীল গাভাস্কার ও সৌদ শাকিল। একটি তালিকা থেকে তুলে নেওয়া চারটি নাম। আজ সেই তালিকায় যোগ হয়েছে আরও একটি নাম। শূন্য স্থানে ফাঁকা রাখা সেই জায়গাটা তাঁর। তালিকাটার নামটা আগে বলে দেওয়া যাক;টেস্ট ক্যারিয়ারে প্রথম ৮ টেস্টে সবচেয়ে বেশি রান করা ব্যাটসম্যান।

নামটা জানা না থাকলে ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই ভাবতে শুরু করেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে এমন কে আছেন, টেস্টে যাঁর শুরুটা হয়েছে অবিশ্বাস্য। এই তালিকায় খুব বেশি নাম নেই। তাই খুঁজে বের করাও তেমন কঠিন নয়। ভণিতা রেখে বলেই দেওয়া যাক;যশস্বী জয়সোয়াল।

ক্যারিয়ারের প্রথম ৮ টেস্টে সবচেয়ে বেশি রান করা ব্যাটসম্যানদের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন ভারতের এই ২২ বছর বয়সী ওপেনার। তা,ও কোথায়, স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের ঠিক পরই! টেস্ট ইতিহাসে ক্যারিয়ারের প্রথম ৮ ম্যাচে জয়সোয়ালের চেয়ে বেশি রান শুধু ব্যাটিংয়ের শেষ কথা ব্র্যাডম্যানই করতে পেরেছেন। জয়সোয়াল প্রতিভার কত উজ্জ্বল প্রদীপ হাতে নিয়ে পা রেখেছেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে, ভাবা যায়!

টেস্টে অতিমানবীয় ব্যাটিং গড়ের (৯৯.৯৪) ব্র্যাডম্যান তাঁর ক্যারিয়ারে ৫২ টেস্টে ২৯ সেঞ্চুরিসহ ৬৯৯৬ রান করেছেন। এর মধ্যে প্রথম ৮ টেস্ট শেষে তাঁর রান ছিল ১২১০। তত দিনে 'ডাবল' ও 'ট্রিপল' সেঞ্চুরির দেখা পাওয়া ব্র্যাডম্যানের সেঞ্চুরিসংখ্যা হয়ে গেছে ৫। এর মধ্যে ১৯৩০ সালে হেডিংলিতে ক্যারিয়ারের সপ্তম এবং ওল্ড ট্রাফোর্ডে অষ্টম টেস্টে এক ইনিংস করে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন। তাই ৮ টেস্ট খেললেও এ কটি ম্যাচে সব ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাননি ব্র্যাডম্যান। ২টি ইনিংস বাদ দিলে প্রথম ৮ টেস্টে মাত্র ১৪ ইনিংসেই ১২১০ রান তুলে নিয়েছিলেন ডন।

গত বছরের জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্টে অভিষিক্ত জয়সোয়াল ৮ টেস্টে ৯৭১ রান নিয়ে এ তালিকায় দ্বিতীয়। ব্র্যাডম্যানের তুলনায় ১ ইনিংস বেশি খেলেছেন জয়সোয়াল; ১৫টি। অভিষেক টেস্টে সেঞ্চুরি এবং ইংল্যান্ডের বিপক্ষে চলতি টেস্ট সিরিজে দুটি 'ডাবল'সহ মোট ৩ সেঞ্চুরি তুলে নেওয়া জয়সোয়াল অবশ্য তাঁর এই পথ পর্যন্ত ব্যাটিং গড়ে অবশ্যই ব্র্যাডম্যানের চেয়ে পিছিয়ে। এ ৮ টেস্ট শেষে জয়সোয়ালের ব্যাটিং গড় ৬৯.৩৫। ব্র্যাডম্যানের ক্যারিয়ারে প্রথম ৮ টেস্ট শেষে ব্যাটিং গড় ছিল ৯৩.০৭!

ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটে 'থ্রি ডব্লু'র অন্যতম স্যার এভারটন উইকসের ক্যারিয়ারের শুরুটাও ছিল দুর্দান্ত। বল জোরে মেরেও খ্যাতি কুড়ানো কিংবদন্তি টেস্টে সর্বোচ্চ টানা ৫ ইনিংসে সেঞ্চুরির রেকর্ডও গড়েছেন। ১৯৪৮ সালে অভিষিক্ত উইকস ক্যারিয়ারের প্রথম ৮ টেস্টে ৯৬৮ রান করেছিলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, সেটিও মাত্র ১১ ইনিংসে! ক্যারিয়ারের প্রথম ৮ টেস্টে সর্বোচ্চ রান করার এ তালিকায় শীর্ষ পাঁচ ক্রিকেটারের মধ্যে উইকসই সবচেয়ে কম ইনিংস খেলার সুযোগ পেয়েছেন। ৮ টেস্টে যেখানে ১৬ ইনিংসের জায়গায় ১১ ইনিংস, অর্থাৎ এই পথে ৫ ইনিংসে তাঁর ব্যাট করার দরকার পড়েনি। ক্যারিয়ারের প্রথম ৮ টেস্ট শেষে ৫টি সেঞ্চুরিসহ উইকসের ব্যাটিং গড় ছিল ৮৮.০০!

শীর্ষ পাঁচে জায়গা করে নেওয়া ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ভারতীয় ক্রিকেটের 'লিটল মাস্টার' সুনীল গাভাস্কারই একমাত্র ক্যারিয়ারের প্রথম ৮ টেস্টে সব ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়েছেন। অর্থাৎ ৮ টেস্টে ১৬ ইনিংস; রানসংখ্যা ৯৩৮। এই পথে ৪টি সেঞ্চুরিসহ ৭২.১৫ ব্যাটিং গড় নিয়ে গাভাস্কারের শুরুটাও ছিল দুর্দান্ত। সৌদ শাকিল যেন গাভাস্কারের পথই অনুসরণ করেছেন। অন্তত ব্যাটিং গড়ে।

পাকিস্তানের এই মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান ২০২২ সালে টেস্টে অভিষিক্ত হয়ে এ পর্যন্ত ১০ টেস্ট খেলেছেন।

ক্যারিয়ারের প্রথম ৮ টেস্টে তাঁর রানসংখ্যা ছিল ৯২৭। এ পথে ১৫ ইনিংসে ব্যাট করার সুযোগ পেয়েছেন। একটি সেঞ্চুরি, একটি 'ডাবল',সহ মোট দুই সেঞ্চুরি পেয়েছেন এই পথে। ৮ টেস্ট শেষে সৌদের ব্যাটিং গড় ছিল গাভাস্কারের চেয়ে একটু বেশি, ৭৭.২৫। প্রথম ৮ টেস্ট শেষে সর্বোচ্চ রানসংখ্যার তালিকায় সৌদ পঞ্চম।

এই পাঁচ ক্রিকেটারের মধ্যে সবাই দুর্দান্ত শুরু পেয়েছেন। তিনজন তো পরে ক্রিকেটেরই বড় কিংবদন্তি হয়েছেন। বাকি রইল দুজন;সৌদ শাকিল ও যশস্বী জয়সোয়াল। তাঁদের ক্যারিয়ার কেবল শুরু হলো। ভবিষ্যতে কতটা ভালো করতে পারেন, সেটাই এখন দেখার বিষয়!

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

সংশোধনী-১

জেনারেল ম্যানেজার (ইঞ্জি.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত (১) টেন্ডার নং ঃ বিআর-এইচকিউ-কেজিপি-২৪-২৫-০৮, (২) টেন্ডার নং ঃ বিআর-এইচকিউ-কেজিপি-২৪-২৫-০৯, তারিখ ঃ ২৩.০২.২০২৪ সম্পর্কিত সংশোধনী-১। উভয় টেন্ডারের ক্ষেত্রে, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৯.০৩.২০২৪ সকাল ১১.৩০ মিনিটের পরিবর্তে ১৯.০৩.২০২৪ সকাল ১১.৩০ মিনিট পড়তে হবে। (PR-1181/C)

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কন)/এস, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ, কলকাতা- ৭০০০৪৩ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। নিম্নলিখিত টেন্ডারগুলি ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ আপলোড করা হয়েছে। নির্ধারিত তারিখে বেলা ১২টায় টেন্ডার বন্ধ হবে। ক্র.নং.-১। ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ৪৪৫০-জিআরসি-সিই-সি-এসও-১২-২০২৪, তারিখঃ ২৬.০২.২০২৪। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ ডেপুটি সিই/কন/গার্ডেনরীচ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে-র অধিক্ষেত্রে সাঁকরাইল-সাঁতরাগাছি লিঙ্ক লাইন সম্পর্কিত রিটেইনিং ওয়াল, ফুট ওভারব্রিজ, পি.ওয়ে লিঙ্কিং ইত্যাদি নির্মাণ সংক্রান্ত অবশিষ্ট কাজ সম্পাদন। আনুমানিক মূল্য ঃ ৩৪.৯১ কোটি টাকা। বিড সিকিউরিটি ঃ ১৮,৯৫,৭০০ টাকা। সম্পাদনের সময়সীমা ঃ ১২ মাস। বন্ধের তারিখ ঃ ১৮.০৩.২০২৪। ক্র.নং.-২। ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ৪৪৫৫-জিআরসি-সিই-সি-এসও-১৬-২০২৪, তারিখঃ ২৬.০২.২০২৪। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ ২৪ মাসের জন্য সিএও (কন), গার্ডেনরীচ-এর অফিস, ডেপুটি সিই/কন/গার্ডেনরীচ-এর অফিস এবং সাঁতরাগাছি-তে এসএসই/ওয়ার্কস/কন/সাঁতরাগাছি-এর অফিস সহ গার্ডেনরীচ ও সাঁতরাগাছি এলাকায় মেরামতি, সংস্কার, পরিষেবা সংক্রান্ত কাজ ও অল্প পরিমাণ উদ্যানপালনের কাজ। আনুমানিক মূল্য ঃ ০.৭০ কোটি টাকা। বিড সিকিউরিটি ঃ ১,৪০,৭০০ টাকা। সম্পাদনের সময়সীমা ঃ ২৪ মাস। বন্ধের তারিখ ঃ ২০.০৩.২০২৪। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/স্পেসিফিকেশন-এর জন্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা করতে পারেন। কোনো ক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। বি.দ্র.ঃ সম্ভাব্য বিডারগণ সমস্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। (PR-1177)

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেল স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ সিনিয়র ডিইএন/২/হাওড়ার অধীনে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ক্রঃ নং ১। ই-টেন্ডার নং ঃ ৩২৮_২০২৩-২৪, তারিখ ২৩.০২.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ ক্লোরিনেশন প্ল্যান্ট সমেত কামনারা, খেতিয়া, চামারদীঘি, কারজানা গ্রাম, আমারুন-এ গভীর নলকূপের (২০০ মিমি × ১৫০ মিমি) ব্যবস্থা। আনুমানিক ব্যয় ঃ ৫৫,৮৯,৭৪০.১৮ টাকা। বায়না মূল্য ঃ ১,১১,৮০০ টাকা। কাজ শেষের সময়সীমা ঃ ০৬ মাস। ক্রঃ নং ২। ই-টেন্ডার নং ৩২৯_২০২৩-২৪, তারিখ ২৩.০২.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ সিনিয়র ডিইএন/২/হাওড়ার অধীনে এইএন/বর্ধমানের অধিক্ষেত্রে ইনসিটু গ্লুড্ জয়েন্টের ফেব্রিকেশন। আনুমানিক ব্যয় ঃ ৫৪,৯২,৭৭০.৪৮ টাকা। বায়নামূল্য ঃ ১,০৯,৯০০ টাকা। কাজ শেষের সময়সীমা ঃ ১০ মাস। টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ উভয়ের জন্য নেই। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিতমতো বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে বন্ধের তারিখের কোন পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইট টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনও অফার জমা অনুমোদন করে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১৮.০৩.২০২৪-এ দুপুর ২টা। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-513/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
CORRIGENDUM NOTICE

Notice Inviting e-Tender No : 1. Tender Number : WBMAD/ULB/Bolpur/AMRUT 2.0/e-NIQ-08/2023-24 Dated 25.01.2024 Memo No.- 3014/BM/2023-24 Dated : 25.01.2024 **Tender Id :** 2024_MAD_654420_1, 2024_MAD_654420_2, 2024_MAD_654420_3, 2024_MAD_654420_4, 2024_MAD_654420_5 Due to importants of the above works the tender submission closing date forwarded for 7 days up to 05.03.2024 at 6.00 p.m. for more bidder's participation. For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website : **www.bolpurmunicipality.org**

Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

BARANAGAR MUNICIPALITY
87, DESH BANDHU ROAD (EAST), KOLKATA-700035
CORRIGENDUM

1) NIeT No: WBMAD/BM/PWD/NIT- 82(e)/2023-24 Dated-15/02/2024, Tender ID: 2024_MAD_667676_1. Name of Work Repairing Of Furnace 2 & Changing Of Heating Elements at Crematorium at Ward No-05 under Baranagar Municipality. The Last Date of Bid Submission for the above mentioned e-Tender is hereby extended up to **05.03.2024** and Bid Opening Date will be **07.03.2024. For details please log on to www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman

দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত
মথুরাপুর- ২নং পঞ্চায়েত সমিতি
Mail ID: d.bakultala@gmail.com
E-TENDER & OFFLINE TENDER NOTICE

দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়নের জন্য (15th Finance Fund হইতে) যে দরপত্র গুলি আহ্বান করছেন, তাহার NIT No. DBGP/15th FC/ROAD/E-NIT-13/2023-24, DBGP/15th FC/TUBEWELL/E-NIT-14/2023-24, DBGP/15th FC/ DRAIN/E-NIT-15/2023-24, DBGP/15th FC 2nd Ins 2023-24/GPBUILDING/2023-24/16, Date 23/02/2024 বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য **www.wbtenders.gov.in** এবং দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।

প্রধান/
দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত

OFFICE OF THE BANSPOLE GRAM PANCHAYAT
(Under Habra II dev. Block)

2 nos e-Tender has been invited at various location within Banspole Gram Panchayat, details are stated below **NIT no. 11/BGP/15th FC/2023-24 Dt. 27/02/2024 under 15th CFC** Tied fund **NIT no. 12/BGP/15th FC/2023-24 Dt. 27/02/2024 under 15th CFC** Untied fund Please visit the site: **www.wbtenders.gov.in** and office notice board of the undersigned, **Bid submission start date 27/02/2024 at 10AM and Last date of Bid submission:- 05/03/2024** up to **10 AM., Date & Time of opening bids 07/03/2024 at 10.30 AM.**

Sd/-
Pradhan
Banspole Gram Panchayat

Nasibpur Gram Panchayat
Nasibpur, Singur, Hooghly
Notice Inviting Tender

Sealed Tender is being invited from the eligible contractor for execution of different development works vide **NIT No.: NGP/63/2024, NGP/64/2024 & NGP/65/2024, Date: 24.02.2024.** Date of sale of Tender Form : **24/02/2024 to 04/03/2024 from11.00 AM to 1.00 PM**. Last date of dropping of Sealed Tender Form : **04/03/2024 upto 2.00 PM.** Date of opening of Tender : **04/03/2024 at 3.00 PM.** For details information visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Nasibpur Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/534/23-24 Dated 27.02.2024	Construction of pavement road with supporting wall at Gurucharan Ghosh street, RNT road and surface drain at RNT road at Ward No. 18, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 2,55,071.00
WBMAD/ULB/ RSM/535/23-24 Dated 27.02.2024	Construction of pavement road with supporting wall at Ashoke Nath Sastri road and K.C.Banerjee road at Ward No.18, under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,82,088.00

Bid Submission end date: **07.03.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Nasibpur Gram Panchayat
Nasibpur, Singur, Hooghly
Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are being invited from the eligible contractor for execution of different development works vide **Tender Memo No.: 1. NGP/48/2024, 2. NGP/49/2024, 3. NGP/50/2024, 4. NGP/51/2024, 5. NGP/52/2024, 6. NGP/53/2024, 7. NGP/54/2024, 8. NGP/55/2024, 9. NGP/56/2024 & 10. NGP/57/2024, Date: 16.02.2024.** Bid Submission Start Date: **19.02.2024 at 11:30 AM.** Bid Submission End Date (Online): **29.02.2024 up to 05:00 PM.** Bid Opening Date: **01.03.2024 at 02:00 PM.** For details information visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Nasibpur Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 180 (2nd Call), 200 (2nd Call), 275 & 276/ 23-24 Dated-27-02-2024 and Extension of Bid NIeT 257, 258 & 259/23-24

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Coochbehar, Birbhum, Murshidabad & North 24 PGS District. Tender document may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Bid submission start date- **28-02-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **16-03-2024 & 22-03-2024 upto 3.00 pm** Extended Tenders i.e., NIeT- 257, 258 & 259/23-24 bid submission end date had been extended upto **01-03-2024 upto 3.00 pm.**

Date: 27.02.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

Ministry of Ports, Shipping & Waterways
Government of India
SAGARMALA
PM GatiShakti National Master Plan for Multi-Modal Connectivity

ভিকসিট ম্যারিটাইম সেন্টার মোদি সরকারের গ্যারান্টি

ভিওসি বন্দরের আউটার হারবার কন্টেইনার টার্মিনালের
জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
এবং
অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পের
জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ, উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

যার মূল্য ₹ ১৭,০০০ কোটিও বেশি

নরেন্দ্র মোদি
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
দ্বারা

বুধবার, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ সকাল ৯.৩০ ভি.ও. চিদাম্বরানর পোর্ট অথরিটি, টুটিকোরিন, তামিলনাড়ু

৩৬টি প্রকল্প

১৮	১৫	৩
উদ্বোধন	ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন	উৎসর্গ
₹৫৫৫০ কোটি	₹১০৫০০ কোটি	₹১৫৫০ কোটি

শুরু করা হবে
ভিওসি পোর্ট ভারতের প্রথম গ্রীন হাইড্রোজেন হাব পোর্ট
ভারতের প্রথম দেশীয় হাইড্রোজেন ভেসেল

উদ্বোধন, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং জাতির প্রতি উৎসর্গের প্রকল্পগুলি

ভিওসিপিএ তে বার্থের যান্ত্রিকীকরণ এবং ৫ এমএলডি ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট | গ্রিন হাইড্রোজেন বা এর ডেরিভেটিভের উপর চালানোর জন্য বিদ্যমান এসসিআই জাহাজের রেট্রোফিটিং | ভারত জুড়ে ৭৫টি লাইটহাউসে পর্যটন সুবিধার উন্নয়ন | এনএমপিএ এবং জেএনপিএ -এ রাস্তাগুলি | ভিপিএ-তে বার্থ নির্মাণ এবং জেটির পুনর্বাসন | এনএইচ-৮৪৪ -এর জিত্তান্ডহল্লির- ধর্মপুরী সেকশনে ফোর লেনিং | এনএইচ-৮১-এর মীনসুরুত্তি-চিদাম্বরম সেকশনের দুই লেন | এনএইচ-৮৩-এর ওড্ডানচাত্রম- মাদাথুকুলম সেকশনের চার-লেনিং | এনএইচ-৮৩-এর নাগাপট্টিনম- থানজাভুর সেকশনের দুই লেনিং | ৮৬ কিমি ভাঞ্চি মানিয়াচ্চির - তিরুনেলভেলি এবং মেলাপ্পালায়ম এ ডাবলিং | আরালভাইমোলি রেলওয়ে সেকশন | এমবিপিএ এবং জেএনপিএ তে বার্থের ওএন্ড এম | ইস্ট কোয়ের যান্ত্রিকীকরণ এবং ভিপিএ-তে হাসপাতালের সুপার স্পেশালিটিতে উন্নীতকরণ | এনএমপিএ-তে ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট মাল্টি-স্পেশালিটি হাসপাতাল এবং আচ্ছাদিত স্টোরেজ | এমপিএ তে ড্রাই ডক উন্নয়ন ২টি বার্থের জাহাজ মেরামতের ইয়ার্ড এবং ওএন্ডএম | এসএমপিএ তে বার্থের পুনঃনির্মাণ এবং যান্ত্রিকীকরণ | কুলাসেকারপট্টিনমে ইসরোর নতুন লঞ্চ কমপ্লেক্স

জাতির সুবিধাভোগ

- কন্টেইনার ট্রান্সশিপমেন্ট খরচ এবং সময় হ্রাস
- ভারতের প্রথম সবুজ এইচ২ হাব পোর্ট ও ইকোসিস্টেম
- জলপথের জন্য পরিবেশ বান্ধব জিরো নয়েজ জাহাজ
- আরো দক্ষ, নিরাপদ এবং দ্রুত কার্গো অপসারণ এবং লজিস্টিক
- উন্নত রেল এবং উন্নত যোগাযোগের জন্য সড়ক অবকাঠামো
- গতির বৃদ্ধি, সহজ এবং আরামদায়ক ভ্রমণ
- পর্যটন সম্পর্কিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি

cbc 37201/13/0023/2324

গৌরবোজ্জ্বল উপস্থিতি

আর.এন. রবি
মাননীয় রাজ্যপাল, তামিলনাড়ু

সর্বানন্দ সোনোয়াল
মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বন্দর, নৌপরিবহন ও জলপথ এবং আয়ুষ; ভারত সরকার

শ্রীপাদ ইয়েসো নায়েক
মাননীয় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বন্দর, নৌপরিবহন এবং জলপথ ও পর্যটন

শান্তনু ঠাকুর
মাননীয় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বন্দর, নৌপরিবহন ও জলপথ

ই.ভি. ভেলু
মাননীয় মন্ত্রী গণপূর্ত, মহাসড়ক এবং ছোট বন্দর, তামিলনাড়ু

পি. গীতা জীবন
মাননীয় মন্ত্রী সমাজকল্যাণ ও নারী ক্ষমতায়ন

কানিমোঝি করুণানিধি
মাননীয় সাংসদ, থুথুকুডি

ShipminIndia | Shipmin_India | Shipmin_India | Sagarmala Project | Sagarmala.gov.in / shipmin.gov.in
LIVE STREAM ডিডি নিউজে সরাসরি সম্প্রচার দেখুন